পথের শেষে

(সামাজিক নাটক)

[মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত]

[প্রথম অভিনয় রজনী—২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সাল]

স্বর্গীয় নিশিকান্তবসু রায় বি, এল,

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ—পৌষ ১৩৩৫ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৩৬ সাল।

তৃতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৩৬ সাল।

চতুর্থ সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৩৭ সাল।

চরিত্র

দুর্গাশঙ্কর রায়	...	জমিদার।
নলিনী	...	ঐ পুত্র।
যোগেশ	...	ঐ ভাগিনেয়।
অনাদি	...	ঐ দেওয়ান।
নিবারণ যজ্ঞেশ্বর	...	ঐ কর্ম্মচারী।
শ্যামা	...	ঐ ভৃত্য।
গোবিন্দ	...	নলিনীর ভৃত্য।

শশীবাবু, শশীবাবুর বন্ধুগণ, নিধুখুড়ো, খাজাঞ্চি, জগাপাগল, ডাক্তার, ইন্‌স্পেক্টর ইত্যাদি।

সুখদা	...	দুর্গাশঙ্করের ভগিনী। (যোগেশের মাতা)
পারুল	...	নলিনীর স্ত্রী।
রাধা	...	ভিখারিণী।
ললিতা	...	নিবারণের শ্যালিকা।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
এল। মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
১৫ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্—কলিকাতা

প্রাণাধিক

নির্ম্মলকুমার—

মনু,

কত আব্দার তোমার পূরণ ক'র্‌তে পারি নি। সে সব এখন মনে হয় আর আমার মর্ম্ম পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়।

আজ তুমি কত দূরে—সর্ব্বপ্রকারে আমার নাগালের বাহিরে—একেবারে পথের শেষে চ'লে গিয়েছ। আর ত হাতে তুলে তোমাকে কিছু দিতে পার্‌ব না। তাই বুকের কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত যা তপ্ত অশ্রু হ'য়ে বেরিয়েছে তাই তোমার উদ্দেশ্যে পাঠাচ্ছি—তুমি গ্রহণ করো—

তোমার—বাবা

পথের শেষে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জমিদার দুর্গাশঙ্কর রায়ের বাটী—দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষ।

প্রাচীর-গাত্রে দুর্গাশঙ্কর রায়ের মৃতা পত্নীর নিজের
ও পুত্রের তৈলচিত্র বিলম্বিত।

দুর্গাশঙ্কর রায় একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন। তাঁহার উদাস-দৃষ্টি গবাক্ষপথে দূরে প্রান্তরে নিবদ্ধ। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রবীণ দেওয়ান অনাদিনাথ কথা বলিতেছেন। নিম্নতল হইতে মাঝে মাঝে প্রাণখোলা হাসির 'হো হো' শব্দ শুনা যাইতেছে। দ্বিপ্রহর তখনও অতীত হয় নাই।

অনাদি। ব্যামো হ'তেই সরোজবাবু বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে এ যাত্রা তাঁর আর রক্ষা নাই। সংসারে আপনার ব'ল্‌তে এক বয়স্থা বিবাহ-যোগ্যা ভগ্নী; তাই রোগের যাতনার চেয়েও ভগ্নীর ভবিষ্যৎ চিন্তা তাঁকে বেশী কাতর করেছিল। শেষে যখন বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে আর রক্ষা নেই, তখন অনন্যোপায় হ'য়ে খোকাবাবুকেই তাঁর ভগ্নীকে বিয়ে ক'র্‌তে এমন পীড়াপীড়ি ক'র্‌তে লাগলেন যে খোকাবাবুর স্বীকৃত হওয়া

ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। সে অবস্থায়, প্রিয় বন্ধুর অন্তিম শয্যার সেই কাতর অনুরোধ কেউই উপেক্ষা ক'র্‌তে পারে, না—(দুর্গাশঙ্করের মুখ হইতে গড়গড়ার নল খসিয়া পড়িয়াছে। তিনি অপলক দৃষ্টিতে অনাদিনাথের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।) তাড়াতাড়ি সব যোগাড় ক'রে গোধূলি লগ্নে যেমন বিয়ে হয়ে গেল অমনি সরোজবাবুর দেহত্যাগ হ'ল—

দুর্গাশঙ্করের মুখ দিয়া অস্ফুটভাবে "এঁ্যা" শব্দটী উচ্চারিত হইল। বজ্রাহতের ন্যায় নিজের অজ্ঞাতসারে আরামকেদারা হইতে উঠিয়া অধীরভাবে কয়েকবার কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া তিনি দূরে গবাক্ষ পথে চাহিয়া রহিলেন। নিম্নতল হইতে প্রাণখোলা উচ্চ-হাসির 'হো হো' শব্দ শোনা গেল। বৃদ্ধ দেওয়ান কয়েক মুহূর্ত্ত নতদৃষ্টিতে স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—"বৌমাকে নিয়ে আজ খোকাবাবু ক'লকাতা রওনা হ'লেন। যাবার সময় আমায় বললেন, যে বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলবেন যে আমি তাঁর অধম সন্তান। তাঁর চরণে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'র্‌ছি। কি ক'র্‌ব—আমার উপায় ছিল না। আপাততঃ আমি ক'লকাতায় যাচ্ছি—বাবার কাছে যাবার আমার আর মুখ নেই—তবে যদি তিনি এ অভাগাকে ক্ষমা করেন তবে আবার তাঁর পদধূলি মাথায় ক'রে ধন্য হব।"

নিম্নতল হইতে পুনরায় উচ্চহাসির ধ্বনি উত্থিত হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত কক্ষটী স্তব্ধ থাকিল। ধীরে দুর্গাশঙ্কর দেওয়ানের দিকে ফিরিলেন—দেওয়ান অনাদিনাথ ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে দেখিলেন যে প্রভুর চক্ষুদ্বয় ও মুখমণ্ডল আরক্তিম, নাসারন্ধ্র ক্রোধে কম্পিত হইতেছে।

দুর্গা। শুন্‌ছ অনাদি, ঐ যে নীচের তলা থেকে প্রাণ খোলা উচ্চহাসির শব্দ আস্‌ছে—শুন্‌ছ তা? এ কেন জান—ও হাসির শব্দ কার জান?

অনাদি। আমি ত নৌকা থেকে উঠে সোজা আপনার কাছেই এসেছি।

দুর্গা। তবে শোন। আমার বাল্যবন্ধু শশীকমলকে জান। দু'বছর পূর্ব্বে তার মাতৃশ্রাদ্ধে শশীদের বাড়ী গিয়েছিলেম মনে আছে ?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। সেখানে শশীর মেয়েটী দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছিল। যেন পটে আঁকা একখানি দুর্গা প্রতিমা। এখনও তার সেই ঢলঢলে সুন্দর মুখখানি আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে। আর কি তার গুণ—পাঁচ দিন ছিলেম আমি অনাদি—ক্ষুদ্র বালিকা মায়ের মত নিপুন-হাতে আমার কি সেবাটাই না ক'র্‌ল—আর কি মধুর তার মুখের জেঠামশাই ডাক—আমি মুগ্ধ হ'লেম—বুঝ্‌লে অনাদি, আমি একে-বারে মুগ্ধ হ'লেম। আসবার পূর্ব্বে মেয়েটিকে পুত্রবধূ ক'র্‌বার জন্য শশীর নিকট চাইলেম—আমি চাইলেম—বুঝ্‌লে ? শশী অবশ্য সানন্দে সম্মত হ'ল। আমার কাছে বেশী কিছু ছিল না—পাঁচ থান মোহর, হাতের হীরের আংটী আর ঘড়ির চেন—এই দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেছিলেম—সে আজ নয়, দু'বছর পূর্ব্বে। বৈশাখ মাসে—হাঁ, এই ঠিক দু'বছর।

অনাদি। আজ্ঞে সে ত শুনেছি।

দুর্গা। হাঁ, আমি বাড়ী এসেই তোমাদের সবাইকে সে কথা বলেছি। খোকাও জানে—শুধু জানা কেন, কতবার এই দু'বছরে শশীর স্ত্রী ভাবী জামাই জেনে তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছে—তার বাড়ীর মেয়েছেলেরা অবাধে তার সঙ্গে মেলামেশা করেছে। কবে এতদিন এ বিয়ে হয়ে যেত—শুধু খোকার পড়ার ক্ষতি হবে ব'লে আমি ব'লে ক'য়ে শশীর স্ত্রীকে নিরস্ত রেখেছি। আর বেচারা শশী, তার বয়স্থা কন্যা—বাগ্‌দত্তা—আমার কথার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত

হ'য়ে বসে আছে ! ওঃ—আজ সে এসেছে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে—আমিই তাকে সংবাদ দিয়ে আনিয়েছি—

অনাদি। সে কি!

দুর্গা। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ২৯শে তারিখে আমি বিয়ের দিন স্থির ক'রে দিয়েছি। আমি, বুঝলে অনাদি, আমি নিজে পাঁজী দেখে দিন ঠিক করে দিয়েছি। বে'তে কি খরচ হবে, কত লোক খাবে, কাকে কাকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌বে,—শশীর সংসার-জ্ঞান ত কোন দিনই বড় একটা নেই—নিজের হাতে তাকে সব লিষ্টি ক'রে দিয়ে বাড়ীর ভেতর খাবার কি ব্যবস্থা হ'চ্ছে তাই দেখ্‌তে এসেছি, এর মধ্যে তুমি এসেছ। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পায়চারি করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন।) হতভাগার আসতে দেরী দেখে তাকে আন্‌তে তোমাকে পাঠিয়েও নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনি—পাছে তোমাদের আস্‌তে দেরি হয়, পাছে ঠিক সময় তোমরা পৌছিতে না পার, তাই ষোল দাঁড়ের বজরাখানা রাধানগরের ঘাটে পাঠিয়ে দিয়েছি। (পুনরায় ক্ষনেক স্তব্ধ থাকিয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন ও ক্ষণেক পরে বলিতে লাগিলেন)—কন্যা-দায় আজকাল কত বড় দায় জানত। আমার কথার উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্তমনে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বেচারা আনন্দ-উৎসবে মেতে আছে—নীচের তলায় ব'সে মহাশান্তিতে কি প্রাণখোলা হাসিটাই হাস্‌ছে—কোন্ প্রাণে তার বুকে এখন আমি বজ্র হান্‌ব। কোন্ মুখে তাকে এখন আমি বলব যে, এ বিয়ে হবে না তুমি ফিরে যাও—কেমন ক'রে এ পোড়া মুখ এখন আমি তার সামনে বের ক'র্‌ব—কেমন ক'রে—বল—বল—বল—(নিজের মুখে চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন) কুলাঙ্গার সব জেনে শুনে আমায় অপদস্থ ক'র্‌লে—আমার এই উঁচু মাথা হেঁট করালে—আমাকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, জোচ্চোর, প্রতিপন্ন ক'র্‌লে—(নিজের মুষ্টিবদ্ধ হস্ত দংশন করিতে লাগিলেন ও অধীর

ভাবে পাদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন) পিতার সম্মানের চেয়ে বন্ধুর অনুরোধ বড় হ'ল! অধম সন্তান—অধম সন্তান—ক্ষমা ক'র্‌ব—ক্ষমা ক'র্‌ব—পদধূলি! (সহসা অনাদির দিকে ফিরিয়া) জান অনাদি এর পরিণাম কি! এমন শাস্তি তাকে আমি দেব—এমন শাস্তি, যা স্মরণ ক'রে কোন দিন কোন পুত্র পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না করে—পিতার অবাধ্য না হয়—পিতাকে অপদস্থ ক'র্‌তে সাহস না করে—হাঁ এমন শাস্তি—

অনাদি। খোকাবাবুর উপায় ছিল না—সে অবস্থায়—

দুর্গা। উপায় ছিল না। কেন? সরোজকে সব খুলে ব'লে, অন্য কোন সুপাত্র—তার চেয়েও সুপাত্র দেখে সরোজের অনাথা ভগ্নীর বিবাহ দিলেই হ'ত—যত টাকা লাগত আমি হাসতে হাসতে দিতাম। তা হ'লেই সরোজ সন্তুষ্ট হ'ত। না অনাদি, তুমি যা ভাব্‌ছ তা নয়—এ জেনে শুনে আমাকে অপদস্থ করা—জেনে শুনে। আচ্ছা, অনাদি, শশীকে ডাক—

অনাদি। এখনই—

দুর্গা। (কঠোরস্বরে) যাও— [অনাদির প্রস্থান।

ওঃ—এই ছেলেকে কি ভালটাই না বেসেছি! কেন এতদিন ছাইএর উপর রেখে বলি দিইনি—(মৃতাপত্নীর তৈলচিত্রের দিকে সহসা দৃষ্টি পড়ায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন ও পরে বলিয়া উঠিলেন) হবে না—তা কখনই হবে না—হাত জোড় ক'র্‌লেও না—কুলাঙ্গারকে আমি কখনই ক্ষমা ক'র্‌ব না। না—না—না—

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। বাবু, খাবার জায়গা কি পাশের ঘরে ক'র্‌ব।

দুর্গা। কে? হাঁ—কি?

শ্যামা। খাবার জায়গা কোন্ ঘরে—

দুর্গা। না—না—কিছু ক'র্‌তে হবে না—সব আগুনে ঢেলে দে, রাস্তায় ছড়িয়ে দে—জলে ভাসিয়ে দে—

শ্যামা। বাবু—

দুর্গা। আবার বাবু! আমার কথা শুনতে পাসনি হারামজাদা (শ্যামাকে চপেটাঘাত। প্রহার খাইয়া অপ্রতিভ ভাবে শ্যামার প্রস্থান। অন্য দ্বার দিয়া বন্ধুগণসহ শশী ও অনাদি প্রবেশ করিলেন। দুর্গাশঙ্কর তাঁহাদের দেখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া গবাক্ষের দিকে সরিয়া গেলেন!

শশী। কই দেওয়ানজী, এই বেলা খোকাকে ডাক—শুভ আশীর্ব্বাদটা সেরে ফেলি—এর পর ত বারবেলা হবে ;—কই দাদা কোথায়?

অনাদি। আসুন বাবু, বসুন।

দুর্গাশঙ্কর সহসা ছুটিয়া আসিয়া শশীকমলের হাত দু'খানি ধরিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। ও বলিলেন :—"শশী, শশী—ভাই আমায় ক্ষমা কর—আমি জোচ্চোর—মিথ্যাবাদী—প্রতারক—চণ্ডাল!" (নিজের চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন)

শশী। এ কি! তুমি ক'র্‌ছ কি দাদা—কি বলছ—তুমি কি পাগল হ'লে!

দুর্গা। পা থেকে জুতো খোল—আপনারাও খুলুন—তারপর এই মিথ্যাবাদীর পিঠে—এই জোচ্চোরের মাথায় দমাদম মারুণ—কষে মারুণ—রক্ত পড়া চাই—এই রক্তে কুলাঙ্গারের জন্ম হ'য়েছে কি না!

শশী। ব্যাপার কি দেওয়ানজী! খোকা ভাল আছে ত?

দুর্গা। ভাল নেই! খাসা আছে—বাপের মুখে চুণকালী দিয়ে সাধের বৌ নিয়ে কোলকাতায় মধুচন্দ্র ক'র্‌ছে!

শশী। বৌ নিয়ে!

দুর্গা। হাঁ, বৌ নিয়ে। কুলাঙ্গার আদর্শ বন্ধু-প্রীতি দেখিয়েছেন! পিতাকে অপদস্থ ক'রে—পিতার মুখে চুণকালী দিয়ে প্রাণের বন্ধুর অনাথা ভগ্নীকে উদ্ধার করেছেন!

শশী। এ্যাঁ! (থপ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন) তবে আমার উপায়! আমি যে তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছি। আমার বয়স্থা মেয়ে—বাগ্‌দত্তা—আমার উপায়?

১ম বন্ধু। আর উপায়! কেমন, পূর্ব্বে বলেছিলাম না! এখন আহাম্মকির ফল ভোগ কর। বলেছিলাম না, যে অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

২য় বন্ধু। এ রকম যে হবে এ তোমার আগেই বোঝা উচিৎ ছিল। মুখের কথার উপর নির্ভর ক'রে এই কলিকালে কেউ এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকে! হাঃ হাঃ হাঃ—এটা যে কলিকাল হে—

শশী। দাদা—দাদা—আমার রেণুর মুখের দিকে চেয়ে আমায় দয়া কর। বাড়ী গিয়ে কি ক'রে আমি এ কথা ব'লব! তারা যে সবাই জানে যে রেণু তোমার পুত্রবধূ! দোহাই তোমার—তোমার পায় পড়ি দাদা—আমার উপর দয়া কর—

দুর্গা। ওঃ—অনাদি—অনাদি—আমি কি উত্তর দেব—কি বলব—আমি কি ক'র্‌ব—

শশী। দাদা, দাদা, যদি উপায় না কর আমি তোমার পায়ের উপর মাথা খুঁড়ে ম'র্‌ব—আজ দু'বছর আসা যাওয়ায় কি রকম জানাজানি হ'য়েছে তুমি ত সব জান—আমি কি ক'রে বাইরে মুখ দেখাব!

দুর্গা। শশী, ওঠ ভাই, তুমি আমার আবাল্য সহচর, প্রাণের বন্ধু। আমি নরাধম, আমায় ক্ষমা কর—দয়া কর। পিতার মুখ যে পুড়িয়েছে—পিতাকে যে অপদস্থ ক'রেছে—এমন অপদার্থ কুলাঙ্গারের হাতে যে তোমার রেণু পড়েনি, সে তোমার পরম সৌভাগ্য। ভেবেছিলেম, ওঃ, কত সাধ আমার মনে ছিল—আমার মাকে ব'ল যে আমি তার

যোগেশ। কেমন, এই সুযোগ ?

সুখদা। সুযোগ ত—কিন্তু—

যোগেশ। কিন্তু !

সুখদা। তার সদ্ব্যবহার ক'রবে কে !

যোগেশ। কেন আমি ?

সুখদা। তুমি ! এমন একটা জমিদারী তোমার ছিল না ! তুচ্ছ একটা স্ত্রীলোকের জন্য এমন তুমি মেতে উঠ্‌লে যে এক সর্ব্বনেশে মকর্দ্দমায় দু'দিনে তোমার সব ফাঁক—পথের ফকির হ'য়ে আজ তুমি মাতুলের অন্নদাস ! আর তোমার গর্ভধারিনী আমি—আমি ভাইয়ের সংসারে বাঁদীর বাঁদী।

যোগেশ। জমিদারী গিয়েছে বটে কিন্তু যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি তা' দিয়ে এখন এমন বিশটে জমিদারী ক'র্‌তে পা'রব মা।

সুখদা। অভিজ্ঞতায় পেট ভরে না—অভিজ্ঞতায় পেট ভরে নি—অভিজ্ঞতায় পেট ভর্‌ছে ও না। পেট ভর্‌তে চাই টাকা—বেঁচে থাক্‌তে চাই টাকা—শুধু টাকা।

যোগেশ। আচ্ছা, এবার তুমি দেখে নিও। এবার একটা হিল্লে না লাগিয়ে আমি ছাড়ছি না—

সুখদা। দিনরাত নেশা ভাঙ্গে ডুবে থেকে ! ওঃ—যোগেশ, মামার দোরে দু'মুঠা ভাতের জন্য পড়ে থাক্‌তে তোর লজ্জা হয় না ! তোর মা আজ দাসী বাঁদীর অধম হ'য়ে তিন বেলা ভাইয়ের সংসারে হেঁসেলের হাঁড়ী ঠেল্‌ছে—তোর শরীরে কি মানুষের রক্ত নেই !

যোগেশ। সে ত যা হবার হ'য়ে গেছে মা। এখন দাওটা যাতে লেগে যায় তার ব্যবস্থা কর।

সুখদা। আমি ব্যবস্থা ক'র্‌ব !

যোগেশ। হাঁ মা তুমি। তুমি ইচ্ছা করলে দিনকে রাত ক'র্‌তে পার।

তোমার পায় পড়ি মা, এ সুযোগ যদি সরে যায়, তবে আমি প্রাণে বাঁচব না। চমৎকার সুযোগ মা, শুন্‌লে ত মামাবাবু এ জন্মে আর নলিনীদার মুখ দেখবে না—

সুখদা। এই রাগ টিক্‌লে ত! একমাত্র ছেলে—তাতে মা হারা,—দুদিনে এ আগুন জল হ'য়ে যাবে।

যোগেশ। যাতে না হয় তাই ক'র্‌তে হবে—সেই জন্য ত তোমার শরণাপন্ন হ'য়েছি মা। বাপ বেটার মধ্যে পাহাড়ের বেড়া তৈরী কর্‌তে হবে—বুঝেছ?

সুখদা। আমি তা অনেক দিন আগেই বুঝেছি—বুঝেই তোকে এখানে নিয়ে এসেছি।

যোগেশ। এ্যাঁ! বল কি! তোমার কি বুদ্ধি মা। এত দূর ভেবে তুমি কাজ কর।

সুখদা। তুই ত মানের দায়ে এখানে আস্‌তেই চেয়েছিলি না! কেমন এখন?

যোগেশ। তুমি যে আমায় তাক্ লাগিয়ে দিয়েছ মা। তুমি পার্‌বে মা—ঠিক পার্‌বে!

সুখদা। দেখা যাক; কিন্তু তুই কি নেশা ভাঙ্গ ছেড়ে আমার কথা মত চল্‌তে পারবি?

যোগেশ। পার্‌ব মা—নিশ্চয় পার্‌ব।

(নেপথ্যে) দুর্গাশঙ্কর। "অনাদি! অনাদি! অনাদি আছ? ওরে কে আছিস অনাদিকে একবার উপরে আস্‌তে বল ত।"

যোগেশ। সর্ব্বনাশ মামাবাবু যে এদিকেই আসছেন! মা পালাও—পালাও—

সুখদা। পালাবি কিরে! তবে ত তুই সবই ক'রেছিস। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক।

(দুর্গাশঙ্করের প্রবেশ)

দুর্গা। কে কথা কইছে—অনাদি ? কে ? সুখি—যোগেশ।

সুখদা। হাঁ দাদা—আমি আর যোগেশ।

দুর্গা। কি ?

সুখদা। (যোগেশকে) ব'ল না মুখ ফুটে। এত ভয় তোর কিসের বাছা—নিজের মামা—মায়ের সহোদর এমন আপনার জন আর তোর কে আছে বল ত !

দুর্গা। কি সুখি ?

সুখদা। এই তোমার যোগেশ, আমাকে গিয়ে বল্‌ছে, যে মামাবাবু সেদিন ব্যামো থেকে উঠেছেন, এত বেলা হ'ল—এখনও তার পেটে কিছু পড়ল না—দেখ মা, ব'লে ক'য়ে একটু গরম দুধ অন্ততঃ যদি তাঁকে খাওয়াতে পার। সাহস ক'রে নিজে বলতে পার্‌ছে না—তাই আমায় ডেকে এনেছে। দাদা, একটু গরম দুধ আন্‌ব ? বেলা ও—

দুর্গা। না—কিছু না। অনাদি—অনাদি—শ্যামা, অনাদি কি বাড়ী গিয়েছে ?

(নেপথ্যে শ্যামা—'দেওয়ানজী যাচ্ছেন কর্ত্তাবাবু')

(অনাদির প্রবেশ)

অনাদি। আমায় ডাক্‌ছিলেন ?

দুর্গা। হাঁ। তুমি বল্‌ছিলে না যে কুলাঙ্গারটা সস্ত্রীক কোলকাতায় গিয়েছে ?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। কোল্‌কাতায় গিয়ে নিশ্চয়ই আমার বাড়ীতে উঠেছে—কি বল ? নিশ্চয়—নইলে আর যাবে কোন্ চুলোয় !

অনাদি। অন্য কোথাও উঠ্‌তে পারেন। যেখানেই থাকুন না কেন

আপনার অনুমতি হ'লে, আমি তাঁকে খুঁজে বের ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তে পার্‌ব।

দুর্গা। রতনগাঁয়ে আজ সন্ধ্যার গাড়ী ধরা যাবে?

অনাদি। বড় বজরা ঘাটে রয়েছে—এখনই রওনা হ'লে ধর্‌তে পার্‌ব।

দুর্গা। এখনই যাবে! কাল রাত থেকে তোমার খাওয়া হয় নি—

অনাদি। তাতে আমার কোন কষ্ট হবে না বাবু—আপনার অনুমতি পেলে আমি নাচ্‌তে নাচ্‌তে বজরায় গিয়ে উঠ্‌ব।

দুর্গা। আজও ত খাওয়া হবে না—

অনাদি। আমি বামুনের ছেলে বাবু—উপোস দেওয়া আমার খুব অভ্যাস আছে। আর পথে জল টল খাবারও ত সুবিধা আছে। আমার কোন কষ্ট হবে না।

দুর্গা। বেশ, তাহ'লে এখনই কোলকাতা রওনা হও।

অনাদি। যে আজ্ঞে। (প্রস্থানোদ্যত ও যাইতে যাইতে) বৌমা, ছেলে মানুষ—তাঁকে ত আর ঝি চাকরের উপর ভরসা ক'রে একা রেখে আসা যাবে না—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) তাঁকেও অবশ্য নিয়ে আস্‌তে হবে—

অনাদির পূর্ব্বোক্ত কথা বলিবার সময় দুর্গাশঙ্কর অধীরভাবে পাদচারণা করিতেছিলেন। যোগেশ মাতার দিকে চাহিয়া হতাশা ব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করিল। অনাদি দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া প্রভুর অনুমতির জন্য একবার ফিরিয়া চাহিল—দুর্গাশঙ্কর শরীরটাকে ঝাড়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন—পরে ডাকিলেন—"অনাদি—শোন"। অনাদি প্রভুর দিকে একপদ অগ্রসর হইলেন। দুর্গাশঙ্কর কক্ষমধ্যে কিছুক্ষণ পাদচারণা করিলেন পরে বলিলেন—"যদি তাদের আমার বাড়ীতে দেখ" আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিলেন ও কয়েক পদ হাটিলেন—পরে স্ত্রীর তৈলচিত্রের দিকে তাকাইলেন—স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলেন—

এক বিন্দু অশ্রু নয়ন কোনে ফুটিয়া উঠিল। দেহখানি একবার কাঁপিয়া উঠিল। পরে যেন কঠোর সংগ্রাম করিয়া দুর্ব্বলতাকে জয় করিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—"না—না—না"—

অনাদি। বাবু—

দুর্গা। হাঁ—যা বল্‌ছিলুম, যদি তাদের আমার বাড়ীতে দেখ, তবে সেই মুহূর্ত্তে তাদের বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবে—

অনাদি। বাবু—বাবু—

দুর্গা। (হস্তের ইঙ্গিতে স্তব্ধ করিয়া) যদি সহজে না যায় তবে দরোয়ান্ দিয়ে—

অনাদি। বাবু, আজ দু' দিন আমি উপবাসী। ক্ষুধায় আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ছে—পিপাসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—আজ আমি কোন মতেই কোলকাতা যেতে পারব না—

দুর্গা। তাদের বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়ে আমায় তার ক'র্‌বে। যতক্ষণ তোমার তার না পাব আমি জলস্পর্শ ক'র্‌ব না—এই আমার প্রতিজ্ঞা—

অনাদি। নারায়ণ—নারায়ণ—

সুখদা। দেওয়ানজী আর দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি? এখনই যাও—শীঘ্র যাও—দাদার আমার যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—তোমার তার না পেলে ত জলটুকুও স্পর্শ ক'র্‌বেন না—এই রোগা শরীরে উপবাসী থাক্‌লে কেমন ক'রে দাদা আমার প্রাণে বাঁচবেন—যাও—যাও—দেওয়ানজী—এখনই তার কর গে'—

অনাদি। তোমরা কি দিদি এই বামুনের ছেলেটাকে খেতে না দিয়ে মার্‌বে মনে ক'রেছ?

যোগেশ। এই ত আপনি ব'ল্‌লেন আপনার কোন কষ্ট হবে না।

অনাদি। যখন বলেছিলাম বাবাজী তখন অতটা বুঝ্‌তে পারিনি। কিন্তু চল্‌তে গিয়ে এক পা এগুতেই চোখে অন্ধকার দেখেছি। যাবার

সময় পড়ছিলাম দেখেছ ত, ভাগ্যিস চেয়ারখানা নিকটে ছিল তাই রক্ষে।

সুখদা। তবে—তবে কি উপায় হবে। ও যোগেশ—ওরে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিস্ কি! আমার দাদার যে, যে কথা সেই কাজ। দেওয়ানজী যেতে না পারেন—আর কাকেও পাঠা,—না হয় তুই নিজে যা—আমার দাদার প্রাণটুকু বাঁচা। তোদের কি! আমার যে মায়ের পেটের ভাই—রক্তের সম্বন্ধ—আজ গাড়ী ধর্‌তে না পার্‌লে আরও একদিন দেরি হবে—তা' হ'লে দাদা কিছুতে প্রাণে বাঁচবে না—শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাবে—আমি তা কেমন ক'রে চোখে দেখ্‌ব—কোন প্রাণে সহ্য ক'র্‌ব—আমার মরণ হয় না—

যোগেশ। মামাবাবুর জীবন অপেক্ষা প্রিয় আমার আর কি আছে। প্রাণ দিয়েও যদি তাঁর জীবন রক্ষা ক'র্‌তে পারি, তা' ক'র্‌তেও আমি প্রস্তুত।

সুখদা। তাইত বলি—রক্তের টান—রক্তর সম্বন্ধ—

দুর্গা। তুমি যখন যেতে পার্‌ছ না অনাদি, তখন যোগেশকেই পাঠাই।

সুখদা। যোগেশ! দেখিস্ বাবা, তার ক'র্‌তে যেন ভুলিস্ না—তোর হাতে কিন্তু আমার দাদার প্রাণটুকু।

যোগেশ। তুমি নিশ্চিন্ত হও মা! আমিও প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—মামাবাবুর আদেশ মত কাজ না ক'রে জল গ্রহণ ক'র্‌ব না—

সুখদা। বেঁচে থাক বাছা—মা কালী তোর সুমতি দিন—মামার উপর জন্ম জন্ম যেন তোর এমনি ভক্তি থাকে।

অনাদি। (স্বগত) ভক্তির মাত্রাটা আজ দেখ্‌ছি বড্ড বেড়ে গেছে। হুঁ, পথের কণ্টক। বেশ, দেখা যাক্ ত্রিশ বছরের নিমকের কোন মূল্য আছে কিনা।

দুর্গা। আমি তাদের একেবারে পথের ভিক্ষুক ক'রে দিতে চাই না—তাতে

অনাদি। আজ ত্রিশ বছর আপনার সংসারে চাকরি ক'র্‌ছি—আপনার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছি। কোন দিন ভুলেও আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলি নি বা আপনার আদেশ অমান্য করি নি—

দুর্গা। অনাদি, এই জীবনের বেচা কেনায় তুমিই আমার একমাত্র লাভ।

অনাদি। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি আপনার আদেশ আমি বর্ণে বর্ণে পালন ক'র্‌ব। আপনি স্নানটা সেরে' যা হয় কিছু মুখে দিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত ক'রে দিন বাবু—

দুর্গা। অনাদি! বুকের হাড় পাঁজর গুলো চিবিয়ে খেলাম না—আরও খাব! (প্রস্থান)

অনাদি। নারায়ণ—নারায়ণ। যোগেশ বাবাজী, তবে প্রস্তুত হ'য়ে এস। আমি এগোই— (প্রস্থান)

সুখদা। (নিম্নস্বরে) এ সুযোগ জীবনে কিন্তু দু'বার হবে না যোগেশ!

যোগেশ। সে তুমি দেখে নিও। তোমার কি বুদ্ধি মা, খুব রক্ষে ক'রেছ!

সুখদা। এখনও কিছু হয় নি—এ ত শুধু গোড়া পত্তন। এখনও ঢের বাকী। আয় আমার সঙ্গে, কি ক'র্‌তে হবে ব'লে দিগে'।

(উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গাশঙ্করের কলিকাতার বাটী। দ্বিতলের একটী কক্ষ। উন্মুক্ত-দ্বারপথে ভিতর-বাটীর দিকে রেলিং দেওয়া ঝুল-বারান্দা দেখা যাইতেছে। পার্শ্বের খড়খড়ির জানালা বন্দ আছে। অপর পার্শ্বের জানালা খোলা আছে—সে জানালা দিয়া নিম্নের রাজপথ দেখা যায়। কক্ষটীতে কয়েক খানা চেয়ার আছে—বেলা নয়টার বেশী হয় নাই।

পারুল ও তৎপশ্চাৎ তাহার অঞ্চল টানিতে টানিতে
নলিনীর প্রবেশ।

পারুল। ছাড়—ছাড়—আ হা হা—কি যে কর—

নলিনী। (সহাস্যে) কি করি?

পারুল। এই দিনের বেলা—

নলিনী। আমি কি বলেছি যে এখন দুপুর রাত্রি—

পারুল। কেউ দেখ্‌বে—

নলিনী। ওঃ, তাই বল! এই জন্য আজ দু'দিন পাড়ার যত লোক তোমার জানালার গোড়ায় আড়ি পেতে পড়ে আছে—

পারুল। কেন বিন্দে ঝি নেই—গোবিন্দ নেই—

নলিনী। থাকে থাক। আমি স্পষ্ট উত্তর চাই। তুমি তোমার ঐ মান্ধাতার আমলের পচা পুরোনো সাড়ে পাঁচ হাত ঘোমটা সহজে খুলবে, না আমি লোকজন ডেকে জোর ক'রে খোলাব?

পারুল। লোকজন ডাকবে কি—ও মা, সে কি!

নলিনী। কি ক'র্‌ব বল—তোমার ঐ ঘোমটা রাক্ষসীকে দেখে দেখে আমার হৃদ্‌রোগ হ'বার উপক্রম হয়েছে—আজ ওকে গঙ্গাপার ক'রে তবে আমার অন্য কাজ।

পারুল। ওগো তোমার পায়ে পড়ি—আমার যে ভারী লজ্জা করে—

নলিনী। বেঁ'র আগে এ লজ্জা কোথায় ছিল—তখন ত—

পারুল। যাও—আমি কিন্তু চলে যাব—

নলিনী। যাও দেখি—

পারুল। ধরে রেখেছ যে—

নলিনী। দেখ, এখনও ঘোমটা খোল বল্‌ছি। তা' না হ'লে—

পারুল। আমার বড় লজ্জা করে—আমি পার্‌ব না।

নলিনী। পারবে না? আমি আজ কিছুতেই ছাড়ব না। ঐ বিন্দেকে ডাকব,—গোবিন্দকে ডাকব—

পারুল। ওমা! সেকি!

নলিনী। খুললে না এখনও! ডাকি—তবে ডাকি! ও—ও—ও—

পারুল। কর কি! কর কি! তোমার পায়ে পড়ি।

নলিনী। পায়ে পড়লে কি হবে। আজ আমি একটা কাণ্ড বাধাবই। ওরে—ও বিন্দে—ও—

পারুল। না—না—এই যে—এই যে—

নলিনী। এই দেখ দেখি। এমন মুখখানি কি ঢেকে রাখবার!

পারুল। যাও—তুমি বড় দুষ্টু—

নলিনী। পারুল!

পারুল। কি?

নলিনী। তোমার দাদার জন্য বড় মন কেমন করে—না?

পারুল। তুমি কাছে না থাকলে আরও বেশী ক'রত।

নলিনী। স্বর্গের দেবতা সে, স্বর্গে গিয়েছে। তার কথা ভাবলে তার আত্মা কিন্তু কষ্ট পাবে। মহা শান্তিতে সে গিয়েছে—দেখেছিলে না, ম'রবার সময় কি শান্তির হাসি তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল—

পারুল। সে হাসি ত তাঁর মুখে তুমিই ফুটিয়েছিলে।

নলিনী। আমি!

পারুল। হাঁ—তুমি। তুমি যদি এ অভাগিনীকে চরণে স্থান না দিতে তবে মরণের পরপারে গিয়েও কি তাঁর আত্মা শান্তি পেত! ও. কথায় ভুলিয়ে আমায় এতক্ষণ আটকে রেখেছ—কি দুষ্টু তুমি! ছাড়—ছাড়—

নলিনী। ছাড়তে পারি এক সর্ত্তে—

পারুল। কি?

নলিনী। আর কখনও আমার কাছে অত বড় ঘোমটা দিয়ে আসবে না—

পারুল। সে কিন্তু যখন আমরা একলা থাক্‌ব।

নলিনী। হাঁ, যখন আমরা দুজনে একলা থাক্‌ব। কি রাজী?

পারুল। হুঃ—

নলিনী। ঠিক ত?

পারুল। খুব।

নলিনী। আচ্ছা যাও। কি, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে, না? ওকি—উহুঃ—না না অতখানি নয়—এদিকে এস, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এইটুকু, এর বেশী নয় কিন্তু—

পারুল। তাহ'লে এইবার ছুটী—

নলিনী। আচ্ছা, মঞ্জুর। আমিও একবার বেরোব—

পারুল। এত বেলায় আবার কোথায় বেরোবে! রান্না কিন্তু হ'য়ে গেল—কালকের মত দেরি ক'র না—সকাল সকাল এস।

নলিনী। এই ত! লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে ত ভাল করি নি। এই ত শাসন সুরু হ'ল—

পারুল। যাও।

হাসিতে হাসিতে নলিনী কক্ষের বাহিরে গেল ও বারান্দায় দাঁড়াইয়া পার্শ্বের গবাক্ষের খড়খড়ি খুলিয়া পারুল কি করে দেখিতে লাগিল। পারুল নলিনীর গমনপথে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"দেবতা, তুমি যদি দয়া ক'রে চরণে স্থান না দিতে, তবে স্রোতের তৃণের মত ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় যেতাম কে জানে!" ও গড় হইয়া নলিনীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

নলিনী "হো হো" করিয়া উচ্চ হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"আমি সব শুনেছি—সব দেখেছি—"

পারুল। (থতমত হইয়া) এ্যাঁ—এ সব কিন্তু ভারী অন্যায়—

নলিনী। (বাহিরে দাঁড়াইয়া দরজার ভিতরে মুখ বাড়াইয়া) বাঃ—
রাগ্‌লে যে আরও চমৎকার দেখায়—

পারুল। যাও, সত্যি বল্‌ছি কিন্তু—

নলিনী। এবার সত্যি যাচ্ছি কিন্তু— (প্রস্থান)

পারুল। কি লজ্জা! সব দেখে ফেলেছেন—আর এত দুষ্টু!— আজ আমি কিছুতেই কথা বলব না—কাছেও যাব না—

[নেপথ্যে রাধা গাহিয়া উঠিল—

"ব্রজরাজ নন্দন বৃন্দাবন ধন
মণ্ডিত মালতীমালে—"]

কে গাইছে?

নেপথ্যে [নলিনী— ওরে ও বিন্দে, বষ্টুমীকে উপরে পাঠিয়ে দেত।
একা আছে।

বিন্দে। এমন অসময়ে বেরুচ্ছ বাবু?

নলিনী। এখনই ফিরব রে—

বিন্দে। ওগো ও বষ্টমী, উপরে যাও—

রাধা। কোন পথে গা?

বিন্দে। ঐ সোজা চলে যাও—]

পারুল। এতক্ষণ রাস্তায় বেরিয়েছেন—জানালা দিয়ে ত দেখা যায়। (জানালা খুলিয়া দেখিয়া)—ওমা! ছি! ছি! আমি কি জানতুম যে তিনিও পেছন ফিরে তাকাবেন! দুই দুইবার ধরা পড়লেম!—

দ্বার সম্মুখে আসিয়া রাধা বলিল—

"কই গো গিন্নীমা—গিন্নীমা গেলেন কোথায়? কই গো ঝি, তোমাদের গিন্নীমা কোথায়?" (পারুল রাধার কথা শুনিয়াই লম্বা ঘোমটা টানিয়া দিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।)

নেপথ্যে (বিন্দে—ঐ ত উপরেই আছেন। বৌমা সাড়া দাও না বাছা।)

রাধা। তুমি এই বাড়ীর গিন্নী নাকি? নূতন গিন্নীপনা বুঝি—তা' বুঝেছি তা' ভাই আমি মেয়ে মানুষ তায় ভিখিরি—আমার কাছে অত লজ্জা কেন? (পারুল ঘোমটা খুলিল) বাঃ—বড় সুন্দর ত তোমার মুখখানা!—

পারুল। নিজের মুখখানা আরশীতে বুঝি কখনও দেখ নি! তুমি দোরগোড়ায় দাড়িয়ে রইলে—ভিতরে এস না ভাই—

রাধা। না ভাই, এই বেশ আছি; তুমি গান শুন্‌বে না?

পারুল গাও—

রাধার গীত।

ব্রজরাজ-নন্দন　　　　　বৃন্দাবন ধন
মণ্ডিত মালতী মালে।
অগুরু চন্দন　　　　　তনু ঘন লেপম
শিরে শিখণ্ডক দোলে॥
খঞ্জন গঞ্জন　　　　　কমল লোচন
চান্দ উজোরি লহু হাস।
শ্রবণে চঞ্চল,　　　　　মকর কুণ্ডল,
পিঙ্গন পিঙল বাস॥
বিম্বাধর পর,　　　　　মুরলী উচর
সাধা রাধা বুলি বুলে॥
রাঙ্গা উৎপল,　　　　　চরণ যুগল,
মঞ্জুল মঞ্জীল খেলে

পারুল। বাঃ কি মিষ্টি গলা! তোমার বৈষ্ণবও এসেছেন না কি?

রাধা। আমি নিজেই যে বৈষ্ণবী নই—বৈষ্ণব পাব কোথায়?

পারুল। আচ্ছা ভিখারিণী, তোমার ভিখারী আছেন ত?

রাধা। আমার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ—তিনি ভিখারী হবেন কেন? তিনি যে রাজ রাজেশ্বর।

পারুল। তোমার কথা ত আমি বুঝ্‌তে পারছি না। এস না ভাই ঘরের ভিতর।

রাধা। আমার যে জাত গিয়েছে—

পারুল। তা যাক আমার ঘরে এমন কিছু নেই যা তুমি এলে অপবিত্র হবে। এস—

রাধা। দেখ ভাই গিন্নী, বাড়ী বাড়ী যাই—দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গান গাই—কেউ অনুগ্রহ ক'রে একটা আধটা কথা বলে, কেউ মুখ ফিরিয়ে চলে যায়—দয়া ক'রে যে যা দেয়, নিয়ে চলে আসি। তোমার মত এমন জুলুম ক'র্‌তে ত কাকেও দেখি নি—

পারুল। আমি যে ভাই নূতন গিন্নী, এখনও ত গিন্নীপনা শিখ্‌তে পারি নি—

রাধা। যদি না শিখে পার,—শিখ না ;—প্রাণটা এমনি কাঁচা থাক। গরীবের উপর এমনি দরদ চিরকাল রে'খ।

পারুল। কই তুমি এলে না।—

রাধা। তবে এ ভিক্ষের ঝোলাটা দোরগোড়ায় রেখে আসি। এটা সঙ্গে থাক্‌লে ত আমি তোমার সঙ্গে মন খুলে আলাপ ক'র্‌তে পারব না। ও কেবলই খোঁচা দিয়ে আমায় মনে করিয়ে দেবে যে তোমাতে আমাতে স্বর্গ মর্ত্ত পার্থক্য—তুমি স্বামী-সোহাগিনী—স্বামীর আদরিনী—গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গৃহিনী—আর আমি অভাগিনী, কাঙ্গালিনী—পথের ভিখারিণী—

রাধা দ্বারের নিকট ঝুলি রাখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল আর পারুল একখানি আসন পাতিয়া তাহাকে বসিতে দিল ও অপরখানায় নিজে বসিল।

পারুল। এখানে ব'স—

রাধা। তুমি যে আমায় জামাইয়ের আদর আরম্ভ ক'র্‌লে—

পারুল। মনের কথা ব'লবার একটা লোক না পেয়ে এ ক'দিনে প্রাণটা

আমার হাঁপিয়ে উঠেছে—ভগবান আজ তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন যদি, তোমায় আমি সহজে ছাড়্‌ছি না—

রাধা। আমি ভিখারিণী আর তুমি রাজরাণী ; এ তুমি ব'লছ কি !

পারুল। রাজরাণী হ'য়েছি ত আমি মাত্র আজ ক'দিন—আমিও যে ভাই, গরীবের মেয়ে—গরীবের বোন। দেবতা দয়া ক'রে, পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন তাইত—নইলে আমারও যে কি অবস্থা হ'ত—কে জানে !

রাধা। অতীত কথা কি কার' মনে থাকে, না কেউ মনে রাখে ! তুমি যে ভাই অদ্ভুত ! গরীবের মেয়ে রাজার ঘরে পড়্‌লে আগেকার কথা সে যে ইচ্ছা ক'রে ভুলে যায়, গরীব দুঃখীদের সে যে ঘৃণা করে।

পারুল। তা কি হয় !

রাধা। তার মনে সদাই থাকে একটা ভয়, পাছে সে যে গরীবের মেয়ে এ কথা কেউ জান্‌তে পারে বা বলে ফেলে !

পারুল। তোমার বয়স কি ভাই ?

রাধা। এই ষোল। তোমার ?

পারুল। এই চৌদ্দ। তাহলে ত আমরা প্রায় সমবয়সী। ভাবটা বেশ জম্‌বে। কি বল ? তোমার নামটা কি ভাই !

রাধা। রাধা। তোমার ?

পারুল। পারুল।—আমি ভাই তোমায় কিন্তু রাধা ব'লে ডাক্‌ব, কি বল ?

রাধা। যা তোমার ইচ্ছা। আমি কিন্তু তোমায় নূতন গিন্নী ব'লে ডাক্‌ব।

পারুল। আবার ও 'গিন্নী' কেন ! তুমি আমার নাম ধরেই ডেক—

রাধা। তা কি হয় ভাই—চাকর চাকরাণী সব র'য়েছে—তারা কি মনে ক'র্‌বে—আমি যে ভিখারিণী।

পারুল। হাঁ ভাই রাধা, এই কাঁচা বয়সে, এত রূপ নিয়ে ভিক্ষা ক'রতে বেরিয়েছ—তোমার ভয় করে না ?

রাধা। ভয়! একদিন সে আমায় বড্ড ভয় দেখিয়েছিল, এখন আমার সাহস দেখে, সে নিজেই ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

গীত।

আমার নাই ভয়ের বালাই।
অভয়ার পদ হৃদে ধরি,
ভয়কে কি আর আমি ডরাই॥
ঝড় তুফানে বেজায় নাকাল,
মাঝ দরিয়ায় ছেড়েছি হাল,
(তারপর) কালী ব'লে দিয়ে ঝাঁপ, (আমি) ভয়ের মুখে দিছি ছাই॥

পারুল। এমন গান আমি কখনও শুনিনি—

রাধা। তোমার মত এমন সমজদার শ্রোতাও আমার আর জোটে নি।—তুমিইত দেখ্‌ছি গিন্নী, তোমার শ্বশুর শাশুড়ী নেই?

পারুল। শাশুড়ী নেই—শ্বশুর দেশে আছেন। আমার খবর ত সবই নিলে, তোমার কথা ত আমায় কিছু বল্‌লে না—

রাধা। আমার কথা! সে যে এক উপন্যাস—বল্‌তে ত অনেক সময় লাগ্‌বে।

পারুল। তা লাগুক না—আমার ত কোন কাজ নেই। তিনি বাইরে গেছেন—যতক্ষণ না ফিরছেন—আমার ছুটী।

রাধা। আচ্ছা, তবে শোন। তোমরা কি জাত?

পারুল। কায়স্থ। তোমরা?

রাধা। আমিও কায়স্থের মেয়ে। আমারও শাঁক বাজিয়ে উলুধ্বনির মাঝে বিয়ে হ'য়েছিল—আমিও স্বামীর ঘর ক'রতেম—আমারও গোলা ভরা ধান ছিল—গোয়ালভরা গরু ছিল। শাশুড়ী মেয়ের অধিক স্নেহ ক'রতেন, ননদেরা বোনের মত ভালবাসত। আর স্বামী?—তাঁর সোহাগ পেয়ে, আমার এ নারী জন্মও সার্থক হ'য়েছিল। ভোরে

চতুর্থ দৃশ্য

নলিনীর ভাড়াটীয়া বাড়ীর কক্ষ।

নলিনী ও গোবিন্দ।

নলিনী। এমন আপিস নেই যে ঘুরি নি। কিন্তু এমন অদৃষ্ট যে পনর টাকা মাইনের একটা চাকরীও জুটল না। কোথাও যদি সামান্য বেতনেরও একটা চাকরী খালি হ'ল—হাজার হাজার এম-এ, বি-এ, সেখানে হুমড়ি খেয়ে প'ড়বে! আমার না আছে সহি সুপারিশ—না আছে বড় পাশের সার্টিফিকেট।—কে আমায় চাকরী দেবে বল।

গোবিন্দ। তবে কি হবে দাদাবাবু?

নলিনী। আবার এমনি গ্রহের ফের যে কাকার তার পেয়ে দু'জন লোকের বাড়ী যাতায়াতে খামাকা কতকগুলো টাকা খরচ হ'য়ে গেল।

গোবিন্দ। বুড়োবাবু দেখাটা পর্য্যন্ত ক'র্‌লেন না!

নলিনী। আবার সে কথা কেন গোবিন্দ—সে সব কথা ভুলে যাও—ভুলে যাও। আর সে অতীত কাহিনী স্বপ্নেও মনে ক'র না—ভুলেও মুখে এনো না।

গোবিন্দ। বাড়ীওয়ালার দারোয়ান আজ আবার এসেছিল।

নলিনী। রাস্তায় তার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছে—ও বেলায় আস্‌তে ব'লে দিয়েছি। ও বেলায় যদি তাকে টাকা দিতে না পারি তবে আর ইজ্জত থাকবে না। আজ প্রায় পঁচিশ দিন ওয়াদার পর ওয়াদা ক'রে তাকে ঘুরিয়ে হয়রান করেছি—দারোয়ানটা খুব ভদ্র, তাই রক্ষে। মুদী কাল ব'লে দিয়েছে পূর্ব্বের টাকা না পেলে আর সে ধারে জিনিষ দেবে না। এখন ভাবছি গোবিন্দ, যে পারুল যদি তখন বুদ্ধি ক'রে বিন্দে আর ঠাকুরকে বিদায় না ক'র্‌ত, তবে আজ কি অবস্থা হ'ত—কোথা থেকে গুণতেম তাদের মাইনে—তার

উপর এই সাত আট মাসে দু'জন লোকের খাওয়াতে ও ত কম ব্যয় হ'ত না।—

গোবিন্দ। তুমি অত ভেব না দাদাবাবু—ভেবে ভেবে তোমার সোনার বর্ণ কালী হ'য়ে গেছে।

নলিনী। অদৃষ্টে আরও কি আছে কে জানে। এই ত হাতে একটি পয়সাও নেই, অথচ আজ সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ীওয়ালার ত্রিশ আর মুদির কুড়ি—এই পঞ্চাশ টাকা যোগাড় ক'র্‌তে না পারলে স্ত্রীর হাত ধ'রে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে, না খেয়ে ম'র্‌তে হবে। গোবিন্দ! যে ভাবে হয় পঞ্চাশ টাকা আমি সন্ধ্যার মধ্যে যোগাড় ক'র্‌বই ক'র্‌ব। তুমি একটা থাকবার যায়গা দেখ। কুড়ি টাকা ভাড়ার বাড়ীতে আর থাকা চ'লবে না—কুড়ি টাকায় যে এখন আমার সংসার চালাতে হ'বে। তুমি কোন বস্তি টস্তিতে তিন চার টাকা ভাড়ায় একখানা খোলার ঘর দেখ—কোন রকমে সেখানে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা যায়। আজ সন্ধ্যাবেলায় সেখানে উঠে যাব। বুঝ্‌লে?

গোবিন্দ। ঈশ্বর! এও আমার কাণে শুন্‌তে হ'ল!

নলিনী। কি গোবিন্দ, কাঁদছিস! এতেই চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়ছে। এতে যদি চোখ দিয়ে জল ফেলিস—তবে এর পর যখন তোর সামনে খেতে না পেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে ম'র্‌ব তখন ত চোখ দিয়ে রক্ত ফেলেও কুল পাবি না। পিতা—জন্মদাতা—দেবতার দেবতা,—মনস্তাপের তীব্র যাতনায় তাঁর অন্তর থেকে অজ্ঞাতে যে কঠোর অভিশাপের বাণী ধ্বনিত হ'য়েছে—সে কি সহজ জিনিষ রে। সে আমায় চূর্ণ ক'র্‌বে,—ধ্বংস ক'র্‌বে—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যাবে—যাই দেখি গে' টাকা কোথায় পাই— (ব্যস্তভাবে প্রস্থান)

গোবিন্দ। না,—কোন মতে এই যম বেটার দেখাটা একবার পেতাম—

তবে তার হাড় মাংস চুষে চিবিয়ে খেতাম। এত লোক ম'রছে—শুধু আমার মরণ নেই! আর ত চোখে দেখ্‌তে পারি না—আর ত সহ্য ক'রতে পারি না! যার বাড়ীর চাকর-বাকরদের পর্য্যন্ত দালানে ভিন্ন ঘুম হয় না—আজ সে-রাজ্যেশ্বর রাজা, মাথা গুজ্‌বে একখানা খোলার ঘরে—এই দুপুর রদ্দুরে পঞ্চাশটী টাকার জন্য আজ সে দোরে দোরে ঘুরছে। ভগবান! আমায় মরণ দাও—মরণ দাও—

(কাঁদিতে লাগিল)

(পারুলের প্রবেশ)

পারুল। তাকে অত নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে আন্‌তে হবে না গোবিন্দদা—সময় হ'লে সে আপনিই হাজির হবে। দেখ, তখন যেন পেছিও না। হাঁ গোবিন্দদা,বুড়ো হ'য়েছ—এখনও কচি খোকার মত কাঁদতে তোমার লজ্জা করে না!

গোবিন্দ। কি দুঃখে যে কাঁদি দিদিমণি তা যদি জান্‌তে!

পারুল। বল কি! দুঃখে তোমার কান্না আসে! ভারি আশ্চর্য্য ত! আমার ত হাসি আসে। এই দেখনা—এই হাসুছি—

গোবিন্দ। এমন হাসি চিরদিন তোমার মুখে যেন লেগে থাকে দিদিমণি।

পারুল। তা যেন থাকল—এখন বলত তোমার দাদাবাবু গেলেন কোথায়?

গোবিন্দ। এই কোথাও হয়ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গেছেন!

পারুল। দেখ্‌লে গোবিন্দ দা, তোমার দাদাবাবুর আক্কেলটা! চালে ডালে আমি তোফা রাজভোগ রেঁধে নিয়ে বসে আছি, আর তিনি গেলেন এখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে! আজ মহাপ্রলয় হবে—আমি কিন্তু আগে থাক্‌তে ব'লে রাখ্‌ছি—

গোবিন্দ। না—না—দিদিমণি, দাদাবাবু তেতে পুড়ে আসছেন, এর পর আর তার সঙ্গে ঝগ্‌ড়াঝাটী কর' না—লক্ষ্মী দিদিটী আমার—

পারুল। আমি তোমার সব কথা শুন্‌তে রাজী আছি গোবিন্দদা—শুধু

আমার ঐ অনুরোধটা ক'র না—দেখ্‌ছ ত, আমি কিরকম রেগে গিয়েছি—

গোবিন্দ। না—না—দিদিমণি—রে'গ না রে'গ না—ঘরের লক্ষ্মী তুমি, তুমি রাগলেই যে সর্ব্বনাশ—দাদাবাবু আমার তা'হলে যে পাগল হ'য়ে যাবে—

পারুল। আচ্ছা গোবিন্দদা, তোমার অনুরোধে না হয় রাগব না—কিন্তু আমার একটী কাজ তাহ'লে তোমার ক'র্‌তে হবে—

গোবিন্দ। বল দিদিমণি, কি ক'র্‌তে হবে—এক দৌড়ে আমি তোমার কাজ ক'রছি।

পারুল। কাছে কোথাও স্যাক্‌রার দোকান আছে?

গোবিন্দ। স্যাক্‌রার দোকান। সে ত লক্ষ্য করিনি দিদিমণি—তা একটা স্যাক্‌রার দোকান খুঁজে বের ক'র্‌তে আমার দেরি হবে না। স্যাক্‌রার দোকানে গিয়ে কি করব দিদিমণি?

পারুল। এই হারগাছা বিক্রী ক'র্‌তে হবে—তৈরী ক'র্‌তে দেড়শ' টাকা লেগেছিল—এখন যা পাও—

গোবিন্দ। হার বেচব! কার হার? দিদিমণি—দিদিমণি—না—না—আমার দ্বারা কখন তা হবে না—প্রাণান্তেও আমি তা পার্‌ব না। ভগবান—

পারুল। বাঃ রে তুমি যে কেঁদেই আকুল! কাঁদছ কেন?

গোবিন্দ। না দিদিমণি প্রাণান্তেও আমি তোমার হার বেচতে পার্‌ব না।

পারুল। ওঃ—তাই বল। সেই জন্য কাঁদছ। আমি ত অবাক। গোবিন্দদাদা, এ হার ত আমার নয়—ঐ যে ও বাড়ীর বউটী কাল আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিল, সে বেচতে দিয়ে গেছে। তাদের লোকজন কেউ নেই কি না। নিজেদেরও—এক সময়ে ওদের খুব ভাল অবস্থা ছিল কি না—তাই আমার কাছে দিয়ে গেছে—

গোবিন্দ। দে'খ দিদিমণি, বোকা পেয়ে বুড়ো গোবিন্দকে ফাঁকি দিও না যেন—

ঘুম থেকে উঠতাম, আমার ছোট উঠানখানি মেজে ঘসে ঝক্‌ঝকে ক'র্‌তাম—নিজের হাতে রেঁধে সকলকে খাওয়াতাম—শ্বাশুড়ীকে রামায়ণ পড়ে শুনাতে শুনাতে অশোক-বনে রাক্ষসী বেষ্টিতা মা জানকীর দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'র্‌তাম—বিকেলে আমার ছোট বাগান খানিতে দোপাটী ফুলের চারায়. গাঁদার চারায় সস্নেহে জল দিতাম, ননদদের চুল বেঁধে আদর ক'রে টিপ পরাতাম আর সাঝের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে তুলসীতলায় স্বামীর মঙ্গলের জন্য দেবতাকে প্রণাম ক'র্‌তাম। চোখের পলকে এমনি সুখে জীবনের দু'টী বৎসর আমার কেটে গেল। (রাধা থামিল)

পারুল। তারপর ? (রাধা স্তব্ধ হইয়া রহিল—তাহার মন যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে) তারপর কি হ'ল ? (রাধা পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর) রাধা—ও রাধা—

রাধা। হাঁ—(দীর্ঘশ্বাস) এমনি সুখে এ অভাগিনীর দুটী বছর কেটে গেল। অত সুখ, অত শান্তি, অত তৃপ্তি, অত আনন্দ—যা স্মরণ ক'র্‌তেও আজ আমার দেহ মন পুলকিত হয়—আমার এ অভিশপ্ত জীবনে সইবে কেন ? এইমাত্র তুমি আমার কাঁচা বয়সের কথা বল্‌লে না—ঐ বয়সই আমার কাল হ'ল। এই ছার রূপ আর যৌবন আমাকে বৈকুণ্ঠ ভ্রষ্ট ক'রল—আমার উপর আমাদের দুশ্চরিত্র মাতাল জমিদার-নন্দনের কৃপাদৃষ্টি প'ড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে দুচারখানা উড়ো চিঠি আসিতে আরম্ভ হ'ল—পদা নাপ্তেনা টাকার খতি নিয়ে টাকা বাজিয়ে বাজিয়েও কয়েকদিন চলাফেরা ক'রল ; অবস্থা গুরুতর দেখে আমি আমার স্বামীকে ও শ্বাশুড়ীকে সব বলে দিলাম। তাঁরা পদীকে একদিন খুব শাসিয়ে দিলেন। কয়েক দিন তারা কোন উচ্চবাচ্য ক'রল না—আমরাও মনে ক'রলাম যে মেঘ বুঝি কেটে গেল। কিন্তু মেঘ ত কাটেনি—সে শুধু ভিতরে ভিতরে জমাট বাঁধছিল—

পিতার মৃত্যুর পর জমিদারী হাতে পেয়েই একদিন রাত্রে সেই নর-পিশাচ আট দশ জন পাইক নিয়ে বেড়া কেটে আমাদের ঘরে ঢুকে আমার সেই সুখনীড় থেকে আমাকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে গেল— স্বামী বাধা দিতে গেলেন—একজন পাইক তাঁর মাথায় লাঠি মারল —তিনি অজ্ঞান্ হ'য়ে পড়ে গেলেন।

পারুল। সর্ব্বনাশ! শুন্‌তেও যে গায়ে কাঁটা দেয়—তারপর—তারপর?

রাধা। পাইকেরা ঘাড়ে ক'রে আমায় এক মাঠের মাঝখানে নিয়ে গেল— আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়লাম—

পারুল। আ হা হা!—

রাধা। জ্ঞান হ'লে দেখলাম, আমি আমার বড় সাধের উঠানে শুয়ে আছি —স্বামী দাওয়ার উপর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন—শাশুড়ী বুক চাপড়ে আর্ত্তনাদ ক'র্‌ছেন—ননদেরা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার দিকে কাতর নয়নে তাকাচ্ছে আর চোখের জল ফেল্‌ছে, আর গ্রামের মাতব্বর মশাইরা উঠানের চারিপাশে জটলা ক'রছেন; কিছুক্ষণ পরে আমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল—মকর্দ্দমা হ'ল। জমিদারের ছেলে প্রথমে জমিদারী বন্ধক দিলেন—পরে বিক্রী ক'র্‌লেন—হাজার হাজার টাকা জলের মত বিতরণ হ'ল—দিন রাত হ'য়ে গেল—সাক্ষীদের পেট ভ'রল—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হ'য়ে গেল যে আমি জন্ম জন্ম ভ্রষ্টা, দুশ্চরিত্রা, স্বেচ্ছায় পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রেছি।

পারুল। এ্যাঁ! সে কি!

রাধা। বিচারক ঘটনাটা বুঝেছিলেন—তাঁর বিশ্বাসও হ'য়েছিল—কিন্তু প্রমাণ কোথায়? আসামীরা খালাস পেল—আমারও স্বামীর ঘরের দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হ'ল।

পারুল! সে কি! কেন—কেন?

রাধা। মকর্দ্দমার সময় লোকজন নিয়ে একটা বাড়ী ভাড়া করে আমার

স্বামী জেলায় থাকতেন। হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে আমিও কয়েকদিন সেখানে ছিলাম—মকর্দ্দমা শেষ হ'লে তাঁর বাড়ী যেতে হ'ল। যাবার সময় আমায় বল্লেন—"সবইত বুঝ্‌তে পারছ—বুড়ো মা গলায়, কতকগুলো অবিবাহিতা ভগিনী—গাঁয়ের সবাই তোমায় বাড়ী নিতে অমত ক'রছেন। সংসারে বাস ক'রতে হ'লে সমাজকে ত আর অমান্য করা যায় না।" কথাটা শুনে আমারি মাথা ঘুরে গেল——ব'সে পড়লাম—তারপর তাঁর পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে কেঁদে ব'ললাম——কি অপরাধে আমায় ত্যাগ ক'রে যাবে—অন্যে না জানুক, তুমি ত জান, আমার কোন দোষ নেই।

পারুল। তিনি কি ব'ললেন ?—

রাধা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ একই কথা। বুড়ো মা গলায়—অবিবাহিতা ভগ্নী, সমাজকে কি ক'রে অমান্য করি।

পারুল। তারপর—

রাধা। তঁারা সব নৌকায় উঠলেন—আমি একবস্ত্রে রাস্তায় দাঁড়ালুম।

পারুল। বিনা অপরাধে তোমায় ত্যাগ ক'রলেন ?

রাধা। বিনা অপরাধে ! পরপুরুষে অঙ্গস্পর্শ ক'রেছে—ধর্ম্মনষ্ট হ'য়েছে—আর কি অপরাধ চাও !

পারুল। তুমিত স্বেচ্ছায় আত্মদান কর নি—

রাধা। সে কথা কে ভাবে ! কে দেখে ! সমাজ গম্ভীর হয়ে ব'ল্‌লেন—'ত্যাগ কর'—স্বামী লক্ষ্মী ছেলের মত ত্যাগ ক'রলেন। ব্যস্।

পারুল। আর একটা জন্ম তোমার ব্যর্থ হ'ল।

রাধা। ব্যর্থ হবে কেন ! ইচ্ছা ক'রলেই সার্থক্ ক'রতে পারি—

পারুল। কি ক'রে ?

রাধা। কেন ? বাজারে রূপের পশরা খুলে যদি বসি, তাতে স্বামীর মুখ উজ্জ্বল হবে না—সমাজের মেরুদণ্ড সুদৃঢ় হবে না—আমার জীবন

সার্থক হবে না! আত্মহত্যা বা বেশ্যাবৃত্তি এ ভিন্ন আমার যে আর কোন পথ নেই, এ ত সমাজ ও জানতেন,—স্বামী ও জানতেন—তবুও একবস্ত্রে আমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে নিরুদ্বেগে তাঁরা নৌকা ভাসালেন।

পারুল। অথচ স্ত্রীকে রক্ষা ক'রবার শক্তি এদের নেই।

রাধা। স্ত্রীকে ত্যাগ করা যত সহজ, রক্ষা করা ত তত সহজ নয়। তাতে প্রয়োজন হয় পুরুষত্ব—দেহের তাজা টকটকে রাঙ্গা রক্ত।

পারুল। তারপর তুমি কি করলে?

রাধা। মনের দুঃখে ভাই ম'রতে গিয়েছিলাম—গলায় ইট বেঁধে গলাজলে নেমেছিলামও—ডুব দেব দেব ভাবছি, এমন সময় পাড় থেকে কে ডেকে ব'ললে—"ম'রছিস্ কি হেরেছিস মা, জিততে যদি চাস, যদি কিছু জমা ক'রে যেতে চাস্—আমার সঙ্গে আয়।" পেছন ফিরে চেয়ে দেখি জগা পাগলা—

পারুল। জগা পাগলা! কে সে?

রাধা। মাঝে মাঝে সে আমাদের গাঁয়ে আসত; কোথায় থাকতো কি ক'রত—তা কেউ জানে না। সবাই তাকে জগা পাগলা ব'লে ডাকত! ঝি বৌ সবাই তার সঙ্গে আলাপ ক'রত—আর সে সকলকে মা ব'লে ডাকত। তার গান শুনতে পেলে লোকে জানত যে, সে গাঁয়ে এসেছে, আর সবাই যার ঘরে যা কিছু ভাল থাকত, তাই তাকে খাওয়াত।

পারুল। তারপর?

রাধা। পাগলার কথা শুনে মনটা কেমন করে উঠল, জল থেকে উঠলাম। তারপর তার সঙ্গে কোলকাতায় চলে এলাম। গঙ্গার ধারে সে আমায় একখানা কুঁড়ে বেঁধে দিয়েছে—সেখানে থাকি আর গান গেয়ে ভিক্ষা করি।

পারুল। আ হা হা! কি দুঃখ তোমার ভাই! তোমার সব আছে, অথচ কিছুই নেই।

রাধা। আমার কিছু নেই! বল কি! আমার যা আছে, তা ক'জনার আছে!

পারুল। কি ব'ল্‌ছ তুমি?

রাধা। সত্য কথাই ব'ল্‌ছি। এই দেখ না, নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য,—স্বামীর সঙ্গসুখ, স্বামীর আদর, স্বামীর সোহাগ। তাইত তুমি মনে ভাবছ যে আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছেন, তাঁর সঙ্গসুখ থেকে আমি বঞ্চিতা হ'য়েছি—আমার কি দুঃখ! না? আমার স্বামীর সাধ্য কি যে তিনি আমায় ত্যাগ করেন? তিনি যেমন আমায় দূরে দূরে রেখেছেন, আমিও তাঁকে শক্ত ক'রে এই বুকের ভিতর বন্দী ক'রেছি। সে মিলনে বিরহ ছিল বিচ্ছেদ ছিল; এ মিলনে বিরহ নেই—বিচ্ছেদ নেই। এ মধুর মিলন অটুট—অবাধ—অফুরন্ত।

পারুল। আশ্চর্য্য!

রাধা। নারী-জীবনের আর এক আনন্দ ছেলের মুখের মা ডাক;—না? ঠাকুর আমায় সে সুখ হ'তেও বঞ্চিত করেন নি। ভিক্ষা ক'রে যা পাই, তা দিয়ে কি করি জান? নিজের আর ক'টা চাল লাগে! আমার দশ বারোটা ছেলে আছে—কেউ কানা, কেউ কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত,—হাত পা সব খসে গিয়েছে, কেউ স্থবির,—চ'ল্‌তে পারে না, রোগে ভুগে অস্থিচর্ম্মসার—ভিক্ষা ক'রে যা পাই, তাদের খাওয়াই। রেঁধে নিয়ে যখন তাদের ডাকি—অসহায় শিশুর মত "মা—মা" ক'র্‌তে ক'র্‌তে তারা আমার কুটীর-দ্বারে গিয়ে হাজির হয়—আর আমি তাদের মুখে অন্নের গ্রাস তুলে দেই—মহা তৃপ্তির সঙ্গে তারা খায়। তখন আমার কি মনে হয় জান? আমি যেন

মা যশোদা, আমার ব্রজ গোপাল নন্দদুলালের মুখে ননী তুলে দিচ্ছি, প্রাণ আমার আনন্দে ভরে যায়। আমার জগা যে দিন আসে, সে দিন ত আমার কুঁড়েয় চাঁদের হাট মেলে; তার মুখের "মা" ডাক তুমি যদি একদিন শোন, তোমার শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠবে—এমন মিষ্টি! ব'লত ভাই, আমার দুঃখ কোথায়?

পারুল। তোমার জন্য হাসব না কাঁদব, আমি বুঝতে পারছি না।

রাধা। হাসি আর কান্না দুই-ই যে এক ভাই! যে হাস্‌তে জানে, দুঃখের সাধ্য কি যে তার কাছে ঘেসে! ওঃ, অনেক বেলা হ'য়ে গেল, আজ তবে আসি ভাই—

পারুল। আবার কবে আস্‌বে?

রাধা। এ পাড়ায় যে দিন ভিক্ষে ক'র্‌তে আস্‌ব।

পারুল। এস কিন্তু, আমায় ভুলে যেও না যেন। আমি একলাটী থাকি। হাঁ, আজ ত বেশী ভিক্ষে ক'র্‌তে পার নি, কথায় কথায় আমিই ত তোমায় আট্‌কে রেখেছি, তোমার ছেলেদের জন্য এই দু'টী টাকা নাও, তাদের খাইও।

রাধা। দু'টাকা! আজ যে আমার ছেলেগুলো বগল বাজিয়ে রাজভোগ খাবে!

পারুল। তোমার ছেলেদের আমায় একদিন দেখাতে হবে ভাই।

রাধা। তারা ত চল্‌তে পারে না—

পারুল। আমি তোমার বাড়ী যাব।

রাধা। বেশ, তা'হলে আজ আমি আসি ভাই—

পারুল। এস।

("ব্রজরাজ নন্দন" ইত্যাদি গীত গাহিতে গাহিতে রাধার প্রস্থান)

এ কি দেবী না মানবী! এমন ত কখনও দেখিনি! এই পতিপ্রাণা সতীকে এর স্বামী ত্যাগ ক'রেছেন! দুর্ভাগ্য কার? এর—না এর স্বামী র!

নেপথ্যে—[নলিনী। বিন্দে! রান্না হ'লরে?

বিন্দে। কোথায় ছিলে এত বেলা বাবু! কোন সময় রেঁধে বেড়ে নিয়ে বসে আছি।]

পারুল। ঐ যে এসেছেন। দু' দু' বার হাতে হাতে ধরা পড়ে যে লজ্জা পেয়েছি—কেমন ক'রে মুখ দেখাব! কি ভেবেছেন!

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। কই—সাড়াশব্দ পাচ্ছি না যে! (স্বগত) মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে! হুঃ—বুঝেছি—মান হ'য়েছে। (প্রকাশ্যে) সতীশের বোনের কাছে ও সব ব'লে আমায় অপদস্থ না ক'রে আমায় ব'ল্‌লেই হ'ত! পছন্দ হয় নি—তা কি আমি বুঝ্‌তে পারি না।

পারুল। (সভয়ে) না—না—আমি ত তার কাছে কিছু বলি নি—এই তোমার পা ছুয়ে বল্‌ছি—আমায় বিশ্বাস কর। পছন্দ হয় নি! ভিখারিণীকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছ—(কাঁদিয়া ফেলিল)

নলিনী। এঁ্যা—কেঁদে ফেল্লে যে!—আমি ও একটা রহস্য ক'রেছি—নাঃ, তুমি রহস্যও বুঝ্‌বে না! দেখলাম মান ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তাই—

পারুল। অমন সর্ব্বনেশে রহস্য কেউ করে! এখনও আমার গা কাঁপছে—

নলিনী। পাগলি কোথাকার!

পারুল। আমার যে আর কেউ নেই—

নলিনী। পারুল!

পারুল। কি! ওঃ, আবার বুঝি সেই সকালের মত আরম্ভ ক'র্‌লে! ছাড়—ছাড়—রোদে রোদে ঘুরে তেঁতে পুড়ে এসেছ—জামা খোল—আমি গোবিন্দকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তাড়াতাড়ি চান কর। আমি খাবার জায়গা ক'র্‌ছি—

নলিনী। তার জন্য বিন্দে আছে—ঠাকুর আছে—তুমি শুধু আমার কাছে থাক্‌বে।

পারুল। তা বৈ কি! তার চেয়ে এক কাজ কর—আঙ্গুরের মত বুকে পিঠে তুলো দিয়ে মোড়ক ক'রে আমায় তোমার পকেটে তুলে রাখ। রাঁধতে ত দেবে না—পরের রাঁধা দুটী গুছিয়ে সাজিয়ে তোমার সাম্‌নে থালা খানা দেব, তাতেও যদি বাদী হও তবে আমি তোমার পায়ের উপর মাথা খুঁড়ে মর্‌ব; আমি কিন্তু তা ব'লে দিচ্ছি। আমি গরীবের মেয়ে—অত বাবুয়ানা আমার সইবে না। (প্রস্থান)

নলিনী। শোন—শোন। বেজায় রেগেছে! সরোজ আমায় কি অমূল্য রত্নই দিয়েছে! রেণুকে বিবাহ করিনি বলে বাবা অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন, কিন্তু পারুলকে একবার দেখলে বাবা নিশ্চয় পারুলকে ভালবাসবেন।

(স্নানের উপকরণ তেল সাবান তোয়ালে প্রভৃতি লইয়া গোবিন্দের প্রবেশ)

নলিনী। কি গোবিন্দ?

গোবিন্দ। দিদিমনি ব'লে দিয়েছে, যে ভাত ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে; তোমাকে এখনই তেল মাখ্‌তে হবে।

নলিনী। (স্বগত) এ যে বড্ড কড়া শাসন দেখ্‌ছি। কি আহাম্মকিই ক'রেছি লজ্জাটা ভেঙ্গে দিয়ে। (প্রকাশ্যে) কি বল্‌লে গোবিন্দ, তোমার দিদিমণি ব'লে দিয়েছে—তবে ত তেল মাখ্‌তেই হবে। তবে আর দাঁড়িয়ে কেন, এস—লেগে যাও, তেল মাখাও—

গোবিন্দ। গায়ে যে জামা র'য়েছে—তেল মাখাব কি ক'রে!

নলিনী। ওঃ—তাই বল। তোমার দিদিমণি বুঝি জামার উপর তেল মাখাতে ব'লে দেয় নি—

গোবিন্দ। (অপ্রতিভভাবে) না—

নলিনী। তবে জামাটা খুলে ফেলি—কি বল? (জামা খুলিতে লাগিলেন ও বলিলেন) গোবিন্দ—ডাক এসেছে?

গোবিন্দ। ডাকওয়ালা এসেছিল—চিঠি নেই।

নলিনী। এঁ্যা—আজও চিঠি নেই! তাইত—পারুলকে একবার দেখেও যদি বাবা রাগ ক'রতেন? শশিকমলবাবুর কন্যাকে বিবাহ না ক'রে আমি অপরাধী সন্দেহ নেই। কিন্তু সরোজের সেই অন্তিম প্রার্থনা যদি আমি না রাখ্‌তেম, তবে আমার পক্ষে সেটা কত বড় হৃদয়হীনতার কার্য্য হ'ত—

গোবিন্দ। তেল মাখাব?

নলিনী। এঁ্যা—ওঃ, হাঁ—

নেপথ্যে—(যোগেশ। বাড়ীতে কে আছ?)

নলিনী। কে ডাকলে? যোগেশ না? যোগেশ!

নেপথ্যে—(যোগেশ। হাঁ, আমি। উপরে আসব?)

নলিনী। হাঁ—এস—। তাই চিঠি আসেনি। চিঠি পেয়েও পাছে আমি লজ্জায় বাড়ী না যাই, তাই আমাদের নিয়ে যেতে যোগেশকে পাঠিয়েছেন। আমি হাজার অপরাধ ক'রলেও বাবা কি আমার উপর রাগ ক'রতে পারেন।

(যোগেশের প্রবেশ)

এই যে—এস। কতক্ষণ এসেছ?

যোগেশ। এই ত আস্‌ছি।

নলিনী। এই আস্‌ছ! তোমার যে একঘণ্টা আগে আসা উচিত ছিল। Train কি আজ এতটা late?

যোগেশ। Train ঠিক সময়ই এসেছে।—

নলিনী। তবে? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

যোগেশ। সে গেরোর কথা আর বল কেন! আসব আমি একা, দেওয়ানজী বায়না ধ'র্‌লেন, তিনিও আস্‌বেন।

নলিনী। বেশ ত, কাকাকে সঙ্গে ক'রে এনেছ ত! বুড়ো মানুষ, গঙ্গাস্নান ক'রে যাবেন।

যোগেশ। না এসে কি আর ছেড়েছে—সারাটা পথ বিড়ির বিড়ির ক'রে আমার হাড় মাংস চুষে খেয়েছে। তারপর এই শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে আমাকে ব'ল্‌লে যে দাঁড়াও আমি আস্‌ছি! আমি দাঁড়িয়ে আছি ত দাঁড়িয়েই আছি—বুড়োটার আর খোঁজ খবর নেই। ঘণ্টা খানেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে যখন খিল ধ'রে গেল, তখন আস্তে আস্তে রওনা দিলেম।

নলিনী। তাঁকে কোথায় রেখে এলে?

যোগেশ। কে জানে গিয়েছে কোন চুলোয়!

নলিনী। তাই ত, এখনও তিনি আসছেন না! হাঁ যোগেশ, বাবা ভাল আছেন ত?

যোগেশ। হুঁ।

নলিনী। তাঁর পায়ের সে বেদনাটা সেরেছে ত?

যোগেশ। হাঁ—

নলিনী। খাওয়াটা বড্ড কমে গিয়েছিল—আবার দুটী খেতে পারছেন ত?

যোগেশ। হুঁ।

নলিনী। বিয়ের কথা শুনে প্রথমটা বুঝি বাবা খুব রেগেছিলেন?

যোগেশ। দেওয়ানজী আসছেন, তার মুখেই সব শুন্‌তে পাবে।

নলিনী। কই; কাকাতো এখনও এলেন না! ভাবনার কথা হ'য়ে দাঁড়াল—বুড়োমানুষ! তুমি বস, বিশ্রাম কর, আমি একবার ঘুরে দেখে আসি! (উঠিয়া জামা পরিবার উদ্যোগ করিতেছেন ঠিক সেই সময় নেপথ্যে অনাদি—'খোকাবাবু বাড়ী আছ?')

নলিনী। ঐ যে কাকা এসেছেন। আছি—কাকা, উপরে আসুন। গোবিন্দ শীগগির যা, কাকাকে উপরে নিয়ে আয়—না, আমিই যাচ্ছি। (ব্যস্ত ভাবে প্রস্থান)

যোগেশ। (পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া তাহা ধরাইয়া) এখন শুভস্য শীঘ্রং ক'রে কাজটা সেরে মামাবাবুকে তার ক'র্‌তে পার্‌লে বাঁচি। আমার তার না পেলে আবার তিনি জলস্পর্শ ক'র্‌বেন না।

(অনাদির হাত ধরিয়া নলিনীর প্রবেশ।)

নলিনী। আমায় একটা সংবাদ দিলেন না কেন, আমি ষ্টেশনে থাকতাম। কত কষ্ট হ'য়েছে আপনার! গোবিন্দ, শীগগির পাখা আন, দে আমার কাছে। (গোবিন্দের নিকট হইতে পাখা লইয়া অনাদিকে বাতাস)

অনাদি। দাও বাবা আমায় দাও।

নলিনী। কেন কাকা, আপনি শ্রান্ত, আমি না হয় একটু বাতাস করি। তাতে দোষ কি ? আপনি বসুন।

অনাদি। (স্বগত) কি মহৎ অন্তঃকরণ! এই সোণার চাঁদ ছেলে, ওঃ, কোন প্রাণে আমি সে সব কথা বল্‌ব!

নলিনী। একখানা গাড়ী ক'রে এলেন না কেন! এই রোদে—আপনার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে, বড় কষ্ট হ'য়েছে।

অনাদি। এইটুকু পথ ত, এর জন্য আবার একখানা গাড়ী ক'রে খামাকা কেন কতকগুলি পয়সা খরচ ক'র্‌ব।

নলিনী। জামাটা খুলে ফেলুন! (জনান্তিকে) যোগেশ, তুমি কাকার সামনে সিগারেট টান্‌ছ? তোমার হ'ল কি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

যোগেশ। (জনান্তিকে) রেখে দাও তোমার ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ও সব ভক্ত বিটেলি আর ভণ্ডামী আমার ধাতে সয় না।

নলিনী। (জনান্তিকে) ভণ্ডামী কি ব'লছ তুমি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!

যোগেশ। (স্বগত) তোমার মাথা খাব কিনা তাই। (প্রকাশ্যে) বেশ মশাই, খুব ভদ্রতা শিখেছেন যা হ'ক!

(নলিনী অবাক হয়ে যোগেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল)

অনাদি। কেন বাবাজী?

যোগেশ। আমায় ষ্টেশনে দাঁড় করিয়ে রেখে, নিজে গিয়ে ঘণ্টাখানেক ব'সে বেশ চা রুটীর শ্রাদ্ধ ক'রে এলেন।

অনাদি। নারায়ণ! নারায়ণ!

নলিনী। যোগেশ রাত্রে বোধ হয় তোমার ঘুম হয় নি! যাও, চান ক'রে এস। কাকা কি কোনদিন চা রুটী স্পর্শ করেন! তাঁর আহ্নিকও ত এখনও হয় নি!

অনাদি। যাক, আমার মা লক্ষ্মী কই?

নলিনী। গোবিন্দ বলগে' যা কাকা এসেছেন, শীগগির তাঁর আহ্নিকের যায়গা ক'রে দিতে হবে। কাকা, বাসায় একজন ভদ্র ঘরের বাঙ্গালী বামুন আছে, তার হাতে খাবেন ত?

অনাদি। যাবার আগে গঙ্গায় একটী ডুব ত দিয়েই যাব! নেহাত উড়ে টুড়ে না হয়—

নলিনী। গোবিন্দ শীগগির যা। (গোবিন্দের প্রস্থান) রাত্রে ত খাওয়া হয় নি—এত বেলায় কি গঙ্গায় যাবেন? আজ বাড়ীতে চান ক'রে কাল গঙ্গায় গেলে চ'লবে না?

অনাদি। নাঃ আজ আর গঙ্গায় যেতে পারছি কই!

নলিনী। তবে আর দেরী না ক'রে, চানটা সেরে নিন—যোগেশ, তেল মাখ ভাই।

যোগেশ। দেওয়ানজী মশাই, তেল ত খুবই মাখছেন! তারপর?

অনাদি। সময়ে সব হবে।

যোগেশ। সময়ে সব হবে! মুখে ত বেশ ব'ল্ছেন—সময়ে সব হবে। কাজে যে কিছুই দেখ্‌ছি না। ঘণ্টা দেড়েক কোথায় ঘুরে যদিই বা দয়া ক'রে এলেন—তা ও ঘণ্টাখানেক ত বাতাস খেয়ে কাটালেন! ওদিকে একটা লোক যে না খেয়ে উপবাসে মারা যাচ্ছে, সে খেয়াল আছে কি!

অনাদি। আছে বাবাজী, খুব আছে। একটু থাম না—কেন ব্যস্ত হ'চ্ছ!

যোগেশ। কেন ব্যস্ত হ'চ্ছি তা আপনি কি ক'রে বুঝ্‌বেন! আপনি ত মাইনের চাকর বই আর কিছুই নন। উঃ! অসুস্থ শরীরে কাল সমস্ত দিনটে উপবাসে কেটেছে—আজ এত বেলা হ'ল এখনও তারটা দেওয়া হ'ল না। এই তার যাবে তবে তিনি জলস্পর্শ ক'রবেন। ব্যস্ত কি মশাই সাধে হই!

নলিনী। কিসের তার কাকা? ব্যাপার কি, আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।

অনাদি। কিছু না বাবাজী, তেল আনি।

যোগেশ। কিছু না! তবে ব'লবেন না আপনি। বেশ তবে আমি বল্‌ছি! দেখ দাদা এ বাড়ীতে—

অনাদি। যোগেশ বাবু—যোগেশ বাবু—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—সর্ব্বনাশ ক'র না—

যোগেশ। রাখুন মশাই আপনি! আমি ও সব চাপাচাপির কেউ নই। এই বাড়ী থেকে তোমাদের এখনই বের হ'য়ে যেতে হবে।

অনাদি। যোগেশ বাবু, দোহাই তোমার—আমি বৃদ্ধ—আমি ব্রাহ্মণ, তোমার হাত ধ'রছি—এই পৈতে দিয়ে তোমার হাত ধরছি—ক্ষান্ত হও—এখনও ক্ষান্ত হও—

যোগেশ। কেন মশাই বার বার বাধা দিচ্ছেন। মামাবাবুকে মেরে ফেলাই কি আপনার উদ্দেশ্য।

নলিনী। যোগেশ, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—

যোগেশ। কেন এ ত পরিস্কার কথা। এখনই তোমাদের এই বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। এই মামাবাবুর আদেশ।

নলিনী। এ্যা! বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে—এই বাবার আদেশ!

যোগেশ। হাঁ আর যদি সহজে না যাও, তবে দারোয়ান দিয়ে তোমাদের বের ক'রে দেবার আদেশ দিয়েছেন।

নলিনী। এ্যাঁ! (পড়িয়া যাইতেছিল—একখানা চেয়ার ধরিয়া সামলাইয়া লইল)।

যোগেশ। তোমাদের বের ক'রে দিয়ে তাঁকে তার ক'র্‌তে হবে।

নলিনী। বাবার আদেশ—যোগেশ, আমার বাবার আদেশ?

যোগেশ। হাঁ, তোমাদের এ বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়ে তাঁকে তার ক'র্‌তে হবে। সেই তার পেলে তবে তিনি জলস্পর্শ ক'র্‌বেন।

নলিনী। তবে কি তিনি উপবাসী আছেন?

যোগেশ। হাঁ—কাল থেকে।

নলিনী। এঁ্যা! বল কি! এতক্ষণ আমায় বল নি কেন? তাঁর যে মোটেই ক্ষুধা সহ্য হয় না। ওঃ—কত কষ্ট পাচ্ছেন তিনি আমার জন্য। কাকা, বাবা অভুক্ত আছেন জেনেও কেন আপনি এতক্ষণ এ কথা আমায় বলেন নি। যোগেশ, তুমি এখনই তার কর, আমি বাবার আদেশ মাথায় ক'রে এই মুহূর্ত্তে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যত)

যোগেশ। দাঁড়াও—আরও কিছু বল্‌বার আছে—

নলিনী। যা ব'ল্‌বে সত্বর বল। আমার বাবা আজ দুইদিন উপবাসী। আমার এখানে নিশ্বাস আট্‌কে আস্‌ছে।

যোগেশ। তুমি তাঁর ত্যাজ্যপুত্র—

নলিনী। ত্যাজ্যপুত্র! কারণ?

যোগেশ। সম্ভবতঃ এই বিয়ে। তাঁর সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই। তুমি তাঁর বংশের কেউ নও—

(নলিনী স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না—নিকটের একখানা চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইল)

নলিনী। বেশ, তাঁর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

যোগেশ। তোমার মায়ের নামে ব্যাঙ্কে যে পাঁচ হাজার টাকা আছে, তা তোমার। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে তোমার কোন অধিকার নেই—

অনাদি। যোগেশ বাবু—যোগেশ বাবু—আর কেন—এতেও কি তোমার তৃপ্তি হয় নি! দোহাই তোমার—আর বিষ ঢেল না—আর বিষ ঢেল না—

যোগেশ। থামুন না মশাই। তাঁর অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তিতে তোমার কোন অধিকার থাক্‌বে না, তা তুমি পাবে না। তবে তুমি তাঁর বংশে জন্মে কোন নীচ কাজ ক'র্‌লে তাঁরই কলঙ্ক হবে; এইজন্য তিনি তোমায় এই দশ হাজার টাকার চেক দিয়েছেন। আর তাঁর জমিদারীর আয় থেকে তুমি মাসিক একশত টাকা ভাতা পাবে। আমার কোন দোষ নেই, মামাবাবু যা ব'লতে ব'লে দিয়েছেন আমি তাই ব'লে খালাস। এই নাও ভাই তোমার দশ হাজার টাকার চেক। ভাল ক'রে দেখে শুনে নিও—

নলিনী ক্ষণকাল চেকখানি মাথার উপর ধরিয়া রাখিলেন, পরে বলিলেন:—"বাবার দান আমি মাথায় ক'রে নিলাম। যোগেশ তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'ল, আমি তাঁর অধম সন্তান হ'লেও তাঁরই রক্তে আমার জন্ম হ'য়েছে। আমি যখন তাঁর স্নেহ হারিয়েছি, তখন তার করুণার দান আমি নিতে চাই না। আমি নেব না। তাঁর টাকা তাঁকে ফিরিয়ে দিও। গোবিন্দ তোর দিদিমণিকে ডাক।" (গোবিন্দের প্রস্থান)

অনাদি। খোকা, বাবা, আমার একটী অনুরোধ, আমি বৃদ্ধ—আমি ব্রাহ্মণ—আমার মিনতি—

নলিনী। আমার বাবা যে আজ দুই দিন উপবাসী কাকা! আর কি আমি দেরি ক'র্‌তে পারি?

অনাদি। আমি ষ্টেশনে নেমেই তার ক'রেছি, সেই জন্যই আমার দেরি হ'য়েছিল বাবা—

নলিনী। তার করেছেন! যাক, লিখেছেন ত যে আমি বাড়ী ছেড়ে গিয়েছি।

অনাদি। হাঁ—

নলিনী। কাকা, আজীবন প্রাণপণে সত্যকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছেন, আর আজ মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য বাবার কাছে আপনি মিথ্যাবাদী হবেন—আমার জন্য! না কাকা, এ দেহে বিন্দুমাত্র রক্ত থাক্‌তে তা হবে না। তবে আমার দুঃখ এই, যে বাবা একবার পারুলকে দেখ্‌লেন না। যাক, এই যে—(পারুল ও গোবিন্দের প্রবেশ) পারুল, কাকাকে প্রণাম কর। (পারুলের তথাকরণ) পারুল, এ বাড়ীতে আমরা আর থাক্‌তে পাব না—বাবার আদেশ। চল। গোবিন্দ! তবে আসি দাদা, কত বকেছি—কত মেরেছি, আমি যে তোর ছোট ভাই, কিছু মনে করিস না দাদা—

গোবিন্দ। তুমি পাগল হ'য়েছ দাদাবাবু! আমি তোমার মামাবাড়ী থেকে তোমার মায়ের সঙ্গে এসেছিলাম। আমি তোমার মাতুল সম্পত্তি। তোমার বাবার কোন হুকুম ত আমার উপর চ'লবে না। গোবিন্দকে তুমি ফেলে যাবে! হাঃ হাঃ হাঃ! আচ্ছা তোমরা এগোও, আমি বাক্স বিছানা বেঁধে ছেঁদে নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

নলিনী। কাকা, বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'লবেন, যে পারুলকে জীবন-সঙ্গিনী পেয়ে আমি সুখী হয়েছি। তাঁর শাস্তি আমি সানন্দে

মাথা পেতে নিলাম—তবে আসি—(অনাদিকে প্রণাম) এস পারুল—

(প্রস্থানোদ্যত—অনাদি ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিলেন)

অনাদি। না—না—আমি যেতে দেব না—মুখের ভাত ফেলে কোথায় যাবি—

নলিনী। অবুঝ হবেন না কাকা—শেষে আমার জন্য আপনি বাবার কাছে মিথ্যাবাদী হবেন।

অনাদি। হই হব মিথ্যাবাদী—যাক ইহকাল—যাক পরকাল—যাক ব্রাহ্মণত্ব, শুধু তুই থাক—তোকে যে আমি কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছি। না, আমি যেতে দেব না—কিছুতেই যেতে দেব না—(নলিনীকে জড়াইয়া ধরিলেন)

নলিনী। যোগেশ কাকাকে ধর ভাই।

অনাদি। না—না—ধর না—ধর না—তোমার পায়ে পড়ি যোগেশবাবু। আমায় ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও—আমি যেতে দেব না। খোকা! ওরে, যাস্‌নে বাবা—যাস্‌নে—যাস্‌নে—মুখের ভাত ফেলে যাস্‌নে—ওরে যাস্‌নে—(যোগেশ অনাদিকে টানিয়া রাখিল—নলিনী পারুলের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল) এঁ্যা! চলে গেল—সত্যি চলে গেল—নারায়ণ! কি ক'র্‌লে—কি ক'র্‌লে ও হো হোঃ—(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন)

যোগেশ। (ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া) প্রথম বোড়ের কিস্তি।

পকেট হইতে মদের ফ্লাস্ক বাহির করিয়া ঢক ঢক করিয়া গিলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক
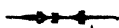
প্রথম দৃশ্য

দ্বিতলে দুর্গাশঙ্কর রায়ের শয়ন কক্ষ।

রজনী দ্বিপ্রহর।

পালঙ্কের উপর দুর্গাশঙ্কর নিদ্রিত।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে দরজা খোলা হইল। অতি সন্তর্পনে উন্মুক্ত দ্বার পথে সুখদা আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্গাশঙ্করের কক্ষের স্তিমিতপ্রায় আলোকে একবার কক্ষের চারি পার্শ্ব দেখিয়া লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সুখদা দুর্গাশঙ্করের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল ও পালঙ্কের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রাতার নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দ্বারপথে যোগেশকে দেখা গেল। সে যেন নিজের নিশ্বাসে চমকিয়া উঠিতেছে। তাহার চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যোগেশের দিকে তাকাইয়া সুখদা অতি সাবধানতার সহিত দুর্গাশঙ্করের বালিসের নিম্নে হস্ত দিয়া কি খুঁজিতে লাগিল। দুর্গাশঙ্কর একবার নড়িয়া উঠিলেন তাহা দেখিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সুখদা স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং যোগেশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া যেন মরিয়া হইয়া হস্ত উত্তোলন করিল। তাহার হস্তে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা দেখা গেল। সুখদা কটমট করিয়া যোগেশের দিকে তাকাইয়া পড়িল। যোগেশ নতদৃষ্টিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বারপথে গিয়া দাঁড়াইল। সুখদা পুনরায় বালিশের নিম্নে চাবীর জন্য হাত দিল এবং ক্ষণপরে সিন্ধুকের চাবী বাহির করিয়া আনিল ও পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার নিকট

আসিল। চাবী দেখিয়া যোগেশের চক্ষুদ্বয় আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল। সুখদা যোগেশের হস্তে চাবী দিলেন—যোগেশ নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। সুখদা দরজার চৌকাট ধরিয়া নিদ্রিত দুর্গাশঙ্করের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বিতলে দুর্গাশঙ্করের শয়নকক্ষ।

গবাক্ষ দিয়া নদীতীরের পথ ও প্রশস্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছে।
দুর্গাশঙ্কর পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশায়িত—পার্শ্বে অনাদিনাথ দণ্ডায়মান।
প্রভাত তখনও অতীত হয় নাই।

অনাদি। কেমন আছেন আজ?

দুর্গা। আজ অনেকটা ভাল। তবে শরীর বড় দুর্ব্বল। কথা ব'লতেও যেন কষ্ট বোধ হ'চ্ছে।

অনাদি। কোলকাতা থেকে এসে যে অবস্থা দেখেছিলাম। আমার ত ভয়ই হয়েছিল। আবার যে আপনি সেরে উঠবেন এ আশা ছিল না। নারায়ণ খুব রক্ষা ক'রেছেন।

দুর্গা। এ প্রাণ কি অত সহজে যাবে অনাদি! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল—কার ভরা ডুবিয়ে এসেছি—ওঃ—যাক্, তুমি না কি আজ জেলায় যাচ্ছ?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ। কাল সেই চরের মকর্দ্দমা—শুনলাম ধনগাঁর তরফ থেকে হাইকোর্টের বড় ব্যারিষ্টার আস্‌ছে।

দুর্গা। তাই নাকি! তা হ'লে—মকর্দ্দমাটা বড় জেদের। শিবনারায়ণ

বড় দম্ভ ক'রে বলেছিল যে সে ও চরটা নেবেই, আমিও বলেছিলাম যে একখানা ইট থাকৃতে নয়। শেষে কি—

অনাদি। আপনি ভাববেন না বাবু—বড় ব্যারিষ্টার ত আর দলীলের লেখাগুলো উল্টিয়ে দিতে পারবে না। দলীলের জোরেই আমরা জিতে যাব।

দুর্গা। দেখ গিয়ে কতদূর কি ক'রৃতে পার। হাঁ, অনাদি যোগেশ ব'লছিল যে সে একটু জমিদারীর কাজ কর্ম্ম শিখ্‌তে চায়—বেকার বসে আছে। তোমারও শরীর ভাল নয় – তাতে আমি পড়ে থেকে তোমার খাটুনিও বড় বেড়ে গেছে—এ সময় একজন সহকারী হ'লে তোমার সুবিধা হবে। আমার ইচ্ছা যে তুমি সঙ্গে রেখে ওকে কিছু কিছু কাজ-কর্ম্ম শেখাও—

অনাদি। আপনার ইচ্ছা!—বেশ! (স্বগত) তবে আর বেশী দিন এ সংসারে আমার অন্ন নেই। তাতে দুঃখ ছিল না—যদি ছেলেটার একটা উপায় ক'রৃতে পারৃতেম! আহাহা—সোনার চাঁদ ছেলে! কিন্তু আর বুঝি পারৃলেম না—কেমন ধাপে ধাপে এগুচ্ছে—ধাপে ধাপে গ্রাস ক'রৃছে—

দুর্গা। আচ্ছা অনাদি, এখন তুমি যেতে পার—

অনাদি। যে আজ্ঞে—

(অনাদি দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন—আবার কয়েক পদ ঘরের দিকে গেলেন—আবার ফিরিয়া দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন—)

দুর্গা। কি অনাদি? তুমি কি কিছু আমায় ব'লৃতে চাও—

অনাদি। বাবু—

দুর্গা। কি অনাদি?

অনাদি। খোকা বালক—তার শাস্তি যথেষ্ট হ'য়েছে।

(দুর্গাশঙ্কর মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন—কোন উত্তর দিলেন না।)

অনাদি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া আপন মনে বলিলেন—"বড় আশা ক'রে আমার তার পেয়ে সে আসছে। নারায়ণ! মুখ রেখ ঠাকুর।" ও ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

দুর্গাশঙ্কর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন তারপর বলিলেন:—"পুত্রের দিক থেকে পিতার নিষ্ঠুরতা তোমরা সবাই দেখ্‌ছ। একবার পিতার দিক থেকে পুত্রের পানে তাকাও দেখি—অপরাধী পুত্রের নিকট পিতার কি কিছুই প্রাপ্য নেই—পিতার প্রতি পুত্রের কি কোন কর্ত্তব্যই নেই! শাস্তি—শাস্তি—শাস্তি!!! কার এ শাস্তি—কার!

(যোগেশ ও সুখদার প্রবেশ)

যোগেশ। এই যে আজ উঠে বস্‌তে পেরেছেন। যাক, বাঁচা গেল। কি দুর্ভাবনায়ই এ ক'টা দিন গিয়েছে!

দুর্গা। আজ অনেকটা ভাল বোধ ক'র্‌ছি। তোমাদের সেবা যত্নে এ যাত্রা দেখছি বেঁচে গেলাম।

সুখদা। সেবা যত্ন! ছেলের এ ক'দিন কি চোখে ঘুম ছিল না পেটে অন্ন ছিল! দিনরাত কেবল—"মামাবাবু—মামাবাবু।" কোলে ভাত দিয়েছি কি—একগ্রাস মুখে দিতেই অমনি উঠে পড়েছে। ওরে ওরে উঠিস্ নি—উঠিস্ নি—আর দুটো গ্রাস মুখে দিয়ে যা—কে কার কথা শোনে! একেবারে সটান এই ঘরে। মুখে সর্ব্বদাই এক বুলি—আমরা না ক'র্‌লে কে আর ক'র্‌বে। মামাবাবুর আর আছে কে! রক্তের সম্বন্ধ ত আর কার সঙ্গে নেই—আর যারা, তারা ত মাইনের চাকর।

দুর্গা। না, যোগেশের মতিগতির পরিবর্ত্তন দেখে আমি বড় খুসী হ'য়েছি।

সুখদা। সে তোমার আশীর্ব্বাদ দাদা—ঐ যে কথায় বলে "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" আমি ওকে বরাবর বল্‌ছি যে

দাদার কাছে গিয়ে কিছুদিন থাক—দাদা আমার সাক্ষাৎ মহাদেব —তাঁর কাছে থাকলে তুই মানুষ হবি। তা মানুষের দুঃসময়ে ত বিপরীত বুদ্ধি হবেই। ছেলে আমার কথা কাণে তুললে না। তারা সব মাতাল, গেঁজেল, নেশাখোর—অমন দুশ্চরিত্রের সঙ্গে কি ঐ কাঁচা ছেলে এটে উঠতে পারে। কি চক্রটাই না ক'রল। বাছাকে আমার নাকানি চোবানি খাইয়ে বিষয় আশায়টুকু গ্রাস ক'রে, পথের ফকির ক'রে তবে ছাড়ল। নইলে ওর অন্ন আজ খায় কে! তখন যদি আমার কথা কাণে তুলতিস, তবে কি আজ তোর এই দশা হয়, না দেওয়ানজীর মত লোকে তোকে মামাবাড়ীর ভেতুড়ে ব'লে গালাগাল দিতে পারে। (সহসা ক্রন্দন) এত লোকের মরণ হয়—যম কেবল আমাকেই ভুলেছে. আজ এ ও আমার শুনতে হ'ল।

যোগেশ। এখন সে সব কথা কেন তুলছ মা! দেখছ মামাবাবুর এই অসুখ! শুনলে উনি কষ্ট পাবেন—আবার হয়ত অসুখটা বেড়ে উঠবে।

দুর্গা। কি যোগেশ?

যোগেশ। আজ্ঞে সে বিশেষ কিছু নয়। আপনি সেরে উঠুন, তারপর সময় মত একদিন ব'লব। একটু গরম দুধ খাবেন কি এখন?

দুর্গা। একটু আগেই ত খেয়েছি বাবা—আর কত খাব!

সুখদা। হাজার হ'ক ছেলে মানুষ ত! ভাবে যে যত বেশী ক'রে আমার মামাবাবুকে খাওয়াতে পারব—তত তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন।

যোগেশ। না না, ডাক্তার বলে দিয়েছেন যে দিনে অন্ততঃ ছ'সাতবার পথ্য খাওয়াতে হবে। শক্ত ব্যামো থেকে উঠেছেন কিনা।

সুখদা। শক্ত ব'লে শক্ত! পরশু রাত্রে যে রকম হ'য়েছিল, বাপ্‌রে—মনে হ'লেও গা কাঁপে!

দুর্গা। আমার কিন্তু কিছু মনে পড়ে না। কথা বল্‌তে বল্‌তে মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম ক'রে উঠল—চোখে যেন অন্ধকার দেখলাম, তারপর আর কিছু মনে নেই।

যে সময় দুর্গাশঙ্কর কথা বলিতেছিলেন সে সময় যোগেশ দূরে গবাক্ষপথে ইসারা করিয়া সুখদাকে কি দেখাইল এবং ইঙ্গিতে বলিল—"এইবার সব মাটী।" গবাক্ষের দিকে চাহিয়া সুখদার মুখ ছাইএর মত সাদা হইয়া গেল—মুহূর্ত্তে তাহার নয়নে নরকাগ্নি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। দন্তে দন্তে অধর দংশন করিতে লাগিল। পর মুহূর্ত্তে সে ভাব বিদূরিত হইল। সুখদা সহজ দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকাইয়া একবার হাসিল।

সুখদা। মনে থাক্‌বে কি! তোমার কি তখন হুঁস ছিল! দিন রাত কেবল প্রলাপ—কেবল প্রলাপ—"খোকা ফিরে আয়—খোকা ফিরে আয়!" ভাবতাম সর্ব্বনেশে ছেলেটার জন্যে প্রাণটা বুঝি এবার গেল। হাঁরে ছেলে! এমন মায়ার সমুদ্দুর বাপকে চিনলি না! একবার এসে পা দু'খানি জড়িয়ে ধ'রে ক্ষমা চাইলেই ত সব রাগ জল হ'য়ে যেত। হাঁ দাদা, একবার যদি ছেলেটা এসে তোমার পা দু'খানি জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে পড়ত—তাকে তুমি তাড়িয়ে দিতে পারতে! কখনই পার্‌তে না। তোমার যে দয়ার শরীর! প্রাণ ত নয় যেন মায়ার সমুদ্দুর! তা না ক'রে, তুই বাছা উকিল বন্ধুদের পরামর্শ শুনে বাপ পাগল হয়েছে ব'লে মকর্দ্দমা ক'রে জমিদারী নিবি—এত বড় তোর বুকের পাটা! একটা চক্ষুলজ্জাও কি নেই! বুড়ো বাপ—একটা ধর্ম্ম ত আছে! বাপ হ'ল তোর পাগল! বাপের সঙ্গে মকর্দ্দমা!

দুর্গা। সে কি সুখদা?

সুখদা। কেন—তুমি শোন নি সে কথা? যোগেশ, তোর মামাবাবুকে বলিস্ নি?

যোগেশ। মামাবাবুর অসুখ, তাই—

সুখদা। অসুখ তাতে হয়েছে কি রে মুখপোড়া হতচ্ছাড়া! তোর এ ঝুকি ঝক্কড় রাখ্‌বার দর্‌কার কি! আদালতের প্যাদা নিয়ে যখন জমিদারী দখল ক'র্‌তে আসবে, তখন কি পার্‌বি তুই সে তাল সাম্‌লাতে! আমাদের কি বাপু,—দু'মুঠো ভাতের কাঙাল—দশ জনের দশ কথা শুনেও পেটের দায়ে পড়ে আছি, বলে খালাস হওয়াই ভাল। তারপর যার ঝুকি সে বুঝুক গে'।

দুর্গা। যোগেশ, ব্যাপার কি?

যোগেশ। আজ্ঞে—(স্বগত) কি বলি? মার মত অত মেধা ত আমার নেই। শেষটা কি ধরা পড়ে যাব—(সুখদার দিকে করুণদৃষ্টি নিক্ষেপ)

দুর্গা। চুপ করে রইলে যে—বল—

সুখদা। (স্বগত) হতভাগা ছেলে—এই বুদ্ধি নিয়ে জমিদারী হাত ক'র্‌বে! (প্রকাশ্যে) ও মুখ চোরা ত তোমায় সবই ব'ল্‌বে। ও পারে কেবল রান্নাঘরে গিয়ে আমার কাছে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে —'আমার মামাবাবুকে অপমান করেছে!' আমি বল্‌ছি শোন। ঐ যে ওদের কলকেতায় পাঠিয়েছিলে—তাই যোগেশ খোকাকে বলেছিল, যে বাড়ী চল—সবাই মিলে মামাবাবুর হাতে পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব— তাঁর রাগ জল ক'র্‌তে কতক্ষণ। শুনে তোমার গুণনিধি ছেলে মানওয়ারী গোরার মত গর্জ্জে উঠে বল্লে যে—"পায় ধ'রে জমিদারী নেব—কেন আইন আদালতের দোর চিনি না—বুড়ো ভেবেছে কি—আদালতে আমি তাকে পাগল সাব্যস্ত ক'র্‌ব—পাগলা গারদে পাঠাব—

দুর্গা। এঁ্যা, আমি জেগে আছি ত! দুর্ব্বল শরীরে শুন্‌তে ভুল করিনি ত—আবার—আবার বল্‌ত সুখি—কি বল্‌ছিলি—(শক্ত হইয়া বিছানার উপর বসিলেন)

সুখদা। কি আর বল্‌ব দাদা! বল্‌তে বুক ফেটে যায়। খোকা তোমার সঙ্গে মকর্দ্দমা ক'রে জমিদারী নেবে—তোমায় পাগল সাব্যস্ত ক'রে পাগলা গারদে পাঠাবে। কলি—কলি—সাক্ষাৎ কলি –

দুর্গা। এঁ্যা—খোকা—খোকা—সেই খোকা—আমার চোখের দিকে চেয়ে যে কোন দিন কথা বলেনি—এ ও সম্ভব—সম্ভব হয়! যোগেশ, অনাদি এ সব জানে?

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ—

সুখদা। জানে না! মুখপোড়া ত কিছু বল্‌বে না—কাজেই আমার সব বল্‌তে হ'চ্ছে। ঐ কথা শুনে যোগেশ নলিনীকে দু'চার কথা বলেছিল। বল্‌বে না! হাজার হ'ক তুমি ত আর পর নও—মায়ের সহোদর ভাই —মামা;—তোমার অপমান ও কি চুপ ক'রে স'য়ে থাকতে পারে! তাতে দেওয়ানজী রেগে মেগে যোগেশকে "ছোটলোক—মামাবাড়ীর ভেতুড়ে" আরও কত কি কটু কাটব্য ব'লে গালমন্দ দিলে। ছেলেটা আমার কাছে এসে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদেছে—দু'দিনের মধ্যে একটা দানাও দাঁতে কাটে নি—বলে, যে মামার অন্ন আমি আর ছোঁবনা—আমার গ্লানি হ'য়েছে। তারপর কত বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে শান্ত ক'রেছি।

দুর্গা। অনাদি! চির বিশ্বাসী অনাদি! এ ও কি হয়!

সুখদা। বিশ্বাসী কে কেমন তা ক্ষেত্রে পড়্‌লেই বোঝা যায়। বলে যে যতক্ষণ ধরা না পড়ি ততক্ষণ সাধু। বুঝলে না, খোকার হাতে জমিদারীটে গেলে সে ত আর কিছু দেখ্‌বে শুন্‌বে না—নূতন বয়স নূতন বৌ—আমোদ আহ্লাদেই কাটাবে—তাহ'লে লুটবার সুবিধাটা ভাল রকম হয়। তুমি থাক্‌তে ততটা সুবিধে হচ্ছে না! কি না।

যোগেশ। (স্বগত) মার কি সাফ মাথা—বেড়ে লাগিয়েছে ত! ওঃ, একেবারে ঘোড়ার কিস্তি গজের কিস্তি এক সঙ্গে।

দুর্গা। হুঃ—অনাদির কথায়ও আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, যে সে যোগেশের উপর সন্তুষ্ট নয়। সে এই জন্য।

সুখদা। ছেলেটা হ'য়েছে দাদা সবার চক্ষুশূল। তুমি একটু আদর ক'রে যখন তখন ডাক কি না—

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। বাবু—বাবু—দাদাবাবু এসেছেন।

দুর্গা। দাদাবাবু—

শ্যামা। আজ্ঞে হাঁ—দাদাবাবু—

দুর্গা। ফটক বন্দ ক'রে দে—তার ছায়াও যেন আমার বাড়ীর মধ্যে না পড়ে;—যদি জবরদস্তি ক'রে, দারোয়ান দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিবি—

শ্যামা। বাবু বৌদিদিও সঙ্গে আছেন।

সুখদা। ওঃ বাবা—একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত! কি সাহস! ধন্য ছেলে যা হ'ক!

শ্যামা। বাবু, বৌদিদিও এসেছেন—

দুর্গা। এসেছেন তা তোর কি—তোর বাবার কিরে হারামজাদা—(বালিশ ছুঁড়িয়া মারিলেন) যদি ভাল চাস ত যা বল্‌লাম তাই কর। তাড়িয়ে দে—গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দে—

শ্যামা। বাবু—(নতদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল)

দুর্গা। হুঃ—আচ্ছা। যোগেশ! পাঁড়েকে ডাকৃত—

শ্যামা। না—না—বাবু আমিই যাচ্ছি— [প্রস্থান।

দুর্গা। নাঃ, আর কাকেও বিশ্বাস নেই—সব নেমকহারাম্—সব সয়তান।

সুখদা। যা ব'লেছ দাদা, মানুষ যদি চিন্তে পারৃতেম, তবে কি আজ আমাদের এ হাল হয়।

যোগেশ। এত শীঘ্র! বড় বড় লোক পিছনে আছে—তার উপর নিজেও কিছু লেখাপড়া জানে—জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে মামাবাবুর পরিচয় দিয়ে যখন তখন দেখা ক'র্‌তে পারে—

সুখদা। ঝাঁটা মারি অমন লেখাপড়ার মুখে—বাপের এই অবস্থা—মরার মুখ থেকে ফিরে এসেছে—একটা মানুষের আত্মাও কি নেই!

দুর্গা। কে উপরে আস্‌ছে?

যোগেশ। (একটু অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) দেওয়ানজী—

সুখদা। বোধ হয় একটা আপোষ রফার কথা বলতে—

দুর্গা। আপোষ রফা! আচ্ছা।

সুখদা। তুই এ দিকে আয় বাছা। এ সব কথায় আমাদের থাকবার দরকার নেই। তোর দোষ ত লেগেই আছে।

সুখদা ও যোগেশ প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে যোগেশ নিম্নস্বরে সুখদাকে বলিল—"ভাগ্যিস জানালা দিয়ে ওদের আসতে দেখেছিলেম।"

সুখদা। মা কালী আছেন।

যোগেশ। তোমাকে কি বল্‌ব মা—তোমার জুড়ি নেই।

সুখদা। উ হুঃ—এখনও কিছু হয় নি। দেওয়ানটা আস্‌ছে। এই ফাঁড়া যদি কাটাতে পারি তবেই—

(বিপরীত দ্বার দিয়া অনাদির প্রবেশ)

দুর্গা। কে? অনাদি! কি, একটা নিষ্পত্তি, না!

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ। তা হ'লে এ বুড়ো ব্রাহ্মণের গয়া কাশীর ফল হয়। আমার তার পেয়েই ছুটে এসেছে! বালক—

দুর্গা। হুঃ—তুমিই তার ক'রে আনিয়েছ—না!

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ—আপনি একেবারে বেহুঁস হ'য়ে ছিলেন—

দুর্গা। আমি বেহুঁস হয়ে ছিলাম. তাই তার ক'রে আনিয়েছ। কেমন?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ!

দুর্গা। অনাদি, আমায় কি কচি ছেলে পেয়েছ যে চোখ রাঙ্গিয়ে, আইন আদালতের ভয় দেখিয়ে—দু'পাতা ইংরাজী বিদ্যার ধমক দিয়ে—জান অনাদি,এই দুর্গাশঙ্কর রায়ের প্রতাপে সাত সাতটা পরগণার লোক ভয়ে জড়সড়—জান অনাদি, এই দুর্গাশঙ্কর রায় এ জমিদারীর ভার নেবা পর এ দেশ থেকে চোর ডাকাত বদমায়েস ভিটে ছেড়ে পালিয়েছে—ভেবেছ কি দুর্গাশঙ্কর রায় মরে গিয়েছে! না, সে ম'রে নি—আজও বেঁচে আছে। হাঁ, বেঁচে আছে, বুড়ো হ'য়েছে কিন্তু বেঁচে আছে। অনেকে তার পরিচয় নিয়েছে—ইচ্ছা হয়, তুমি ও একবার নাও—

অনাদি। নারায়ণ—নারায়ণ—বাবু আপনি ব'লছেন কি?

দুর্গা। হাঁ ঠিকই বল্‌ছি।

অনাদি। বাবু, আপনি ভুল বুঝেছেন—মিথ্যা কথা শুনেছেন। অনাদি চক্রবর্ত্তীকে আজ ত্রিশ বছর দেখ্‌ছেন—সে নিমকহারাম নয়। নিজের ছেলে পুলে নেই—আপনার ছেলে ঐ খোকাকে পুত্রের অধিক স্নেহ ক'রেছি—জানেন ত, আপনি বিরক্ত হয়েছেন—কাজের ক্ষতি হ'চ্ছে ব'লে কত সময় রাগ ক'রেছেন—তবু ও আমি তাকে কোল থেকে নামাইনি—(অনাদির চোখ দিয়া দর দর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল) —ইচ্ছা ছিল—

(সুখদা যোগেশকে এক রকম ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল)

যোগেশ। হাঁ দেওয়ানজী, আপনি সে ছবিখানা পোড়ান নি—

অনাদি। এসেছ বাবাজী! রন্ধ্রগত শনি—আমি কি ক'র্‌ব! কোন ছবিখানা বাবাজী?

যোগেশ। যে খানা মামাবাবু শ্যামাকে পোড়াতে ব'লেছিলেন। সেখানা দেখ্‌লাম আলমারির পেছনে কাপড়ে মোড়া রয়েছে—

অনাদি। সেখানেও তোমার নজর গিয়েছে?

(বেগে সুখদার প্রবেশ)

সুখদা। হতভাগা হতচ্ছাড়া, জানিস, সব কথাতেই তোর দোষ, তবু মুখপোড়া অপমানি হ'তে কেন সব কথায় থাক্‌তে যাস! ভগবান মেরেছেন, ভাতের কাঙ্গাল হ'য়ে এসেছিস—দশজনের ঝাঁটা লাথি খেয়ে বাক্যি গঞ্জনা স'য়ে মুখ বুজে থাকৃতে পারিস থাক, না পারিস দূর হ'য়ে যা। পোড়াক না পোড়াক সে খোঁজে তোর দরকার কিরে বাছা। 'আমার মামাবাবু অসুখে পড়ে আছেন, তাই তাঁর কথা আর কেউ গ্রাহ্য করে না'। ওরে তাত ক'রবেই না—কেউ ই ত করে না—দেখ্‌ছি, চোখের উপর দিন রাত দেখ্‌ছি—বুকের মধ্যে ধূ ধূ ক'রে আগুন জ্বলছে, কিন্তু মুখে রাটি কাড়িনি—তেমন বাপের মেয়ে নই। তুই যে 'মামাবাবু মামাবাবু' করে অজ্ঞান—তোর কিছু ক'রবার ক্ষমতা আছে!

সুখদা ঝড়ের মত এক নিশ্বাসে বলিয়া প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল কক্ষটী নীরব রহিল। তারপর অনাদি ধীরে ধীরে বলিলেন—"যোগেশবাবু, নলিনীর ছবিখানি পোড়াতে আমিই শ্যামাকে নিষেধ করে-ছিলেম—আমি ই যত্ন ক'রে সেখানা কাপড় ঢেকে আলমারির পেছনে রেখেছিলেম—কারণ আমি জানি, আবার একদিন ঐ ছবির খোঁজ হবে। আমার দুর্ভাগ্য যে সেখানেও তোমার নজর গিয়েছে। যাক্ আমি যতদিন এ সংসারে আছি ততদিন আমার চোখের সামনে ও ছবিতে কেউ আগুন দিতে পারবে না—তোমার মামাবাবু ও না—এই তাঁর সামনে ব'লে যাচ্ছি! চরের মামলাটা সেরে

জেলা থেকে এসে আমি বিদায় নেব, তখন আর কেউ তোমাদের নিষেধ ক'রবে না—তখন যা ইচ্ছা তোমাদের ক'র—ইচ্ছা হয়, আগুনে দিও—ইচ্ছা হয়, ছুরি দিয়ে ফাল ফাল ক'র—যা তোমাদের খুসী। ওঃ—হবার নয়—হবার নয়—নারায়ণ—নারায়ণ—মুখ রাখ্‌লে না ঠাকুর—(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

(সুখদার পুনঃ প্রবেশ)

সুখদা। দেখ্‌লে—দেখ্‌লে অহঙ্কারটা! যার খাচ্ছে তাকেই আবার চোখ রাঙ্গাচ্ছে। দাদাকে দয়ার সাগর পেয়ে বড় বাড় বেড়েছে সব!

দুর্গা। যোগেশ, নিধু খুড়োকে একবার আমার এখানে ডেকে দাও ত— এখনই— (যোগেশের প্রস্থান)

সুখদা। এখন খাবার যোগাড় ক'র্‌ব কি দাদা?

দুর্গা। আর খেতে ইচ্ছা নেই ভাই—

সুখদা। যা হ'ক দুটো পেটে ত দিতে হবে। প্রাণটাত বাঁচাতে হবে!

দুর্গা। হঁা তা ত হবে। আচ্ছা একটু পরে।

সুখদা। তবে আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখি গে', যখন তোমার ইচ্ছা হয়, আমাকে ডেক। (যাইতে যাইতে) ওহো হোঃ—দাদার দশা দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়—ওহো হোঃ—(চোখে কাপড় দিয়া প্রস্থান)

দুর্গা। সব আবছায়া—সব আবছায়া—যেন একটী ছায়ার মানুষ হ'য়ে গেছি—ওঃ—

(শ্যামার ধীরে ধীরে প্রবেশ)

কে?

শ্যামা। আমি শ্যামা—

দুর্গা। কি?

শ্যামা। বাবু আমি দেশে যাচ্ছি—

দুর্গা। দেশে যাচ্ছিস ! বেশ—যা। একে একে সব যা—পড়ে থাকবে শুধু একটা কঙ্কাল, আর তাই আঁকড়ে ধ'রে থাক এই ত্রিকালজ্ঞ ভুশুণ্ডি কাক—(দুই চক্ষু হইতে দু' ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল !)

শ্যামা। আমি ত আজ যাচ্ছি না বাবু—আপনি ভাল ক'রে সেরে উঠ্‌লে যাব।

দুর্গা। প্রভুভক্ত ভৃত্য—আমার সুখ-দুঃখের চিরসাথী। শ্যামা ! আমার কাছে আয়। তারা গিয়েছে রে ?

শ্যামা। হাঁ বাবু—

দুর্গা। কোন গোলমাল ক'রেছিল ?

শ্যামা। কিসের গোলমাল বাবু ! পাষাণে বুক বেঁধে যেমন আমি ব'ললাম যে বাবু দেখা ক'রবেন না—দাদা বাবুর দু'চোখ বেয়ে ধারায় জল পড়তে লাগল—হাউ হাউ ক'রে তিনি কেঁদে উঠ্‌লেন—কাঁপতে কাঁপতে ব'সে পড়লেন—আমি গিয়ে ধ'রলাম। তারপর অতি কষ্টে ব'ললেন—'শ্যামা—আমি অভাগা। বড় অভাগা। বাবার পাদু'খানি বুঝি আর এ জীবনে দেখ্‌তে পাব না"। তার পর কাঁদতে কাঁদতে বৌমার হাত ধরে চলে গেলেন—

দুর্গা। (নিম্নস্বরে—যেন ভয় পাছে কেহ শুনিতে পায়) তোর বৌমাকে দেখেছিস রে ?

শ্যামা। হাঁ বাবু। কি সে রূপ, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণ। চোখ ফেরান যায় না—আর কি মিষ্টি কথা ! আমায় ব'ললেন—লক্ষ্মী দাদা, আমায় একবার বাবার কাছে নিয়ে যেতে পার ?

দুর্গা। তারপর তুই কি বললি ?

শ্যামা। কি আর বল্‌ব বাবু—ব'ললাম যে "তোমায় আর একদিন নিয়ে যাব বৌমা।" (দুর্গাশঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, এক বিন্দু

অশ্রু তাঁহার চক্ষু হইতে তাঁহার অজ্ঞাতে ঝরিয়া পড়িল।) বাবু—বাবু—দেখ্‌বেন—ঐ যে ঐ যে তাঁরা নৌকায় উঠে আপনার ঘরের দিকে চেয়ে হাত জোড় ক'রে প্রণাম ক'র্‌ছেন—

দুর্গা। এঁ্যা—কৈ—কৈ? (একলম্ফে যুবকের মত ছুটিয়া গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন ও সহসা মধ্যপথে থামিয়া বলিলেন) বন্দ কর—জানালা বন্দ কর—

শ্যামা। বন্দ ক'রব?

দুর্গা। কর—শিগ্‌গির বন্দ কর—আমায় শক্ত ক'রে ধর—(কাঁপিতে লাগিলেন) না—না—আমায় বাঁধ—বিছানার চাদর নে—খাটের সঙ্গে আমার হাত পা বাঁধ—বাঁধ—

শ্যামা। বাবু—বাবু—

দুর্গা। বাঁধ—বাঁধ হারামজাদা—শীঘ্র বাঁধ—

(শ্যামা অপ্রতিভের ন্যায় প্রভুর আদেশ পালন করিতে লাগিল।)

আরও—আরও জোরে—আরও শক্ত ক'রে—

শ্যামা। এখন খুলে দি বাবু—এতক্ষণ তারা নৌকা খুলেছেন—

দুর্গা। নৌকা খুলেছে! আচ্ছা দে—খুলে দে।

(বাঁধন খুলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামার প্রস্থান)

কিন্তু—না—এতগুলি মিথ্যা কথা কি যোগেশ আর সুখী আমাকে ব'ল্‌তে পারে! ভগবান! তুমি সব জান—বিচার করো—দণ্ড দিয়ো—যে জ্বালায় আমি—ওঃ—

(নিধু খুড়োর প্রবেশ)

নিধু। কি বাবা, এ অসময়ে ডেকেছ কেন? ধান্যেশ্বরীর আরাধনা ক'রে যেমন একঢোক গলায় ঢেলেছি, অমনি তোমার ডাক গিয়ে হাজির। কি করি বাবা, তুমি ডেকেছ, আঁধার রেতে এসে হাত পাতলেও দেবীর ভোগের জন্য, তোমার কাছে টাকাটা সিকেটা পাই—কাজেই বোতল-

বাহিনীকে আপাততঃ মাচায় তুলে বিরহ ব্যথায় জ'ল্‌তে জ'ল্‌তে মনের দুঃখ মনে চেপে, চ'লে এসেছি।

দুর্গা। খুড়ো, বড় জ্বালা, একটু মদ দিতে পার—একটু মদ।—দশ টাকা নাও—বিশ টাকা নাও—একশ' টাকা নাও আমায় একটু মদ দাও—আমায় বিস্মৃতি দাও—বিস্মৃতি দাও—আমায় বাঁচাও—মদ দাও—মদ দাও—

নিধু। দুর্গাশঙ্কর! বড় ঘা'টা খেয়েছ বাবা—বুঝেছি। ঘাটে ছেলেটা আর বৌটাকে দেখলাম। ব'স বাবা—আমার কাছে ব'স—(বিছানার উপর দুর্গাশঙ্করকে বসাইলেন ও নিজে নিকটে বসিলেন) দেখ বাবা, কলেরায় মাতৃহারা ছেলে দুটো যখন এক দিন আগ পাছ মারা গেল—বুকের ভিতর রাবণের চিতা লক্ লক্ ক'রে জ্বলে উঠল—কি তার দাহ—কি সে জ্বালা! তার পর যাতনা সইতে না পেরে অনেক ভেবে চিন্তে, মদ খাওয়া ধর্‌লুম—ভাবলুম মদে সব ভুলিয়ে দেবে! তার পর ত জান বাবা, লোক-লজ্জা গ্রাহ্য করি নি—যথাসর্বস্ব রাক্ষসীর পায়ে ঢেলেছি—প্রথম প্রথম বিলিতি—তার পর যখন পয়সাও কমে এলো, পিপাসাও বেড়ে গেল—তখন একেবারে ধান্যেশ্বরী। কিন্তু বাবা, ভুলতে ত পারলেম না—যখন নেশা বাড়ে তখন বুকের হাহাকার ও বাড়ে—সে যে কি যাতনা-ওঃ—অতি বড় শত্রুও যেন সে যাতনা না পায়। লাভের মধ্যে হ'য়েছে এই, এখন আর মদ না হ'লে এক দণ্ডও টিক্‌তে পারি না—এক জ্বালা নেবাতে গিয়ে আর এক জ্বালা বাড়িয়েছি! কি দুর্গাশঙ্কর—কাঁদছ? কাঁদ—কাঁদ—বরং সে ভাল! কাঁদলে যাতনা অনেক কমে। এখানে শোও ত বাবা—তুমি এখানে শুয়ে শুয়ে কাঁদ, আর আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দি, আর মায়ের নাম করি—তারা—তারা—পাষাণী—

গীত।

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা॥
সে যে আপনি ক্ষেপা,
কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটো চেলা॥
কিরূপ কি গুণ ভঙ্গি কি ভাব কিছুই যায় না বলা,
যার নাম করিলে কপাল পোড়ে
কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥

দুর্গাশঙ্কর! ঘুমিয়ে প'ড়েছে। যাক্, একটু ত ভুলে থাক্‌বে।

(ব্যস্ত ভাবে অনাদির প্রবেশ)

অনাদি। বাবু—বাবু—

নিধু। চুপ—ঘুমিয়েছে—

অনাদি। কিন্তু বড্ড জরুরী খুড়ো—

নিধু। লোকটাকে কি মেরে ফেল্‌তে চাও অনাদি—

অনাদি। এ দিকেও যে সর্ব্বনাশ! তাইত—কি করি—কি করি—

(উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান।

নিধু। একটু ব'সতে হ'ল নইলে এরা লোকটাকে ঘুমুতে দেবে না—মেরেই ফেল্‌বে। (নিধু সস্নেহে দুর্গাশঙ্করের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

একতলায় রান্নাঘরের সম্মুখের বারান্দা। তদুপরি চক্‌মিলান বাড়ীর ঝুলবারান্দা। রান্নাঘরে সুখদা পাক করিতেছে। বেলা দশটা তখনও বাজে নাই।

নিবারণসহ যোগেশ রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্তভাবে ডাকিল—"মা—মা—"—

সুখদা। (রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া) কি! ডাকছিস কেন? (নিম্নস্বরে) হতভাগা ছেলে, একশ'দিন বলেছি না,—যে আস্তে কথা বল্‌বি—ঐ দাদার শোবার ঘর থেকে এ যায়গাটা স্পষ্ট দেখা যায়। নিধুঠাকুর ঐ খাটের উপর বসে আছে, বুদ্ধির দোষে তুই সব মাটি ক'র্‌বি দেখ্‌ছি।

যোগেশ। দেওয়ান শালা, ভীষণ খোঁজাখুঁজি আরম্ভ ক'রে দিয়েছে—সে একেবারে ক্ষেপে গেছে—শীঘ্র দলিলগুলো নিবারণের হাতে দেও—ও এখনি রওনা হ'ক।

সুখদা। তখনি বলেছিলাম না যে এগুলি সরিয়ে ফেল—কেমন খাটল ত! (উচ্চৈঃস্বরে) বোনের অসুখ—তা হ'লে ত যেতেই হবে। আহা মার পেটের বোন। ভাই বোনের মত আপনার জন কি আর আছে! একেবারে টাট্‌কা রক্তের টান। আমার রান্নাত সব হয়নি এখনও—তা ডাল ভাত যা হ'য়েছে দুটো মুখে দিয়ে যাও বাছা (নিম্নস্বরে) নিবারণ ঘরের ভিতর এস। দলিলগুলো আমার হলুদের হাড়ার মধ্যে কাগজ মোড়া আছে—এখানে দাঁড়িয়ো না—ঐ দেখ, নিধু ব্যাটা তাকিয়ে আছে। (রান্না ঘরের ভিতর গেলেন)

নিবারণ। ফির্‌তে ত দেরি হবে—

যোগেশ। হাঁ—তা ত হবেই। দলিল দেবে, টাকা আন্‌বে। হাঁ দেখ নিবারণ, টাকা হাতে না পেয়ে কিন্তু দলিল দিও না—হুসিয়ার—খুব হুসিয়ার—

নিবারণ। সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন, কিন্তু আমার বাড়ীতে অন্য পুরুষলোক নেই ললিতা একা থাকবে—

যোগেশ। সে জন্য তোমার চিন্তা নেই, আমি যখন আছি। একটা ব্যবস্থা ক'র্‌বই। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে রওনা দাও।

নিবারণ। বখ্‌রা ?

যোগেশ। কেন ? দশ আনা ছয় আনা,—সেত আগেই স্থির হ'য়েছে।

নিবারণ। হ'য়েছে ত, কিন্তু কাজটা যে আমারই সব ক'র্‌তে হ'চ্ছে। ছয় আনায় আমায় বড্ড ঠকা হয় যোগেশবাবু। ওটা আধাআধি ক'রে দিন—কি বলেন ? রাজী ?

যোগেশ। (স্বগত) ব্যাটা কারে ফেলে, এখন মোড় দিচ্ছে! দাঁড়াও সোনারচাঁদ—আমিও যোগেশ ঘোষ! (প্রকাশ্যে)টাকার মধ্যে কি আছে নিবারণ—ও দু'দশ টাকার কম বেশীতে কি আসে যায়। আমাদের দু'জনেরই উদ্দেশ্য হ'চ্ছে দেওয়ান ব্যাটাকে জব্দ করা—সেটা হ'লেই হ'ল—কি বল ?

নিবারণ। আজ্ঞে হাঁ—তা বৈ কি—তা বৈ কি। তবে—তাহলে—আপনি রাজী ত ?

যোগেশ। হাঁ—হাঁ—রাজী বৈ কি—নিও না তুমি আট আনা। ও টাকা কড়িতে আমার কোন দিনই বড় একটা আশক্তি নেই। হাঁ, আর তুমি দেরি ক'র না—দলিলগুলো নিয়ে চট্‌ পট্‌ বেরিয়ে পড়—আবার কি ফ্যাসাদ বাধাবে—যে শত্রুপুরি !—

নিবারণ। ললিতার কিন্তু বড় ভয়।

যোগেশ। সে জন্য কোন চিন্তা নেই যখন আমি আছি।

(নিবারণ রান্না ঘরে ঢুকিল)

আচ্ছা শালা, দেখে নেব তুমি কত বড় চালবাজ। বড় বড় সাগর সাঁতরে পার হ'য়ে এলাম, আর তুমি ত যাদু পচা ডোবা। ললিতার বড় ভয় ! হাঃ হাঃ হাঃ—'সে জন্য কোন চিন্তা নেই, আমি যখন আছি !' খাঁটি সত্য কথা—একেবারে খাঁটি ! এক এক ঢিলে যদি তিনটে ক'রে পাখী মারতে না পার্‌লেম—তবে আর বাহাদুরী কিসের। দলিলগুলোর জন্য দেওয়ান ব্যাটা মামা বাবুর কাছে অপদস্ত হ'বে—চাকরী ত যাবেই—পুলিশেও যেতে পারে। এই হল

এক। দলিলের বিনিময়ে শিবনারায়ণ বসুর পাঁচ হাজার টাকা—যদিও আপাততঃ অর্দ্ধেক নিবারণকে দিচ্ছি—কিন্তু সে অর্দ্ধেক ও হাতে আনতে আমার কতক্ষণ! এই দুই। আর তৃতীয় হ'চ্ছে, সুন্দরী ললিতা,—নিবারণের বাড়ীতে সে দিন তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি—তার গান শুনে আমি আত্মহারা হ'য়েছি,—ললিতাও হাবভাবে ইসারায় প্রকাশ ক'রেছে যে, সে আমায় চায়! মিলনের অন্তরায় ছিল—এই নিবারণ। যাক দিন কয়েক ত নিশ্চিন্ত!

(নিবারণ রান্নাঘর হইতে বাহির হইল)

এই যে পেয়েছ? হুসিয়ার—খুব হুসিয়ার! আমার পত্রখানা শিবনারায়ণ বাবু ব্যতীত আর কারও হাতে দিওনা—বুঝ্‌লে?

নিবারণ। হাঁ, তাহ'লে আমি বাড়ী থেকে জামা কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি?

যোগেশ। নিশ্চয়। (উচ্চৈঃস্বরে) তোমার বোনের অসুখ কি রকম থাকে আমাদের জানিও নিবারণ—আমরা বিশেষ উৎকণ্ঠিত থাকব—

নিবারণ। আধা আধি ত?

যোগেশ। হাঁ—হাঁ—জান ত, আমি এক কথার লোক।

নিবারণ। তবু—তবু—আচ্ছা, তাহ'লে আমি বেরিয়ে পড়ি। (প্রস্থান)

যোগেশ। শালা কি পাজি! আচ্ছা দেখা যাবে। (প্রস্থানোদ্যত)

(সুখদা রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিল)

সুখদা। আবার কোথায় বেরুচ্ছ বাছা এই অবেলায়? রান্না বান্না প্রায় হ'য়ে গেছে। (নিম্নস্বরে) হ্যারে গুড়োটা ত তেমন জোরের নয়—

যোগেশ। বল কি মা, ভাল ডাক্তারখানা থেকে কিনেছি।

সুখদা। না, তেমন ক্রিয়া পাচ্ছি না ত।

যোগেশ। তবে মাত্রাটা বাড়াও—কিন্তু একেবারে বেশী বাড়িও না যেন—আস্তে—আস্তে—

সুখদা। নে—নে—আমাকে আর তোর বুদ্ধি দিতে হবে না। আমি তোর মা—তোকে পেটে ধরেছি।—ঐ দেওয়ান আসছে,—ওদিকে তাকাস্ না—খবরদার (উচ্চৈঃস্বরে) তিথিধম্মো যা করাবি তুই, তা ত, বুঝতেই পারছি—সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে কোলকাতা থেকে যে বই খানা এনেছিস্ তা আমায় শোনাতে হবে—

যোগেশ। কি—গীতা শুন্‌বে? সে যে সংস্কৃত। তুমি তা বুঝ্‌তে পারবে না।

(অনাদির উন্মাদের ন্যায় প্রবেশ)

অনাদি। যোগেশবাবু, এদিকে নিবারণ এসেছিল?

যোগেশ। (স্বগত) নিবারণের খোঁজ! তবে কি সন্ধান পেয়েছে! (প্রকাশ্যে) হাঁ দেওয়ানজী, এই যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তার বোনের অসুখ দেখ্‌তে গেল। এত সকালে বাড়ীতে রান্না হয়নি বলে, এখান থেকে খেয়ে গেল।

অনাদি। (আপন মনে) তা হ'লে লোক পাঠাতে হয়—শ্যামা শ্যামা—পাঁড়ে—

(সুখদা ও যোগেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল)

সুখদা। (স্বগত] আর কিছু সময় না পেলে ত যোগেশ ধরা পড়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) ব্যাপার কি দেওয়ানজী?

অনাদি। কেন তুমি জান না। শোননি?

সুখদা। কি ক'রে জানব ভাই—তোমরা না ব'ল্‌লে কার কাছে শুন্‌ব। কি হয়েছে দেওয়ানজী?

অনাদি। আর কি হবে—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! বুকের রক্ত ঢেলে এই ত্রিশ বছর ধ'রে বিশ্বাসী ব'লে—প্রভুভক্ত ব'লে যে সুনাম যে খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছিলেম—গিয়েছে—সে সব গিয়েছে। সিন্দুক চাবি বন্ধ—

অথচ ভিতরে একখানা কাগজও নেই। ওঃ—আমি কি ক'রব—কি ক'রব—কি ক'রে এ পোড়া মুখ মনিবকে দেখাব!

সুখদা। কাগজ! কি কাগজ দেওয়ানজী?

অনাদি। চরের মোকর্দ্দমার সমস্ত দলিল—(সহসা)—যোগেশ বাবু—যোগেশবাবু! দয়া কর—এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উপর দয়া কর—তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত আমি—আমায় মেরে ফেল না—দলিল না পেলে আত্মহত্যা ভিন্ন আমার অন্য উপায় নেই—উপায় নেই—বাবা, আমি ব্রাহ্মণ, এই পৈতে দিয়ে তোমার হাত দু'খানি ধ'র্‌ছি—আমায় রক্ষা কর—দয়া কর—কাগজগুলো ফিরিয়ে দাও—

যোগেশ। দলিল ফিরিয়ে দেব আমি! আপনি ব'ল্‌ছেন কি দেওয়ানজী! আপনি কি ব'ল্‌তে চান, যে সিন্দুক থেকে আমি চুরি ক'রেছি। এত বড় সাহস আপনার!

সুখদা। কি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ছোটলোকের এত স্পর্দ্ধা! তুমি ভেবেছ কি বল ত অনাদি চক্রবর্ত্তী! জান তুমি আজ কাকে কি ব'ল্‌ছ! বরাতের দোষে চারটে ভাতের কাঙ্গাল হ'য়ে না হয় আজ মামার দোরে এসে পড়েছে—জান, তোমার মতন দু'দশ জন চাকর একদিন ওর বাড়ীতেও ছিল! (সহসা ক্রন্দন) ও গো, তুমি কোথায় আছ গো—দেখে যাও একবার তোমার যোগেশের দুর্দ্দশা! চাকরে আজ তাকে চোর ব'ল্‌ছে—ও হোহো—আমাদের অদৃষ্টে এত ও ছিল—

সেই সময় দোতলার ঝুল বারান্দার উপর "অত গোলমাল কিসের" বলিয়া রেলিং ধরিয়া দুর্গাশঙ্কর আসিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিধু খুড়ো—"আহাহা, কেন আবার ওখানে যাচ্ছ!"—বলিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অনাদি। শোন যোগেশবাবু, আমার অবস্থা বুঝতে পার্‌ছ; আমি মরিয়া

—আমার মন ব'লছে দলিলগুলি তুমি নিয়েছ। আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, ব্রাহ্মণ আমি, এই পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—এই মুহূর্ত্তে আমি চাকরী ছেড়ে চলে যাব—তোমার পথ প্রাণান্তেও আর মাড়াব না—শুধু কাগজ ক'খানি মনিবকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি মানে মানে বিদায় হব। নীরব রইলে—যোগেশবাবু, নীরব রইলে—দেবে না—দেবে না,—শোন তবে, আমি ত ম'রেছি—তোমায়ও আমি সহজে ছাড়বো না—না,—কিছুতে ছাড়ব না।

যোগেশ। কি, মার্‌বে নাকি!

সুখদা। ওরে, কে কোথায় আছিস, শীগ্‌গির আয়—অনাদি চক্রবর্ত্তী আমার যোগেশকে মেরে খুন ক'র্‌লে—কেন আমি ম'র্‌তে ভাইয়ের দোরে এসেছিলাম—এর চেয়ে যে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ও আমার ভাল ছিল।

যোগেশ। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার দেওয়ানজী—তুমি আমায় মার্‌তে তেড়ে আস। বেশ, আমি যাচ্ছি মামাবাবুর কাছে—(প্রস্থানোদ্যত)

অনাদি। (পথ আগলাইয়া) না—না—কোথায় যাও কোথায় যাও—আমায় মেরে না ফেলে যেতে পার্‌বে না—আমি পাগল হ'য়েছি—পাগল হ'য়েছি—যোগেশবাবু,—দিদিমণি, তোমাদের পায়ে ধ'র্‌ছি—ব্রাহ্মণ আমি—তোমাদের পায়ের উপর মাথা খুঁড়ছি—দয়া কর—আমায় বাঁচাও।

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা। এ কি দেওয়ানজী—দেওয়ানজী—ক'র্‌ছেন কি?

(দোতলা হইতে সিঁড়ি বাহিয়া দুর্গাশঙ্কর ও তৎপশ্চাৎ নিধু নামিয়া আসিতে লাগিলেন।)

সুখদা। আর কি ক'র্‌বেন! এমন করেও লোকে শত্রুতা শোধ দেয়

গা! যতদূর পেরেছে অপমান ক'রেছে—গাল দিয়েছে--ধেয়ে ধেয়ে মার্‌তে এসেছে—এখন ব্রাহ্মণ হ'য়ে পায়ের উপর আছ্‌ড়ে পড়ে পরকালের পথেও কাঁটা দিচ্ছে—যাও বাপু, ও সব বুজ্‌রুকী—

অনাদি। পায়ের উপর মাথা খুঁড়লুম—তবু তোমাদের দয়া হ'ল না—তবে সত্যি সত্যি আমায় মেরে ফেল্‌বে—বেশ তাই হ'ক—তোমাদের সামনে এই দেয়ালে মাথা ঠুকে ম'র্‌ব।

(মাথা ঠুকিতে লাগিলেন—শ্যামা ধরিয়া ফেলিল)

সুখদা। শ্যামা—শ্যামা! ধর—ধর—কি সর্ব্বনেশে লোক গা—এখন আমাদের মায়ে ছেলের হাতে দড়ি দেবার চেষ্টা—কেন আমি ম'র্‌তে এখানে এসেছিলেম!

(দুর্গাশঙ্কর ও নিধু খুড়ো সেই সময় সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।)

দুর্গা। অনাদি! (অনাদি মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল)

সুখদা। দাদা—দাদা—তোমার সংসারে এসে—

দুর্গা। (হস্তের ইঙ্গিতে সুখদাকে শুদ্ধ করিয়া) অনাদি! ব্যাপার কি?

অনাদি। বাবু—বাবু (হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল) সিন্দুক থেকে দলিল চুরি হ'য়েছে—

দুর্গা। সে কি! কি দলিল?

অনাদি। চরের সমস্ত দলিল—

দুর্গা। চরের সমস্ত দলিল!

অনাদি। আজ জেলায় যাব ব'লে কাল বেছে গুছে মিল ক'রে তাড়া বেঁধে সিন্দুকে তুলে রেখেছিলাম। আজ সিন্দুক খুলে দেখি—একখানিও নেই—সব চুরি হ'য়েছে—

সুখদা। অথচ সিন্দুক ঠিক তালা-বন্দই আছে।

দুর্গা। অনাদি?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ—যেখানকার যা সব ঠিক আছে, কেবল সেই তাড়াটা নেই।

দুর্গা। সিন্দুকের চাবি ত একটা তোমার কাছে আর একটা আমার কাছে থাকে। তৃতীয় চাবিত নেই। সব বিলিতি কল। ওঃ এত বড় জেদের মকর্দ্দমাটা—পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি! খুড়ো, সংসারটা বাস্তবিকই উল্টে গেল!

সুখদা। আর বুড়ো মিন্সে আমার যোগেশকে ব'লছে যে তুমি দলিল চুরি ক'রেছ!

দুর্গা। যোগেশ কি ক'রে দলিল পাবে অনাদি? এ তোমার অতি অন্যায় কথা। তুমি ত নিজেই ব'লছ যে তুমি আজ তালা বন্দ দেখেছ।

সুখদা। মিন্সের সে কি ঢং! একবার তেড়ে মারতে আসছে—একবার পা ধরছে—একবার মাথা খুড়ছে—একবার দেয়ালে মাথা ভাঙ্গছে! এ যে সর্ব্বনেশে লোক গো! দুধ কলা দিয়ে এমন কালসাপও মানুষে পোষে!

দুর্গা। অনাদি, আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হ'তে পারছি না; তালা বন্দ র'য়েছে—হাঁ, সিন্দুকে টাকা কড়ি ছিল?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ—সাড়ে বার শ' টাকা ছিল।

দুর্গা। সে টাকা আছে?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। সব?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ—

যোগেশ। চোর বুঝি সে সাড়ে বার শ' টাকা রেখে যেত!

দুর্গা। এ যে আরও সন্দেহের কথা অনাদি—

অনাদি। বাবু, আমি এই পৈতে ছুঁয়ে ব'লছি, আমি নির্দ্দোষী—আমি কিছুই জানি না—

দুর্গা। এ সব অবস্থা শুন্‌লে কি তোমার কথা কেউ বিশ্বাস ক'র্‌তে পারে অনাদি? অনাদি! সহোদরের অধিক তোমায় স্নেহ করেছি—সংসারের কাকেও যে কথা ব'লতে পারিনি, অকপটে তোমায় তা' বলেছি—আজ কি সেই বিশ্বাসের—সেই স্নেহের—ওঃ—(চোখে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল)

অনাদি। পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও—তোমার গর্ভে মুখ লুকিয়ে এ লজ্জা থেকে আমি নিষ্কৃতি পাই। বাবু—বাবু—আর বল্‌বেন না—তার চেয়ে আমায় জেলে দিন—তাও আমি সইতে পারব; কিন্তু আপনার এক একটা কথা আমার মর্ম্ম পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে।

দুর্গা। আর আমার কি হ'চ্ছে অনাদি। দাঁড়িয়ে দেখেছ, একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ ক'রেছি—চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়েনি—আর আজ তোমায় বিদায় দিতে—(কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, আর কথা বলিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পরে) ওঃ—অনাদি! কি ক'রলে—কি ক'রলে! তোমায় যে আমি বড় ভালবাসতেম—বড় বিশ্বাস ক'র্‌তেম।

অনাদি। বাবু, অনাদি চক্রবর্ত্তী আপনার সে বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করেনি। এক আধ দিন নয়—আজ ত্রিশ বৎসর আপনার অন্নে প্রতিপালিত হ'য়েছি—আপনারই অনুগ্রহে আজ সাতটা তরপের লোক এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দেখ্‌লে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়ায়। অনাদি পিশাচ নয়—সে মানুষ; সে সব কথা সে ভোলে নি—ভুল্‌তে পারে না। কিন্তু কি ক'র্‌ব বাবু—দশ চক্রে আজ ভগবান ভূত হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। বুঝ্‌তে পার্‌ছি—মনে মনে সব বুঝতে পার্‌ছি—কিন্তু আয়নার ছবি, ধ'র্‌তে পার্‌ছি না। আমি জেলায় যাচ্ছি—আপনার মকর্দ্দমা ক'র্‌তে। ঐ চর যখন দখল হয়, তখন এই অনাদি চক্রবর্ত্তীই প্রথম মাথা দিতে গিয়েছিল—ঐ চরের জন্য এই অনাদি

চক্রবর্ত্তী সাত রাত্রি হাজত বাস ক'রেছিল—যাক সে কথা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোন চক্রান্ত টিক্‌বে না, যতক্ষণ এই বৃদ্ধ বেঁচে আছে। মকর্দ্দমা আমি জিতে দেব, কিন্তু চাকরী আমি আর ক'র্‌ব না। আপনারও যখন আমার উপর সন্দেহ হ'য়েছে, তখন আর আমাকে রাখা উচিত নয়। ভেবেছিলাম জেলা থেকে এসে, সুনামের সঙ্গে চলে যাব, কিন্তু তা হ'ল না। তবে আমি বলে যাচ্ছি, বিনা দোষে যারা এই পলিত কেশ বৃদ্ধকে অপদস্থ ক'রেছে—স্নেহময় মনিবের নিকট বিনা কারণে অপরাধী প্রতিপন্ন করিয়েছে—তারা এর যোগ্য প্রতিফল পাবে—পাবে। নইলে—নইলে আমার নারায়ণ পূজা মিথ্যা—গায়ত্রী উচ্চারণ ব্যর্থ—ব্রাহ্মণের পবিত্র শোণিতে আমার জন্ম হয়নি—হয়নি—হয়নি—

(পৈতেটা দুই তিন খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া টলিতে টলিতে প্রস্থান)

সুখদা। চোরের বড় গলা—

নিধু। আর কেন মা, গিয়েছে ত।

সুখদা। (স্বগত) এ আবার আর এক আপদ উড়ে এসে জুড়ে ব'স্‌ল! একটা না তাড়াতে আর একটা! এযে মহীরাবণের গুষ্ঠি। (প্রস্থান)

নিধু। কি ভাবছ দুর্গাশঙ্কর—চল উপরে যাই।

দুর্গাশঙ্কর নিঃশব্দে নিধুর অনুবর্ত্তি হইলেন। কয়েকপদ গিয়াই নিধু গান ধরিল—

"আমার কি হবে শঙ্করি!
তুমি থাকতে ওমা আমার
জাগা ঘরে হ'ল চুরি॥"

গান করিতে করিতে নিধু দুর্গাশঙ্করকে লইয়া দোতলায় উঠিল।

পারুল। তুমি কি পাগল হ'য়েছ গোবিন্দদা। বেশী দেরি ক'র না কিন্তু—

গোবিন্দ যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল—"দিদিমণি, আমি বোকা মুখ্যু লোক—দাদাবাবুকে দিয়ে বিক্রী ক'র্লে হ'ত না—দাদাবাবু দোকানে গেলে বেশী টাকার বিক্রী হ'ত—"

পারুল। বৌটী যে এখনই আস্বে গোবিন্দদা, তা'দের বড্ড দরকার—এসেই যদি টাকা না পায় তবে কেঁদে অনর্থ ক'র্বে। আর তোমার দাদাবাবু ক্লান্ত হয়ে আস্ছেন—তাকে আর ও ঝঞ্ঝাটের ভিতর নিতে চাই না। আমাদের ত নয়—দু'টাকা কম বেশীতে আমাদের আস্বে যাবে কি।—বেচতে দিয়েছে—বেচে দিলাম—ফুরিয়ে গেল।

গোবিন্দ। তা ঠিক বলেছ দিদিমণি, তেঁতে পুড়ে এসে দাদাবাবু আবার স্যাকরার দোকানে দৌড়বে—আচ্ছা আমি-ই যাচ্ছি। (প্রস্থান)

পারুল। তিনি এসে যখন জিজ্ঞাসা করবেন—কি বলব তাঁকে! সত্য কথাই বলব। রাগ ক'র্বেন? আমি সব বুঝিয়ে বলব। এই কাটফাটা রোদ মাথায় ক'রে যার স্বামী 'হা টাকা হা টাকা' ক'রে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—তার কি গহনা পরা শোভা পায়। মা কালী! আশীর্ব্বাদ কর মা যেন আমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার আমার শাখা সিন্দুর যেন বজায় থাকে। দাদার একটা ভুলে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! পিতা পুত্রের মিলন পথের কাঁটা আমি—ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত স্বামী আমার, আজ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জ্জরিত। আর সে আমারই জন্য—আমারই জন্য। একটা কাল ব্যাধির মত আমি তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে আছি। এ চিন্তার দাহ—তুষানলের ন্যায়—আমার মর্ম্ম পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে। স্বপ্নেও যাঁকে কামনা ক'র্তে পারি নি সেই দেবতা স্বামীর চরণে স্থান পেয়ে আমার এ নারী জন্ম স্বার্থক হয়েছে, কিন্তু তাঁর জীবন যে আমি বিষময় ক'রে দিয়েছি। প্রাণ দিয়েও যদি পিতা পুত্রের মিলন ঘটাতে পারতেম।

নেপথ্যে—(রাধা। "কৈ গো—"

পারুল। কে? রাধা না? এ দিকে আয় না ভাই—

(ত্বরিতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল)

(গীত গাহিতে গাহিতে রাঁধার প্রবেশ)

যশোমতী কোলে নাচে ব্রজ গোপাল।
মায়ের কোলে হেলে দুলে নাচে মায়ের দুলাল॥
(তার) রাঙ্গা পায়ে নুপুর বাজে, থিয়া থিয়া গোপাল নাচে—
(ও তার) কচি হাতে তালি দিয়ে, থিয়া থিয়া গোপাল নাচে—
মায়ের প্রাণ সঙ্গে নাচে, নন্দরাণীর নয়ন নাচে
তোরা দেখে যা দেখে যা—
বৃন্দবন করি আলো, নাচে যশোমতীর কালো ;
হেরে নয়ন জুড়াল।
কোটী মদন জিনি, অপরূপ নিলমণি
চাঁদমুখে 'মা" 'মা' বোল,
হৃদি চাঁদ চাঁদমুখ, চুম্বই চুম্বই,
যশোমতী ভেল পাগল॥

কি গো নূতন গিন্নী—কি ভাবছ? ছেলে হবে—চাঁদ মুখে মা ব'লে ডাক্‌বে—আধ আধ স্বরে—

পারুল। তোকে 'পিসীমা' ব'লে ডাক্‌বে—

রাধা। তা বৈ কি। তাহলেই আমায় 'রায়বাঘিনী ননদিনী'র দলে নিতে পারিস্। না?

পারুল। তবে কি হবি—'মাসী'?

রাধা। হাঁ—তাতে রাজী আছি। 'মাসী' ডাকের সঙ্গে যে মায়ের গন্ধ জড়ান আছে। কচি ছেলের আধ আধ স্বরের 'মা' ডাক—সে যে বড় মিষ্টি—বড় মিষ্টি—বুঝি সুধার সাগর মন্থন ক'রে তার জন্ম হয়েছে—মুহূর্ত্তে মায়ের সমস্ত যাতনা দূর ক'রে দিয়ে তার প্রাণ অব্যক্ত

পুলকে ভরে দেয়—নারীত্ব মাতৃত্বের ক্ষীর-সাগরে স্নান করে ধন্য হয়! (দীর্ঘশ্বাস)

পারুল। কত বড় একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা হতভাগিনীর বুকের ভিতর লুকিয়ে আছে। অথচ ইহ-জীবনে আর তা পূর্ণ হবে না। (প্রকাশ্যে) রাধা, আমার যদি ছেলে হয়, তবে সে তোকে 'মা' ব'লে ডাক্‌বে—

রাধা। আর—আর—আমি তাই শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়ব। জীবনটা আমার সার্থক হ'য়ে যাবে! দেখলি ভাই, কি দুর্ব্বলতা! নাঃ, এ মনটাকে আর কিছুতেই বশে আন্‌তে পার্‌লেম না। এই দেখ, আবার চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—(সহসা) রাক্ষসী! করেছিস কি—করেছিস কি!

পারুল। কি—কি—রাধা?

রাধা। না—না—সে ত মরেনি, ঘুমিয়েছিল মাত্র। যেই নাড়া পেয়েছে, অমনি জেগে উঠেছে। অভ্যাস, সাধনা, সংযম—সব মুহূর্ত্তে ডুবিয়ে দিয়েছে—সব মুছে নিয়েছে—সব ব্যর্থ ক'রেছে! সেই হাহাকার—সেই তীব্র হাহাকার—বুকের মাঝে সেই তীব্র হাহাকার! বুক যে শূন্য—একেবারে শূন্য! কই—কই—আমার ঠাকুর কই—আমার ঠাকুর কই—কোথায়—কোথায়! দেখি খুঁজে দেখি—　　　(বেগে প্রস্থান)

পারুল। রাধা—রাধা—চলে গেল! এমন ত ওকে কখনও দেখিনি—পাগল হ'ল না কি! অত জ্বালা বুকে ক'রে যে বেঁচে আছে এই আশ্চর্য্য!

নেপথ্যে—(নলিনী। গোবিন্দ—গোবিন্দ—)

এই যে এসেছেন।

(শুষ্কমুখে ক্লান্ত নলিনীর উত্তেজিত অবস্থায় প্রবেশ)

নলিনী। না—মানুষকে আর বিশ্বাস ক'র্‌ব না—এত অকৃতজ্ঞ—এমন শয়তান সে! ওঃ—

পারুল। কেন? বিড়ালছানাও ত কম অকৃতজ্ঞ নয়! মা মরা একটা

বিড়ালছানাকে কত দুধ খাইয়ে কত মাছ খাইয়ে যেই একটু বড় ক'রে তুলেছি অমনি একদিন সে আমার হাত কামড়ে দিল। এই দেখ না, আজও আমার হাতে সে দাগ রয়েছে। মানুষ ত ঢের ভাল—কামড়ায় না।

নলিনী। কামড়ালে আর বেশী কি হয়—শরীরে একটু ব্যথা লাগে, বড় জোর একটু রক্ত পড়ে। কিন্তু মানুষের অকৃতজ্ঞতা মর্ম্ম পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেয়। আজ সতীশের কাছে গিয়েছিলেম—পঞ্চাশটা টাকার জন্য —সতীশ—আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু সতীশ—বুঝলে পারুল ?

পারুল। উর্দ্দু টা ভাল জানি না, কিন্তু বাঙ্গলা ব'ল্‌লে পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারি।

নলিনী। ঠাট্টা নয় পারুল—শোন—পঞ্চাশটি টাকার জন্য সতীশের কাছে গিয়েছিলেম্! বাবু শনিবার ক'র্‌তে যাবেন ব'লে ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে মোটরে উঠ্‌তে যাচ্ছেন—সে সময় আমায় দেখে এক বন্ধুকে কি ব'ললে জান! আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে ব'ললে—"নাঃ, এই শালা ভিখিরিদের জ্বালায় অস্থির!" ভিখিরি—ভিখিরি—আমি ভিখিরি! আর যখন টাকার অভাবে দেশে ফিরে যাচ্ছিলে, তখন বই, কলেজের মাইনে. মায় জামা কাপড় জুগিয়ে বাড়ী রেখে কে তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল—সে এই ভিখিরি! আজ বড় এটর্ণির মেয়ে বিয়ে ক'রে তার ফার্ম্মের অংশীদার হ'য়েছ—না ?

পারুল। ওঃ—তাই বল। বড় এটর্ণির মেয়ে বিয়ে করেছে! তবে ত সে ব'লবেই।

নলিনী। ব'লবেই! কেন ? আমি কি তার কাছে ভিক্ষা ক'রতে গিয়েছিলাম। এখনও আমি তার কাছে পাঁচ ছয়শ' টাকার উপর পাই, যা সে আমার কাছ থেকে হাওলাত নিয়েছে। আজ পঞ্চাশটি টাকা চেয়ে আমি হ'লেম ভিখিরি! আজ টাকার মুখ দেখেছিস্, মোটর চড়চিস—না ?

পারুল। আচ্ছা, এক কাজ কর—

নলিনী। কি ?

পারুল। তাকে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে খুব ভাল ক'রে খাইয়ে দাও—

নলিনী। অপমানের তীব্র বিষে আমার শরীরের প্রত্যেকটী লোমকূপ রি রি ক'রে জল্‌ছে, আর তুমি তাই নিয়ে রহস্য ক'র্‌ছ—তুমি হাস্‌ছ ! এ দুর্দ্দিন আমার চিরকাল ছিল না—জান, ইচ্ছা কর্‌লে এ আমি এড়িয়েও চ'ল্‌তে পার্‌তেম।

ক্ষণকালের জন্য পারুলের মুখখানি কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্য। মুহূর্ত্তে নিজকে সামলাইয়া লইয়া প্রশান্ত বদনে পারুল বলিল—"নাথ—ইষ্টদেবতা। সুধা পায় ঠেলে স্বেচ্ছায় আদর ক'রে বিশ্বের অনাদৃত হলাহল পান ক'রেছ, এখন যদি বিষের জ্বালায় ছটফট কর, তবে তোমার হলাহল পানের সার্থকতা থাক্‌বে কোথায়।"

নেপথ্যে—(গোবিন্দ। "দিদিমণি"—)

যাচ্ছি গোবিন্দদা। এইবার চানটা ক'রে চারটী খেয়ে নাও লক্ষ্মীটী, আমি আস্‌ছি এখনি।

নলিনী। টাকাটার যোগাড় হ'ল না। আবার দারোয়ান আস্‌বে। একবার বাড়ীওয়ালার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি—দেখি যদি ব'লে ক'য়ে আর দুটো দিন সময় নিতে পারি।

পারুলের পুনঃ প্রবেশ)

পারুল। হাঃ হাঃ হাঃ—

নলিনী। হঠাৎ এত হাসির ফোয়ারা ছুট্‌ল যে ?

পারুল। ছোটাতে জানলেই ছোটে—তবে কথা হ'চ্ছে জানা চাই—হাঃ হাঃ হাঃ—

নলিনী। তোমার মাথা খারাপ হ'ল না কি।

পারুল। আমার সতীনের হ'ক। বল—বল—তোমার ক' টাকা চাই ? বল বল—আজ আমি দাতাকর্ণ—বল না—বল না—ক' টাকা চাই ?

নলিনী। ক'টাকা চাই ! টাকা ?

পারুল। জরুর। জলদি বোল !

নলিনী ! কি বলছ পারুল ?

পারুল। পারুল ঠিক কথাই বলছে,—বল—বল—ক' টাকা চাই ?

নলিনী। কেন তুমি দেবে নাকি !

পারুল। বলেই দেখ না—দিই কি না।

নলিনী। আচ্ছা পঞ্চাশ টাকা।

পারুল। হাত পাত।

নলিনী। কি পাগ্‌লাম স্থুরু ক'র্‌লে এই আড়াই প্রহরে—

পারুল। ব'ল্‌লে ত আবার পুরুষের রাগ হবে। সৃষ্টির লোকের কাছে হাত পাততে পার। আর স্ত্রীর কাছে হাত পাততেই বুঝি যত দোষ। না ?—আহাহা—পাতোই না হাতখানা একবার—

নলিনী। আচ্ছা, দেখি তোমার কি পর্য্যন্ত দৌড়। এই হাত পেতেছি।

পারুল। বেশ এখন চোখ বোঁজ—

নলিনী। পাগলামোর আর সময় পেলে না ! ও সব রেখে এখন দুটি দেবে ত দাও, খেয়ে দেয়ে আবার বাড়ীওয়ালার কাছে যেতে হবে।

পারুল। ঐ ত—ঐ ত তোমার দোষ—অল্পেই অধৈর্য্য হয়ে পড়—লক্ষ্মীটী আমার—সাগর সেচা মানিক আমার ! পদ্মপলাশ নয়ন দুটী একবার নিমীলিত কর দেখি—

নলিনী। (বিরক্ত ভাবে) আচ্ছা পাগলের হাতে পড়েছি ত—এই নাও, এই চোখ বুজেছি—

পারুল। লেগে যা ভানুমতির ভেল্কি ! এক, দুই,—তিন—

(নলিনীর হাতে ৫০৲ টাকার নোট দিল)

নলিনী। এ কি! নোট—পঞ্চাশ টাকার! এ তুমি কোথায় পেলে?

পারুল। বল্‌ছি—বল্‌ছি—ক্রমে—ক্রমে—সবুরে ঠিক মেওয়া ফ'লাবো। আচ্ছা, পাত দেখি বাঁ হাতখানি—

নলিনী। কেন, আরও আছে না কি?

পারুল। আহাহা—কেন তর্ক ক'রে সময় নষ্ট কর। সময়ের মূল্য বোঝনা, আমার হাড়াশালের শূন্য সিংহাসন যে খাঁ খাঁ ক'র্‌ছে—আমি ত আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না—পাত দেখি বাঁ হাতখানি—

নলিনী। আচ্ছা, এই পাতলুম। চোখও বুজ্‌তে হবে নাকি?

পারুল। হুঃ—(৭০৲ টাকার নোট প্রদান) এইবার চোখ খুলে দেখ দেখি।

নলিনী। এঁ্যা! আরও সত্তর টাকার নোট! পারুল—পারুল! কোথায় পেলে এত টাকা? বল আমায়—

পারুল। আরে সে মজার কথা আর বল কেন! একেবারে দেশ ছাড়া ক'রেছি—

নলিনী। দেশ ছাড়া ক'রেছ! কাকে?—

পারুল। সতীনকে—

নলিনী। সতীনকে!

পারুল। হাঁ গো—হাঁ, ঐ যে সেই হতভাগা হার ছড়া সতীনের মত তোমার সঙ্গে আমার পূর্ণ মিলন-পথের বাধা হ'য়ে রোজ জ্বালাতন করে, এত দিন ত স'য়ে ছিলাম, ভাবতাম দেখি যদি ওর স্বভাবটা শুধরে যায়, আজ যখন দেখলাম যে ও হিংসুটে স্বভাব শোধরাবার নয়—সে আশা বৃথা, তখন গোবিন্দদার মারফত একদম বিক্রমপুর চালান দিয়েছি।

নলিনা। কি! তুমি গলার হার বিক্রী ক'রেছ!

পারুল। উপায় কি বল! সত্যকাল হ'লে না হয় একজনকে দানই ক'র্‌তাম, কিন্তু এটা যে কলিকাল। এ কালে দান ক'র্‌লে লোকে যে মতলব খোঁজে! তাইত বাধ্য হ'য়ে বিক্রমপুর চালান দিলাম।

নলিনী। পারুল—পারুল—কি ক'রেছ—কি ক'রেছ তুমি! উঃ, এ ও আমার অদৃষ্টে ছিল! স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয়! বাবা, বাবা, আর কত শাস্তি দেবেন—এতেও কি আপনার তৃপ্তি হয় নি!

পারুল। তুমি পুরুষ,—তুমি বীর—তুমি বিজয়ী,—তুমি হবে শত বিপদে পর্ব্বতের মত অচল অটল, এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে কি তোমার এত বিচলিত হওয়া সাজে!

নলিনী। কিন্তু, এ যে—এ যে—আমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছি না। দুর্গাশঙ্কর রায়ের পুত্র আমি, আজ সামান্য পঞ্চাশ টাকা—যাতে আমার একদিনের বাজে খরচ কুলোয় নি, আজ সেই সামান্য পঞ্চাশ টাকার জন্য আমার স্ত্রীর গলার হার বেচতে হ'ল!

পারুল। আমার দিকে একবার তাকাও দেখি নাথ, আমি কি ভাবে সহ্য ক'র্‌ছি একবার ভাব দেখি! শত বিলাসিতার মাঝে পালিত তুমি, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত তুমি—দারিদ্রের কঠিন পীড়নে তোমার বক্ষ-পঞ্জর অপেক্ষা প্রিয় বিলাস-উপকরণগুলি একে একে বিক্রয় ক'রেছ—এক একখানি ক'রে আমার চোখের সম্মুখে নিঃশেষ ক'রেছ—আমি কি ক'রে তা দাঁড়িয়ে দেখেছি? কই, বুকের রক্ত ত চোখ ফেটে বেরোয় নি! হৃদয়েশ্বর, ইষ্টদেবতা! রাজরাজেশ্বরের আজ কেন এ দীন ভিখারীর বেশ—কার জন্য নাথ! এই কাঠফাটা রোদ, রাস্তায় কুকুরটা পর্য্যন্ত যাতে বেরুতে সাহস করে না, তার ভিতর তুমি এই আড়াই প্রহর বেলায়—মাথায় এক বিন্দু জল পড়েনি, পেটে এতটুকু খাবার পড়েনি, "হা টাকা, হা টাকা" ক'রে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছ আর—আমি কোন প্রাণে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হ'য়ে ঘরে ব'সে তাই চেয়ে দেখ্‌ব।

নলিনী। কিন্তু—কিন্তু পারুল, তোমার ঐ শূন্য গলা আমায় পাগল ক'রে দিচ্ছে—

পারুল। স্বামিন্, ইষ্টদেবতা, আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব. পরকালের মোক্ষ! কে চায় ঐ ছার সোণার হার! এস প্রভু, আমার কত জন্মের তপস্যার ফল—আমার কত জন্মের সাধনার ধন—(নলিনীর হাত খানি লইয়া গলার উপর রাখিয়া) আমার চিরবাঞ্ছিত চিরকাম্য এই হার আমার গলায় পরিয়ে দাও—জীবন আমার ধন্য হ'ক। আর আশীর্ব্বাদ কর—যেন জন্ম জন্ম আমার এই বড় সাধের হার থেকে আমি বঞ্চিত না হই।

বলিতে বলিতে পারুলের মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাহার মস্তক যেন ঈষৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইল—নলিনী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নে শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিল।

পঞ্চম দৃশ্য

নিবারণের বাটী।

খড়ের ঘর—পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন। গৃহমধ্যে শয্যার উপর ললিতা ও যোগেশ উপবিষ্ট। যোগেশের সম্মুখে সুরা পাত্র প্রভৃতি সজ্জিত। ললিতা পার্শ্বে বসিয়া হারমনিয়াম সহযোগে গীত গাহিতেছে।

গীত।

আজি নূতন সুরে বাঁধ বীণা নূতন গান গাও।
নূতন আলোয় নূতন চোখে নূতন ক'রে চাও।
যার লাগি তোর আঁখি লোরে কেটেছে রাতি,—
আজ দুয়ারে সেই নূতন অতিথি,
তুলি নূতন বেলা, জুই, চামেলী, মল্লিকা জাতি
ঐ নূতন মালা গাঁথি
তারে আদরে পরাও॥

ললিতা। কি যোগেশ বাবু, কেমন enjoy ক'র্‌লেন ?

যোগেশ। বেশ ! তুমি ইংরিজী ও জান। এঁ্যা তুমি যে একটী রত্ন !

ললিতা। আমি যে মেমের স্কুলে পড়েছিলাম। সেখান থেকেই ত আমার হাতে খড়ি। সেকেণ্ড মাষ্টার আঁক কষাতে Tiffin hour এ রোজ বাসায় নিয়ে যেত। বছর খানেক বেড়ে কেটেছিল—তারপরই মেম ধ'রে ফেল্‌লে !

যোগেশ। তারপর—তারপর ?

ললিতা। তারপর যা' হয়—নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে। বাবা টের পেয়ে একটা অজ পাড়াগেঁয়ে গাঁড়ল চাষার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একেবারে আমায় শ্বশুর বাড়ী দ্বীপান্তর দিলেন। আমিও উপায়ান্তর না দেখে মধুসূদনের বিপদভঞ্জন নাম স্মরণ ক'র্‌তে লাগলেম। ডাকের জোরে মধুসূদনের ঘুম পালিয়ে গেল, ঘুম থেকে ধড়-মড়িয়ে উঠেই তিনি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বার জন্য কমাণ্ডার-ইন-চিফ কলেরাকে পাঠালেন, আর বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে আমার স্বামী-দেবতা পটল উৎপাটন ক'র্‌লেন—আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম !

যোগেশ। বটে ! বটে ! মধুসূদন ত খুব রক্ষা ক'রেছেন !

ললিতা। সে কথা আর ব'ল্‌তে। আমি হলেম ইংরেজিপড়া, মেমের স্কুল ফেরত একমপ্লিশড্ লেডি—গাইতে জানি, বাজাতে জানি—দুদশ খানা নভেল নাটক পড়েছি—আমায় কি না বলে সাত হাত ঘোমটা টেনে ঘরের কোনে ব'সে থাক্‌তে !

যোগেশ। আরে রাম ! সে কি একটা কথা !

ললিতা। আর সেই অসভ্য গেঁয়ো চাষাটা—মুখে খোঁচ্ খোঁচ দাড়ী—পায়ে এক হাঁটু ধূলো—তাকে আমার কথায় কথায় দেবতা দেবতা ক'র্‌তে হবে—আর সেই বোম্বাই শ্রীচরণের ধূলো নিয়ে মাথায় মাথ্‌তে হবে !

যোগেশ। আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ—

ললিতা। এই দেখ, তোমার সঙ্গে ভাই কথা বলেও সুখ আছে—

যোগেশ। সে ভাই তোমার কৃপাদৃষ্টি! তা নিবারণের বরাত ফির্‌ল কবে থেকে?

ললিতা। কেন তোমায় বলিনি সে কথা! "মনের কথা" ক'লকাতায় যেতে চিঠি লিখ্‌ল। অমিও ক'লকাতায় যাব মনে ক'র্‌লাম। সেই সময় নিবারণটা মামাবাড়ী যায়—ওর মামাবাড়ী আবার ঐ গাঁয়ে। নিবারণ আবার আমার দূর সম্পর্কে ভগ্নীপতিও হয়। তাই ভাবলেম যে নিবারণের সঙ্গে এ নরকপুরি থেকে ত বেরুই। তারপর সুযোগ মত ক'লকাতায় চলে যাব! পথে ক'দিন একসঙ্গে থেকে নিবারণের সঙ্গে কেমন একটু ভাবও হ'য়ে গেল। তার উপর—এখানে এসে নিবারণ আমার সঙ্গে খুব ভদ্রতাও ক'রেছে—এসেই তার পর দিনই স্ত্রীকে আর ছেলেমেয়েকে এখান থেকে বিদেয় করেছে। কাজেই একটু চক্ষু লজ্জা হ'ল। আবার যেতে চাইলে নিবারণটা পায় ধ'রে হাউ হাউ ক'রে কাঁদে! তাই ভেবেছিলাম যাক আর ক'টা দিন—তারপর ত ভাই তোমার সঙ্গে দেখা, এখন যে পায়ে শেকড় গজিয়ে গেছে—

যোগেশ। কেন আর ভাই ছলনা কর—তেমন অদৃষ্ট আমার হবে! এ অধমকে তুমি চরণে স্থান দেবে—

ললিতা। দে'খ ভাই শেষ কালে তুমি অবলা কুলবালাকে মজিয়ে মাঝ দরিয়ায় না ভাসাও—

যোগেশ। ললিতা—ললিতা—তুমি যদি আমার হও—তোমাকে আমি মাথায় ক'রে রাখ্‌ব। নিবারণ তার স্ত্রীকে আর ছেলে মেয়েকে তাড়িয়েছে—আমি আমার মাকে পর্য্যন্ত তাড়াব। তুমি আমার হও ললিতা—

ললিতা। হব কি হে—বহু দিন ত হ'য়েছি—

যোগেশ। সত্যি! মাইরি!—আমার মাথায় হাত দিয়ে বল ললিতা—

ললিতা। তোমার—তোমার—তোমার—কেমন এইবার হ'ল ত!

যোগেশ। তা'হলে নিবারণের কি ব্যবস্থা ক'রবে? সে যে কালই আস্‌ছে—

ললিতা। এঁ্যা—কাল আস্‌ছে?

যোগেশ। হাঁ—ললিতা। সে এলে আমার কি উপায় হ'বে—কেমন ক'রে আমি তোমার বিরহ সইব—আমি যে মরে যাব ললিতা!

ললিতা। idiotটা কাল আস্‌ছে—আবার সেই ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান! তাই ত! যোগেশবাবু, তোমার মামার জমিদারীটা তুমি পাবে ত?

যোগেশ। নিশ্চয়! নলিনীটাকে তাড়িয়েছি—অনাদি চক্রবর্ত্তীকে দূর ক'রেছি—আর আমার জমিদারী পাওয়া ঠেকায় কে!

ললিতা। বেশ, বেশ্, এই ত চাই। সাধে কি তোমাকে আমার অত ভাল লাগে। হাঁ যোগেশবাবু, তোমার বিধবা বিবাহে আপত্তি আছে?

যোগেশ। কিছু মাত্র না। তোমার মত বিধবা পেলে, তিন পুরুষে বিধবাকেও বিয়ে ক'রতে রাজী আছি।

ললিতা। তুমি ভাই বেশ up to date। সেইটা আমার আর ও ভাল লাগে।

যোগেশ। সে ভাই তোমার মহিমে।

ললিতা। কিন্তু idiotটা কাল যদি এসে পড়ে—তা' হলে—তাইত—

যোগেশ। তুমি কোলকাতা যাবে ঠিক ক'রেছিলে না?

ললিতা। এই দেখত, তোমায় আমায় কেমন মিশ খায়! আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছি।

যোগেশ। ব্যাস্, তবে আর ভাবনা কি! আজ রাত্রেই তুমি কোলকাতায় চলে যাও। আমিও হাতের জরুরি কাজ ক' টা সেরে দু' চার দিনের ভেতর হুজুরে হাজির হ'ব। কি বল?

ললিতা। সেই ভাল।

যোগেশ। তুমি দে'খ ললিতা, আমি তোমাকে কি যত্নেই রাখি! হাঁ, নিবারণ সে টাকাটা কোথায় রেখেছে?

ললিতা। কোন্ টাকা?

যোগেশ। ঐ যে, সেই পাঁচ হাজারের অর্দ্ধেক আড়াই হাজার—

ললিতা। ও—সেই টাকা! সে ত আমার কাছে। তোমার সঙ্গেও সে রকম আলাপ হ'ক—তখন দে'খ, ও সব টাকা কড়ির হাঙ্গামা তোমার মোটেই পোয়াতে হবে না।

যোগেশ। বেশ—বেশ—তা হলে সে টাকাটা ত অবশ্য নিয়ে যাচ্ছ?

ললিতা। নিশ্চয়। আমরা ভাই শিক্ষিতা মহিলা, টাকা কড়ির ব্যাপারে আমাদের ভারি উদারতা। 'পর' বলে কোন কথা আমাদের মনেই আসে না।

যোগেশ। ব্যস্, তা'হলে সব ঠিক, আজ রাত্রেই। ওঃ আজ আমার সুপ্রভাত—কি আনন্দ—কি আনন্দ! এখন তা' হলে ভাই একটু drink—(মদ্য ঢালিয়া গ্লাস ললিতার মুখের কাছে ধরিল)

ললিতা। ওকি! জান ত ওটা আমার বড় একটা অভ্যাস নেই—

যোগেশ। হ'য়ে যাক—হ'য়ে যাক—drink হ'ল আমোদের 'কারণ', drink নইলে কি আমোদ জমে! চাঁদ মুখে গেলাসটা তুলে ধরেছি একটু প্রসাদ ক'রে দাও!

ললিতা। তোমার অনুরোধে কিন্তু ভাই যোগেশবাবু—(ললিতা প্রসাদ করিয়া দিল—যোগেশ মহা আনন্দে তাহা পান করিল।)

যোগেশ। ব্যস—পান হ'ল এইবার একটা নাচ গান—

ললিতা। দূর! তুমি কি যে বল—আমি কি নাচতে জানি—.

যোগেশ। কেন আর অধীনকে ছলনা কর প্রেমময়ী।

ললিতা। একান্তই ছাড়বে না, তোমার অনুরোধ—দেখি। গায়ে ভারী হ'য়ে প'ড়েছি—আগের মত কি আর পারব। আমার ভাই লজ্জা ক'রছে—

যোগেশ। কিছু না—কিছু না—

ললিতা। আমি অবলা সরলা তায় প্রেম-বিহ্বলা—তোমার অনুরোধ—দেখি—খারাপ হ'লে কিন্তু, হেস না ভাই—

গীত।

আজি যমুনা কেন উজান বয় !
হাসিয়া লুটিয়া মর্ম্ম ছানিয়া
মুখরা কি কথা কয়।
তার তীরে বাঁশী কত না বেজেছে,
ব্রজবালা জলে কত না খেলেছে,
জাগেনি কখন (ও) এ সুখ শিহরণ,
যমুনারি দেহময়॥

(নিধু খুড়োর প্রবেশ)

নিধু। কি বাবা চাঁদবদন ! এই দুপুর বেলায়—একেবাঁরে যে আমোদের হর্‌রা ছুটিয়ে দিয়েছ ! গ্রাম ঘরে অতটা বাড়াবাড়ী কি ভাল ! বিশেষ এই ভদ্রপল্লীতে ! আরে কেও ? বাবাজীবন যে—আরে তাইত বলি (সুর) 'কমল ছাড়া হয় কি কভু ভৃঙ্গ'—

যোগেশ। (স্বগত) সর্ব্বনাশ ! এখনই মামাবাবুকে সব বলে দেবে !

নিধু। তারপর বাবাজীবন, এখানে কি জন্য শুভাগমন—বাড়ীতে নেই নিবারণ—

যোগেশ। সেইটাই ত খুড়ো—

নিধু। আসবার কারণ—কি বল বাপধন ? এখন বল দেখি বিবরণ—

ললিতা। (স্বগত) বুড়ো বেশ রসিক ত—কথাগুলি ত ভারি মিষ্টি—বেশ লাগছে। একে সঙ্গে নিলে ত হয়। (প্রকাশ্যে) আসুন বসুন—

যোগেশ। হাঁ, এস খুড়ো—ব'স—(স্বগত) আপদটাকে এখন বিদেয় করি কি ব'লে। (প্রকাশ্যে) এই খুড়ো নিবারণ মহালে গিয়েছে—যাবার

সময় বার বার ক'রে একে দেখাশুনা ক'র্তে অনুরোধ ক'রে গেল—
তাই ভাবলুম মানুষটা একা আছে—

নিধু। আমি গিয়ে দোকা করি। কেমন না? তা বাপধন, তুমি যে
মানুষটাকে বড় বেশী দোকা করা আরম্ভ ক'রেছ! এই সকাল নেই,
সন্ধ্যা নেই, দুপর নেই—

যোগেশ! কি করি খুড়ো ওর যে ব্যামো—

নিধু। ব্যামো! কি ব্যামো?

যোগেশ। এই—এই—পেট বেদনায় আজ ক'দিন বড্ড কষ্ট পাচ্ছে—
(স্বগত) ব্যাটা যেন কাঁঠালের আঁটা—

নিধু। তুমি কি বাপধন চাঁদবদনের পেট বেদনার দাওয়াই?

যোগেশ। আমি যে খুড়ো ওকে চিকিৎসা ক'র্ছি—(স্বগত) ক্রমেই যে
জড়িয়ে পড়ছি।

নিধু। চিকিৎসা ক'র্ছ! কি রকম—কি রকম—

যোগেশ। এই—এই হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিচ্ছি—

নিধু। বটে—বটে—কিন্তু বাবা ডোজ চালাচ্ছ যে এলোপ্যাথির। তা
বাবাজী, তোমাদের হোমিওপ্যাথি মতে নাচ গানটা কি আজ কাল পেট
বেদনার একটা বড় রকম দাওয়াই বলে গণ্য হয়েছে!

যোগেশ। এ্যাঁ!

ললিতা। হোঃ হোঃ হোঃ—(পা দু'খানি নাচের ভাবে নাড়িয়া, শব্দ করিল)

নিধু। ঐ যে! এখনও চাঁদবদনের শ্রী অঙ্গে—(সুরে) তালে তালে,
রিনি ঝিনি—রিনি ঝিনি নুপুর বোলে।

যোগেশ। ওটা কি জান খুড়ো (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) ওটা—
ওটা—

নিধু। ওটা—ওটা—

ললিতা। নিপাতনে সিদ্ধ!

নিধু। ঠিক—ঠিক—ঠিক বলেছ চাঁদবদন—ঐ নিপাতনে সিদ্ধ! কি বাবাজীবন?

যোগেশ। বুঝতেই ত পারছ খুড়ো—কেন আর লজ্জা দাও! হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—

নিধু। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—খুড়ো ও এক আঁচড়েই বুঝেছে রে বাবা—তা বাপধন, এতক্ষণ পায়তারা কষ্‌ছিলে কেন? খুড়ো কি চিরকালটা এই রকম বুড়ো ছিল! খুড়োর প্রাণেও এক দিন মলয়ার ফুরফুরে হওয়া বইত—খুড়োর চোখেও একদিন ইন্দ্রধনুর রঙ্গিন ছবি জাগত। এক কালে তোমার খুড়োকে লোকে "রসের সাগর" বলত! তারপর তিন রাবণের চুল্লী বুকের উপর জ্বলে এমন শোষাই শুষলে যে সাগর গেল—রস কষ শুকাল—মাটী পর্য্যন্ত ফেটে একদম চৌচির—

(সুরে) দু'দিনের হাসি দু,দিনে ছুটিল
রহিল না আর কেউ—
ভবসিন্ধু পারে একা ব'সে ক্ষেপা
শুনিছে ভবের ঢেউ—
ওঃ—এঞ্জিন একদম খালি—আর দম নেই—

ললিতা। সে কি!

নিধু। বুঝলে না চাঁদবদন—মৌতাতের সময় হ'য়েছে—

ললিতা। ওঃ, এই কথা! এটা চল্‌বে কি?

নিধু। এ্যা! একেবারে শ্বেতাঙ্গিনী! জিতারও বাবা—জন্ম জন্ম এমনি পেট বেদানায় ছটফট কর আর খুড়োর প্রাণ শীতল কর—

ললিতা। খুব আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লেন ত খুড়ো—

নিধু। আ'হা হা বুঝলে না, ওটা নিপাতনে সিদ্ধ! কিন্তু, চাঁদবদন, এ যে হরিষে বিষাদ হ'ল—এ যে একেবারে হাটু পর্য্যন্ত পৌছেছে, এ পা দু'খানা নিয়ে কি ক'র্‌ব?—পূর্ণাঙ্গ না পেলে ত ধ্যান চল্‌বে না—

ললিতা। ওঃ, এই কথা! খান না কত খাবেন—ঐ আলমারি ভরা রয়েছে—

নিধু। আহাহা! অভয়া, কি অভয় বাণীই শোনালি—আর জন্মে তুই আমার মাসী ছিলি।—তাহ'লে চাঁদবদন একবার শ্রীঅঙ্গখানি নাড়তে হচ্ছে—

ললিতা। আচ্ছা, ওটা থাক, আমি আপনাকে আস্ত একটা বোতল দিচ্ছি।

নিধু। আহাহা—তাই দাও—এট্টা থাক, তোমরা যুগলে হোমিওপ্যাথি ক'র—অবশ্য এলোপ্যাথিক ডোজে—

ললিতা। এই নিন—(বোতল দিল)

নিধু। আহাহা—শেতাঙ্গ রূপসি!—কতকাল পরে—কতকাল পরে—জুড়িয়ে গেল—বুকখানা জুড়িয়ে গেল—

যোগেশ। (জনান্তিকে ললিতাকে) কি ক'র্‌লে ব'ল্‌ত! ও কি আর এখন সহজে উঠ্‌বে!

ললিতা। (জনান্তিকে) লোকটাকে আমার বড্ড ভাল'লেগেছে—

যোগেশ। (জনান্তিকে) এখনই যে সব মামাবাবুকে ব'লে দিয়ে আমার আত্মশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ক'র্‌বে।

ললিতা। (জনান্তিকে) বেশ, এক কাজ কর না—ওকে বলে ক'য়ে আমার সঙ্গে ক'লকাতায় পাঠিয়ে দাও না! যতদিন তুমি যেতে না পার—ওকে নিয়ে আমার দিনগুলো যা'হক এক রকম কেটে যাবে।

যোগেশ) (স্বগত) এ কথা মন্দ নয়। নিধু ব্যাটা আজকাল বড্ড মামাবাবুর কাছে যাওয়া আসা ক'র্‌ছে। ওকে সরান দরকার! তারপর ললিতার সঙ্গে ওকে পাঠাতে পারলে ললিতা হরণের সম্পূর্ণ দোষটা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পার্‌ব।

ললিতা। (জনান্তিকে) কি ভাবছ! ভয় নেই। বুড়োর প্রেমে মজে তোমায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাব না।

যোগেশ। (জনান্তিকে) দূর! আমি কি তাই ভাবছি! ও কি যেতে চাইবে?

ললিতা। (জনান্তিকে) দেখি! (প্রকাশ্যে) ও কি খুড়ো! বোতল কোলে ক'রে কি ভাবছ?

নিধু। তারল্যরূপিনী, মূর্খ-বিদ্বান-ধনী-নির্ধনী-জ্ঞানী-অজ্ঞান একাকার-কারিনী, মনুষ্যত্বনাশিনী, লাঞ্ছনাদায়িনী, বোতল বাহিনী শ্বেতাঙ্গিনী! সর্ব্বস্ব দিইছি, এইবার প্রাণ আহুতি দিচ্ছি—গ্রহণ কর—আমায় মুক্ত কর—(বোতলের গলাটী এক আঘাতে ভাঙ্গিয়া খানিকটা সুরা উদরস্থ করিল)

ললিতা। খুড়ো খুড়ো—

নিধু। রোস বাবা, পূর্ণাহুতি হয় নি—(পুনরায় পান) ব্যাস—কি ব'লছিলে চাঁদবদন?

ললিতা। খুড়ো তুমি যদি আমার একটা কাজ কর, তবে যত মদ খেতে পার আমি খাওয়াব।

নিধু। মাইরি।

ললিতা। নিশ্চয়।

নিধু। অভয়া! আজ যে অভয়রাণী শোনাচ্ছ তাতে তোমার জন্য নিধু শর্ম্মার জান কবুল। বল, কি ক'রতে হবে?

ললিতা। ক'লকাতায় আমার এক বোনের শক্ত ব্যায়রাম—

নিধু। কি, পেট ব্যাথা? তিনিও কি তোমারই মত বেওয়ারিশ! তা বাবা, আমি ত হোমিওপ্যাথি জানি না।

ললিতা। যাও খুড়ো—তোমার কেবল ঠাট্টা।

নিধু। আচ্ছা, তারপর—

ললিতা। আমি তাকে দেখতে যাব। নিবারণ এখানে না. যোগেশবাবুও তাঁর মামার অসুখের জন্য যেতে পারছে না, অথচ তার এমন অবস্থা যে, আছে কি নেই। আজ না গেলে হয়ত ইহ জন্মে আর দেখাই হবে না। কিন্তু কার সঙ্গে যাব খুড়ো—একে মেয়েমানুষ তার উপর এই কাঁচা বয়স—একা ত যেতে পারি না—তুমি যদি খুড়ো, আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে।

নিধু। তাইত চাঁদবদন, বড় মুস্কিলে ফেল্‌লে যে—

ললিতা। নাঃ, গরীবের দুঃখ কেউ বোঝে না—ওঃ—একটী মাত্র বোন—একবার শেষ দেখাটাও—　　　　　　　(চক্ষে অঞ্চল প্রদান)

নিধু। একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লে চাঁদবদন—নাঃ, এর পর আর কথা চলে না। তবে চল। হাঁ, আমি দুর্গাশঙ্করকে একবার ব'লে আসি—

যোগেশ। (স্বগত) অর্থাৎ যোগেশ ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থাটা ক'রে আসি। (প্রকাশ্যে) মামাবাবু জান্‌লে কি আর তোমাকে যেতে দেবেন খুড়ো, তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না।

নিধু। কথা নেহাৎ মিছে বলনি বাবাজী। চল চাঁদবদন তোমার ঐ চাঁদমুখেরই জয় হ'ক।

ললিতা। সাধে কি তোমায় এত ভালবাসি খুড়ো—

নিধু। এঃ—একেবারে জল ক'রে দিলে ধনমনি—

ললিতা। না খুড়ো, ও-সব ধনমনি টনমনি না—তোমার মুখের ঐ চাঁদবদন ডাক আমার ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছে—

নিধু। আচ্ছা, তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য। বাবাজী সর্ব্বদা দুর্গাশঙ্করের কাছে থেক'—তাকে জ্বালাতনটা একটু কম ক'র। আর এই অবস্থাটা তাকে বুঝিয়ে ব'ল।

যোগেশ। (স্বগত) সে আমার মনেই আছে। এমন বলা ব'ল্‌ব ! (প্রকাশ্যে) সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই, যা ব'ল্‌তে হয়, তা আমি ব'ল্‌ব—তোমার কিন্তু এখনই যেতে হবে খুড়ো !

নিধু। আমার আর কি ! এইত আমি এক পায়ে খাড়া—তবে চাদরখানা গামছাখানা, আর কাপড়খানা নিয়ে আসি। হাঁ, আর কবাট জোড়ায় ও একটা তালা লাগাতে হবে, ঘটিটা বাটিটা আছে—

ললিতা। দে'খ খুড়ো, আশা দিয়ে সরলা অবলাকে নিরাশ ক'র না—গরীব ব'লে ভুলে যেও না—

নিধু। সে পথ কি আর রেখেছ চাঁদবদন—খুড়ো যে মজগুল—

ললিতা। সত্যি না কি! (নিধুর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

যোগেশ। এই দোসরা গজের কিস্তি!—

ষষ্ঠ দৃশ্য

বস্তির মধ্যে ক্ষুদ্র একখানি খোলার ঘরের অভ্যন্তর।

রোগশয্যায় শায়িত শিশুপুত্রের পার্শ্বে পারুল উপবিষ্টা। নলিনী পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তাহাদের বসনে ভূষনে সামান্য আসবাব পত্রে মূর্ত্তিমান দারিদ্র প্রকটিত।

পারুল। নিজের কথা বলি না—আজ দুই দিনের মধ্যে ছেলেটার মুখে ওষুধ দূরে থাক, একটু বালির জল ও দিতে পার্লেম না—গায়ে জ্বর খাঁ খাঁ ক'র্ছে—আজ যে একেবারে নেতিয়ে প'ড়েছে—

নলিনী। কি ক'র্ব। এই দেখ, আজ ক'দিন ঘুর্তে ঘুর্তে কি ভাবে পায়ের তলা খ'য়ে গেছে! চারটে পয়সা কোথাও জুট্‌ল না—শেষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইতে লাগলেম, মুখের দিকে চেয়ে কেউ একটু মুচকি হেসে চলে গেল—কেউ ব'ল্লে টিক্‌টিক পুলিশ—কেউ একটু মুরুব্বিয়ানা ক'রে খেটে খেতে উপদেশ দিয়ে চলে গেল! শূন্য হাতে ফিরে এলাম! শেষে যে আমার এ অবস্থা হবে—ওঃ—

পারুল। তবে কি হবে! কি ক'রে বাছাকে বাঁচাব!

নলিনী। এখনও বাছাকে বাঁচাবে আশা ক'র্ছ পারুল! হায় অভাগিনী!

পারুল। ওগো, অমন কথা মুখে এনো না; দেখ যদি কোন রকমে বাছার জন্য যা হয় কিছু আন্‌তে পার—

নলিনী। কোথা থেকে আমব—কি দিয়ে আনব—কেমন ক'রে আন্‌ব!

চেয়ে দেখ, এমন আমাদের কিছু নেই—যার বিনিময়ে কেউ একটা পয়সা দেয়। ময়লা, দুর্গন্ধ খান কয়েক ছেড়া ন্যাকড়া—আর গোটা দুই মাটির ভাঁড়। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না পারুল—এ আমার শাস্তি, নইলে আমার অমন সর্ব্বনেশে রোগ হবে কেন। সেই রোগের চিকিৎসায় তোমার গায়ের গহনাগুলো, জিনিষ পত্র, খাট বিছানা, বাক্‌স, মায় পিতল কাঁসা গুলি—আমার ব'ল্‌তে যা কিছু ছিল, সব গেল।—একেবারে আমায় রাস্তার ভিখারী ক'রে দিল!

পারুল। ও গো, আর একবার যাও না—দেখ যদি কোথাও কিছু পাও—কেউ কি আমাদের এই দুর্দ্দশার কথা শুনে একটি পয়সাও দেবে না—

নলিনী। ব'ল্‌ছ—যাচ্ছি। কিন্তু বৃথা—

পারুল। গোবিন্দের কোন খোঁজ পেলে?

নলিনী। কোথায় তার খোঁজ পাব! এখানে থেকে কি সে আমাদের সঙ্গে না খেয়ে ম'র্‌বে—গোবিন্দ বুদ্ধিমানের কাজই ক'রেছে—অবস্থা বুঝে সরে পড়েছে।

পারুল। না—না—গোবিন্দ তেমন নয়! নিশ্চয় তার কোন বিপদ ঘটেছে। রোগে ছয় মাসের উপর তুমি প'ড়েছিলে, যখন একেবারে অচল হ'য়ে উঠল—তখন বুড়ো মানুষ মোট ব'য়ে পয়সা রোজগার ক'রে তোমার ওষুধ পথ্য জুগিয়েছে। সে না থাকলে আমার অদৃষ্টে—

নলিনী। এ্যাঁ—তাই ত—মনে হয় নি। (বসে)—আচ্ছা, পারুল আমি আর একবার দেখে আসি—   (প্রস্থান)

পারুল। মা কালি!—মা—এ কি ক'র্‌লে—এ কি ক'র্‌লে! স্বামী আমার রাজ্যেশ্বর হ'য়েও আজ চারদিন অনাহারী রুগ্ন পুত্রের মুখে এক ফোটা বার্লির জল দেবার জন্য, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা ক'র্‌ছেন—আর এই ছয় মাসের ছেলে—রাজার ছেলে—আজ খেতে না পেয়ে, শুকিয়ে কুঁকড়ে ধীরে ধীরে—ও হো হো—এত অভিশপ্ত আমার এ

জীবন—এত বিষাক্ত আমার এ নিঃশ্বাস! কেন জ'ন্মেছি আমি—এই দেবতার জীবনাকাশে ধুমকেতুর মত কেন আমি উদয় হ'য়েছি—(পারুল কাঁদিতে লাগিলেন। সেই সময় উন্মুক্ত দরজা দিয়া দেখা গেল যে অধিকতর ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অতি সন্তর্পণে পারুল দেখিতে না পায় এই ভাবে নলিনী উঠান দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।) পারুল পুত্রের নিকট গিয়া বলিল—"খোকন আমার—সোণা আমার—চাঁদ আমার—বুক জুড়ান ধন আমার—সমস্ত দুঃখের সান্ত্বনা আমার—চোখ মেল বাবা—আধ আধ স্বরে একটি কথা কও বাবা! আহাহা—বাছা আমার নেতিয়ে পড়েছে! যদি তিনি এবারও কিছু আনতে না পারেন তবে কেমন ক'রে আমি বাছাকে বাঁচাব—কেমন করে!—ভগবান! যদি কোলে দিয়েছ প্রভু তবে কেড়ে নিও না ঠাকুর—এমন ক'রে মায়ের বুকে বজ্র হেনে, মায়ের কোল খালি ক'রে তার বুক জুড়ান ধনকে কেড়ে নিও না—কেড়ে নিও না—

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। দিদিমণি—দিদিমণি—

পারুল। এসেছ—এসেছ গোবিন্দদা! আঃ—বাঁচলেম—তবে আমার কাতর নিবেদন ভগবানের চরণে পৌঁছেছে—কথা ব'ল না—ব'স, আগে একটু সুস্থ হ'ও, এত হাপাচ্ছ! মাথায় এ পটী বাঁধা কেন?

গোবিন্দ। গাড়ী চাপা প'ড়েছিলুম দিদিমণি—

পারুল। সে কি!

গোবিন্দ। মোট নিয়ে যাচ্ছি—মোড় ফিরবার সময় একখানা মটরগাড়ী ঘাড়ের উপর এসে প'ড়ল।

পারুল। আ-হা-হা—তারপর—তারপর—

গোবিন্দ। বুড়ো মানুষ, টাল সাম্‌লাতে না পেরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান

হ'লেম। দিন সাতেক নাকি বেহুঁস ছিলাম—জ্ঞান হ'য়ে দেখি আমি হাসপাতালে।

পারুল। আহা-হা !

গোবিন্দ। আমি আস্তে চাই, তারা আস্তে দেবে না। বলে, যাবে কি ক'রে—রাস্তার মাঝে প'ড়ে ম'র্বে যে।—তোমাদের যে অবস্থায় দেখে গিয়েছি, আজ আর কিছুতে থাকৃতে পার্লেম না—এক রকম জোরাজুরি ক'রে আজ সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। তোমাদের ছেড়ে যে আমি স্বর্গে গিয়েও স্থির থাকৃতে পারি না দিদিমণি—এ ক'দিন যে কি ভাবে কেটেছে কই, আমার খোকনমণি কই ?

পারুল। আর খোকনমণি ! গোবিন্দদা—আর বুঝি তাকে বাঁচাতে পার্লেম না (কাঁদিতে লাগিল)

গোবিন্দ। এঁ্যা—সে কি—কি হ'য়েছে তার ?

পারুল। ঐ দেখ, জ্বরে অজ্ঞান—বুকে শ্লেষ্মা জমে ঘড় ঘড় শব্দ হ'চ্ছে।

গোবিন্দ। ওষুধ দিয়েছ দিদিমণি—

পারুল। ওষুধ ! গোবিন্দদা, আজ দু'দিনের মধ্যে বাছার মুখে এক ফোঁটা বার্লির জলও দিতে পারিনি—

গোবিন্দ। কেন—কেন দিদিমণি ? (পারুল চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিল) হুঃ—বুঝেছি। দাদাবাবু কোথায় ?

পারুল। (হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল) ভিক্ষা ক'র্তে গিয়েছেন গোবিন্দদা—আজ চার দিন তাঁর পেটে দানা পড়েনি।

গোবিন্দ। বেশ—বেশ ! আর তোমার তার চাইতেও বেশীদিন বোধ হয়, না ? বুড়োবাবু, খুব আরাম ক'রে তোমার জমিদারী, তোমার টাকা-কড়ি তোমার ঘর বাড়া ধুয়ে ধুয়ে জল খাও। খুব আরাম ক'রে—খুব আরাম করে ! আমি চ'ললেম দিদি—যেমন ক'রে পারি চুরি ক'রে হোক—ডাকাতি ক'রে হোক—ভিক্ষে ক'রে হোক—এখনই

খোকন মণির খাবার আন্‌ব—(উঠিতে যাইয়া পড়িয়া গেল ; পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল)

পারুল। না—না—পার্‌বে না—উঠতে গিয়ে মাথাঘুরে পড়ে গিয়েছ—এ কি ! তোমার মাথার পটী যে রক্তে ভিজে উঠেছে—

গোবিন্দ। উঠুক—একবার সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারতেম ! ধর দেখি দিদিমণি হাতখানা—একবার দাঁড় ক'রিয়ে দাও দেখি—ধর—ধর—কেন দেরী ক'র্‌ছ—

পারুল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার্‌ছ না—উঠতে গিয়ে পড়ে তোমার মাথার ঘা দিয়ে যে রক্ত ছুট্‌ছে—তুমি যাবে কি ক'রে !

গোবিন্দ। যেমন ক'রে হোক আমায় যেতেই হবে। আমার খোকোনমণি আজ দু'দিন উপবাসী—যেতে হবে—আমার যেতেই হবে—ধর—হাত ধর—(পারুল হাত ধরিল ; গোবিন্দ অতি কষ্টে উঠিয়া লাঠিতে ভর দিয়া প্রস্থান করিল।)

পারুল। গোবিন্দদা ! আর জন্মে তুমি আমাদের কে ছিলে ! এমন মানুষও সংসারে আছে ! খোকন—খোকন—আর ত নড়ে না—চোখও মেলছে না !

(পাতার ঠোঙ্গা হাতে করিয়া অর্দ্ধোন্মাদ নলিনীর প্রবেশ ; মাথা কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত ছুটিতেছে।)

নলিনী। পারুল—পারুল ! এনেছি—আর ভয় নেই। তোমার খোকনের জন্য সংসারের সব চেয়ে সেরা জিনিষ, যা কোন বাপ, কোন ছেলেকে এ পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারে নি—তাই এনেছি—নাও, পেট ভরে খাওয়াও—

পারুল। কই ? দাও—দাও—দেখি, যদি এখনও বাছাকে বাঁচাতে পারি। বাছা আমার কেমন হয়ে—এাঁ ! এ যে রক্ত !

নলিনী। হাঁ রক্ত—বাপের রক্ত ! ঠোঙ্গা ভ'রে ছেলের জন্য এনেছি। আমার বাবার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে, বুকে শেল হেনে আমি চলে

এসেছি—আমার ছেলেকে যদি রক্ত না খাওয়ালেম তবে শান্তি হ'ল কই ! নাও—নাও—পেট ভরে খাওয়াও !

পারুল। হাঁগা—তুমি কি—এ কি ! তোমার কপাল কেটে যে দর দর ধারে রক্ত প'ড়ছে, আমার মাথা খেতে কোথায় গিয়েছিলে !

নলিনী। রক্তটাই শুধু দেখ্‌লে—পদাঘাতটা দেখ্‌তে পেলে না। এই দেখ, পিঠে জুতোর লোহাগুলো কেমন সুন্দর ফুটেছে—কেমন সুন্দর—

পারুল। ভগবান ! ভগবান ! আর জন্মে কত পাপ ক'রে এসেছি ! ওঃ ! রাজ্যেশ্বরের—আমি রাক্ষসী—আমি রাক্ষসী—(কাঁদিতে লাগিলেন)

নলিনী। তুমি কাঁদ্‌ছ পারুল ! আমি কিন্তু কাঁদিনি। শোন তবে, মোট বইতে গিয়েছিলেম। বেশী পয়সা পাব বলে বড় মোটটা বেছে নিলাম—একে রোগে দুর্ব্বল হ'য়েছি, তার উপর চার দিন—হাঁ, এই চার দিন কিছু খাই নি কি না—কিছু দূরে গিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পড়ে গেলাম। মাথার মোট পড়ে গেল—বাবুর কটা জিনিষ ভেঙ্গে গেল—রেগে তিনি পিঠে বিলাতী জুতো শুদ্ধ লাথি মার্‌লেন—হুমড়ি খেয়ে ছট্‌কে পড়লেম—রাস্তায় এক পাগল হাত ধরে টেনে তুল্‌ল —চেয়ে দেখি,—কপাল কেটে গা বেয়ে রক্ত পড়ছে।

পারুল। ভগবান—ভগবান—আর কত—

নলিনী। তুমি দিবারাত্র ভগবানকে ডাকছ কিনা তাই তিনি আজ আমার ভারি উপকার করেছেন—চেয়ে দেখি সামনেই এই পাতার ঠোঙ্গাটা—কে হয় ত খাবার খেয়ে ফেলে গেছে—আমার আর খুঁজতে হ'ল না—কষ্ট পেতে হ'ল না—সেইটে তুলে নিয়ে রক্ত ভরে ছুটে এসেছি—খাওয়াও পারুল—তোমার ছেলেকে খাওয়াও—দেখ, কেমন টক্‌টকে লাল—দুর্গাশঙ্কর রায়ের রক্ত কি না ! কই আন—ছেলে আন—দাও তাকে খাইয়ে দাও—দাঁড়িয়ে শুধু কাঁদছ ! মরে যাবে যে ! তবে থাক তুমি—আমিই খাওয়াচ্ছি—পারুল, এত ঠাণ্ডা কেন !

পারুল। এঁ্যা !

নলিনী। আসাড় ! (হাতের ঠোঙ্গা পড়িয়া গেল)

পারুল। ওগো তবে কি আমার খোকন নেই !

নলিনী। না। হারে নিমকহারাম ! এত কষ্টের রক্ত একটু খেলি না ! খুব বেঁচে গেছিস। বম ভোলা।

পারুল। এঁ্যা ! তবে আমার খোকন নেই—খোকন নেই—খোকন আমার—যাদু আমার—বাবা— (মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল)

নলিনী। খোকন—খোকন ! কই আমি ত কাঁদতে পারছি না ! গলা শুকিয়ে গেছে। একেবারে কাট—রোদ, এই যে গায়ে রক্ত আছে—এই দিয়ে ভিজিয়ে নি—তারপর—

ঠিক সেই সময়ে গোবিন্দ—"দিদিমনি ! ভয় নেই—ভিক্ষা ক'রে দুধ পেয়েছি আর ভয় নেই"—বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল।

নলিনী। এনেছ—এনেছ ! কি ? দুধ ? বেশ—বেশ—দাও—দাও—

গোবিন্দ। দিদিমণি—দিদিমণি—এই—নাও—খোকনমণিকে দুধ খাওয়াও—

নলিনী। আর তাকে খাওয়াতে হবে না গোবিন্দ—নিশ্চিন্ত—একেবারে নিশ্চিন্ত—সে মরে গেছে—চারদিন খাইনি—আমায় দাও—

(গোবিন্দের হাত হইতে দুধের পাত্র কাড়িয়া লইল)

গোবিন্দ। মরে গেছে !

নলিনী। হাঁ—হাঁ—নিশ্চিন্ত।

গোবিন্দ কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার কথা বলিবার শক্তি নাই।

নলিনী। চারদিন খাইনি—আঃ গলাটা ভিজ্‌বে—দুধ ভাল—দুধ ভাল ! (খাইতে গেল ও পাত্র কম্পিত হস্ত হইতে পড়িয়া গেল) গোবিন্দ—খোকন আমার খেতে না পেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরেছে—খোকন—খোকন—

তৃতীয় অঙ্ক

—::*::—

প্রথম দৃশ্য

দুর্গাশঙ্করের শয়ন গৃহ।

সুখদা ও যোগেশ নিম্নস্বরে কথা বলিতেছেন।

সুখদা। যোগেশ, তুই কি সত্যিই আজ ক'লকাতায় যাবি?

যোগেশ। বলছি ত, আমার যেতেই হবে।

সুখদা। না গেলে হয় না?

যোগেশ। না—না—না। আর কতবার শুন্‌তে চাও?

সুখদা। তোর ভালর জন্যই বলছি বাছা! চারি দিকে এই আগুন জ্বালিয়ে রেখে, এখান থেকে যাবি—কিসে কি সর্ব্বনাশ হবে!

যোগেশ। (স্বগত) ললিতা বারবার চিঠি লিখ্‌ছে—তার উপর সেই মেয়েস্কুলের মাষ্টার শালা জানি না কি ক'রে সন্ধান পেয়ে আবার তার ওখানে আনাগোনা আরম্ভ ক'রেছে। না, আমার যেতেই হবে—যা হয় হ'ক।

সুখদা। যোগেশ, আমার কথা রাখ বাবা। ক'লকাতা যাবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে এখান থেকে এক পা ও নড়িস না—

যোগেশ। বলেছি ত ক'লকাতায় আমাব যেতেই হবে—

সুখদা। (হাত ধরিয়া) যোগেশ, আমার কথা রাখবি না! কি, চুপ ক'রে রইলি! নাঃ মানুষের সাধ্য কি যে অদৃষ্টের গতি রোধ করে। বৃথা চেষ্টা—বৃথা! আমি বুঝতে পেরেছি যোগেশ, নিবারণের সেই

স্ত্রীলোকটীর জন্য তুই উন্মাদ হ'য়েছিস—আবার তোর মতিচ্ছন্ন ঘটেছে। মনে আছে আর একবার আমার অবাধ্য হ'য়েছিলি—আমার নিষেধ না শুনে এক রমণীর জন্য উন্মাদ হ'য়ে নিজের যথা-সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েছিলি—সে বার প্রাণটা রক্ষা হ'য়েছিল—কিন্তু এবার—যোগেশ, যোগেশ, এখন ও সাবধান হ'—আমার মায়ের প্রাণ জানি না কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে! যোগেশ—বাবা—

যোগেশ। কেন বৃথা বিরক্ত ক'রছ মা। ব'লেছি ত' যা হয় হ'ক—আমার যেতেই হবে।

সুখদা। যা হয় হ'ক—তোমার যেতেই হবে! তবে ত অনেক দূর এগিয়েছ! কিন্তু আমি এ কি ক'রলাম—কার জন্য ইহকাল পরকাল সব নষ্ট ক'রলাম! ওঃ— (প্রস্থান)

যোগেশ। ললিতা—ললিতা! কি মিষ্টি নাম—কি মধুর তার কথাগুলি—কি সুন্দর তার মুখ খানি! যদি না যাই তাকে হারাব—নিশ্চিত হারাব। আর ক'লকাতায় গেলেই যে সব প্রকাশ হ'য়ে পড়ে আমার সর্ব্বনাশ হবে তার ও কিছু নিশ্চয়তা নেই। নাঃ, ও সব মায়ের অমূলক সন্দেহ—ভিত্তিহীন শঙ্কা। বুড়ো ত এখনও বাইরে আসছে না যে তাকে বলে যাব। যাক, ততক্ষণ সেরেস্তার কাজ গুলো সেরে আসি। (প্রস্থান)

(শ্যামার অতি সন্তর্পণে প্রবেশ)

শ্যামা। এ কি বাবা! এ যে আগা গোড়া গিঁট আর প্যাঁচ! সোজা নয় জানতেম, কিন্তু এত বড় বাঁকা তাত মনে করি নি। এই শুনলাম নিধু ঠাকুর ললিতা ঠাকরুণকে হরণ ক'রেছে, আবার তুমি বাবু 'ললিতা ললিতা' ক'রে বুক ফাটাচ্ছ কেন! তার উপর আবার তুমি ক'লকাতায় গেলে সব প্রকাশ হবে—তোমার সর্ব্বনাশ

হবে! এ যে বিষম সমস্যা! ভিতরে ভিতরে একটা কিছু শয়তানি চক্র তোমাদের চল্‌ছে—নিশ্চয় চ'ল্‌ছে। কিছুই ত বুঝতে পার্‌ছি না—যাই হ'ক, আমার আর ও সতর্ক থাক্‌তে হবে। তু'পুরুষ এ সংসারের নুন খাচ্ছি—পারব না—দেখা যাক। (প্রস্থান)

(দুর্গাশঙ্করের প্রবেশ)

দুর্গা। ধীরে ধীরে জীবনের আলো নিস্প্রভ হ'য়ে আসছে, আর কে তুমি আমার আবাল্য সংস্কার দূর ক'রে—আমার কঠোরতার দর্প চূর্ণ ক'রে, একটা তীব্র আকাঙ্খার মূর্ত্তি ধ'রে আমার বুকের ভিতর জেগে উঠ্‌ছ—কে তুমি—কে তুমি?

(নিবারণের প্রবেশ)

নিবারণ। (সভয়ে) আজ্ঞে আমি নিবারণ—

দুর্গা। (চমকিত হইয়া) এ্যা! (বিহ্বলের ন্যায় ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন, পরে যেন গা ঝাড়া দিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিলেন ও বলিলেন) ওঃ—হাঁ, তারপর নিবারণ, কোন খোঁজ পেলে?

নিবারণ। কোথায় আর খোঁজ পাব বাবু—নিধুঠাকুর তাকে নিয়ে দেশান্তরি হ'য়েছেন—

দুর্গা। নিধু খুড়ো—নিধু খুড়ো! সেই নিধু খুড়ো—নিবারণ, একি সম্ভব!

নিবারণ। আজ্ঞে প্রমাণ যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে আর অবিশ্বাস ক'রবার কিছু নেই—

দুর্গা। প্রমাণ! প্রমাণ পেয়েছ?

নিবারণ। আজ্ঞে হাঁ! যে নৌকায় তারা গিয়েছিল তার মাঝি ফিরে এসেছে—আর যারা তাদের এক সঙ্গে ট্রেণে উঠতে দেখেছে তাদের মুখেও শুনেছি। বাবু—বাবু—নিধুঠাকুর আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে—

দুর্গা। শোকে জর্জ্জরিত, জরায় জীর্ণ, জ্বালায় বিদগ্ধ—নিবারণ, তার মুখে মায়ের নাম শুনে যে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হ'ত ! সেই স্নিগ্ধ স্থির প্রশান্ত আনন—সেই বিভোরতাময় সারল্য—তবে আর কি—তবে আর কি—নিবারণ—ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দাও গে'—শেয়াল কুকুরের সঙ্গে বনে জঙ্গলে বাস কর গে'—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

(গবাক্ষের নিকট গিয়া দূরে আলোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিলেন)

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। নিধুঠাকুরের কথা হ'চ্ছে বুঝি নিবারণ। নাঃ—লোকটা মানুষের উপর অভক্তি জন্মিয়ে দিয়েছে—কোন ছেলে ছোকরায় ক'র্‌লে ও মনকে একটা প্রবোধ দেওয়া যায়। কিন্তু—

দুর্গা। এঁ্যা! কি বল্‌লে ?

যোগেশ। আজ্ঞে বল্‌ছিলাম যে ছেলে ছোকরার পক্ষে রমণীর রূপমোহে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু—

দুর্গা। স্বাভাবিক !

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ। অপরিণত বুদ্ধি—খেয়ালের ঝোকে একটা কাজ ক'রে বসে। (দুর্গাশঙ্কর একদৃষ্টে যোগেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন) কিন্তু নিধুঠাকুর যে খেয়ার নৌকায় পা বাড়িয়েছেন। তাঁর পক্ষে পাকা চুল মাথায় ক'রে পরস্ত্রীহরণ—না, এর কোন কৈফিয়ত নেই।

দুর্গাশঙ্কর পাদচারণা করিতে লাগিলেন ও ক্ষণপরে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—'রমণীর রূপবহ্নির নিকট যদি বৃদ্ধের পলিতকেশ, বৃদ্ধের অভ্যস্ত সংযম মুহূর্ত্তে ভস্ম হ'য়ে যায়—তবে প্রথম যৌবন উন্মেষে উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি বালকের কি অপরাধ ! না—কোন অপরাধ নেই—এইই জগতের নিয়ম। সৃষ্টির ব্যতিক্রম আমি—নিজের মাপকাঠিতে জগত মাপতে গিয়ে কি এক মহাভ্রম ক'রেছি—মহাভ্রম ক'রেছি ! (দ্রুত পাদচারণা করিতে লাগিলেন।)

যোগেশ। মামাবাবু! আমি আজ ক'লকাতায় যাব ইচ্ছা ক'রেছি। (দুর্গাশঙ্কর তাকাইলেন) বেদনার অসুখটা আবার বেড়ে প'ড়েছে তাই মনে ক'রেছি সময় থাক্‌তে একজন ভাল ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে আসি।

দুর্গা। বেশ।

যোগেশ। আমার সব প্রস্তুত। শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছি—

দুর্গা। কখন যাবে?

যোগেশ। এখনই। আমার জিনিষ পত্র সব নৌকায় উঠেছে—

(সুখদার প্রবেশ)

সুখদা। তুমি ত যাচ্ছ বাছা, দাদার শরীরের এই অবস্থা—

যোগেশ। নাঃ—এই মা ই আমাকে পাগল ক'রবে। (প্রকাশ্যে) ডাক্তারকে ভাল ক'রে বলে যাচ্ছি—আর তুমি ত আছ। (সুখদার বিরক্তভাবে প্রস্থান) আমার বেশী দেরি হবে না—বড় জোর দু'তিন দিন। আজ্ঞে—তা হ'লে আমি রওনা হই।

দুর্গা। এস বাবা। (যোগেশের প্রস্থান)

দুর্গাশঙ্কর পাদচারণা করিতে লাগিলেন, পরে সহসা ডাকিলেন—"যোগেশ—যোগেশ—দেখত নিবারণ, ডাকত যোগেশকে"—

(নিবারণের প্রস্থান)

দুর্গা। তার মায়ের অলঙ্কার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তারই প্রাপ্য। কি অধিকার আছে আমার এ থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রবার। হয়ত হতভাগ্য অর্থাভাবে—না—না—আর সে কথা ভাবব না—সেই স্বপ্নের কথা—ওঃ—পাগল্ হ'য়ে যাব!

(যোগেশ ও নিবারণের পুনঃ প্রবেশ)

যোগেশ। আমায় ডাকলেন?

দুর্গা। হাঁ—যোগেশ, খোকাকে মাসে মাসে একশ' ক'রে টাকা পাঠান হয় ত ?

যোগেশ। এ আবার কি ফ্যাসাদ ! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। পাঠান হয় ?

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ। প্রতি মাসেই খাজাঞ্চি মশায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি নিজে পাঠাই !

দুর্গা। কোথায় পাঠাও ?

যোগেশ। সর্ব্বনাশ ! নিবারণটা কিছু ব'লে দিয়েছে না কি ! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে তিনি তাঁর এক বন্ধুর নামে পাঠাতে লিখেছিলেন—

দুর্গা। লিখেছিল—সে লিখেছিল ! কই আমাকে বল নি ত ! কোথায় সে পত্র ?

যোগেশ। এখন কি উত্তর দি—ফিরেই দেখ্ছি ঝকমারী ক'রেছি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে যত দূর মনে পড়ে তাতে দাদা দেওয়ানজীকেই পত্র লিখেছিলেন এবং সে পত্রখানাও দেওয়ানজীর কাছে আছে !

দুর্গা। অনাদির কাছে।

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ। তিনি তাঁর এক বন্ধুর নামে পাঠাতে লিখেছিলেন, সেই নামেই বরাবর পাঠান হয়—

দুর্গা। বন্ধুর নামে কেন ?

যোগেশ। বোধ হয় নিজের ঠিকানা আমাদের নিকট গোপন রাখ্তে চান। আমি সন্ধান নিয়েছি প্রতি মাসেই তিনি তাঁর বন্ধুর বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে যান।

দুর্গা। তা'হলে তার বন্ধুর ঠিকানা যখন তোমার জানা আছে, তখন সেখানে খোঁজ ক'রে তুমি খোকার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারবে।

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ। খুব পারব। (স্বগত) টাকা যা পাঠিয়েছি

তা ভগবানই জানেন। যদি রসিদ দেখ্‌তে চায়? নিবারণ শালা সব বলে দিলে না কি?

দুর্গা। যোগেশ, আমার সঙ্গে এস। (দুর্গাশঙ্করের সহিত যোগেশের প্রস্থান)

(বেগে সুখদার প্রবেশ)

সুখদা। নিবারণ তুমি কিছু প্রকাশ ক'রেছ না কি?

নিবারণ। কই? না।

সুখদা। তবে? মধুসূদন—মা কালী—রক্ষা ক'র মা। আমি জোড়া মহিষ দেব মা। পায়ের শব্দ, আস্‌ছে,—হে মা কালী—হে মা দুর্গা রক্ষা কর মা—রক্ষা কর—　　　　(বেগে প্রস্থান)

(দুর্গাশঙ্কর ও যোগেশের পুনঃ প্রবেশ। যোগেশের হস্তে একটী গহনার বাক্স)

দুর্গা। এ বাক্সে তার মায়ের সমস্ত গহনা আছে। প্রায় পনর হাজার টাকার গহনা! এ তারই প্রাপ্য। বাক্স শিলমোহর করা আছে—তার মায়ের মৃত্যুর পরদিনই আমি শিলমোহর ক'রেছিলাম। বাক্সের চাবি তার কাছে আছে। বাক্সটী নিয়ে যাও—যদি তার সন্ধান পাও—তাকে দেবে—দেখলেই সে চিন্‌তে পারবে। তার নিজের হাতে দেবে—খবরদার আর কা'র হাতে দিও না। খুব হুসিয়ার—

যোগেশ। যে আজ্ঞে—

দুর্গা। আর যদি তার সন্ধান না পাও—(গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল) যদি সে না নেয়—তবে—তবে—ফিরিয়ে আন্‌বে।

যোগেশ। যে আজ্ঞে। (স্বগত) তা আনব—একবার বেরুতে পারলে হয়—

দুর্গা। আচ্ছা যাও।

যোগেশ। (যাইতে যাইতে) খোদা যখন দেন তখন এমনি করেই দেন!

(প্রস্থান)

দুর্গা। •যোগেশ—যোগেশ—

(নেপথ্যে—(যোগেশ—"আজ্ঞে")

আর একটা কথা—(যোগেশের প্রবেশ) হাঁ, তার নিজের হাতের রসিদ আন্‌বে। তার লেখা দেখ্‌লেই আমি চিন্‌তে পারব।

যোগেশ। যে আজ্ঞে। রসিদ আগে নিয়ে তারপর বাক্‌স দেব।

দুর্গা। না—না—না—তা ক'রতে যেও না—তা'হলে সে মোটেই নেবে না। তাকে আগে সব বুঝিয়ে দিও, তার পর সে যে পেলে তার একটা নিদর্শন তার কাছে চাইবে।

যোগেশ। বাক্‌সটা হাতে পেয়ে যদি নিদর্শন না দেন—

দুর্গা। নিশ্চয় দেবে—সে আমার ছেলে না।

যোগেশ। আমি তবে রওনা হই ?

(ঝড়ের মত সুখদার প্রবেশ)

সুখদা। রওনা ত হ'চ্ছ ! ক'লকাতা সহর চোর ডাকাতের মুল্লুক—অতগুলো টাকার গহনা নিয়ে একা যাচ্ছ—হারায় চুরি যায়—এর জন্য দায়ী হবে কে ! আমি বাছা ঝঞ্ঝাটটা পছন্দ করি না—

দুর্গা। যদি আবশ্যক মনে কর তবে কোন কর্ম্মচারিকে না হয় সঙ্গে নিয়ে যাও।

সুখদা। হাঁ, যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসী লোক। তাকে বরং নিয়ে যাও।

যোগেশ। (স্বগত) মার যে বুদ্ধি ! যজ্ঞেশ্বরকে নিয়ে শেষে একটা মুস্কিলে পড়ি আর কি ! সাধে কি বলে বাইশ হাত কাপড়ে মেয়েলোকের কাছা আটে না। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে না, কিছু দরকার নেই।

সুখদা। যা ভাল বোঝ বাছা। মোদ্দা আমি ওর মধ্যে নেই। (প্রস্থান)

দুর্গা। এখন তুমি যেতে পার। হাঁ, দেখ, আমি ডাকলেও আর ফিরো না—যাও—(পেছন ফিরিয়া জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেশ প্রস্থান করিল।)

নিবারণ। (স্বগত) সার্থক জন্ম নিয়েছিল এই যোগেশ বাবু। পনের হাজার টাকার গহনা! ওঃ—আর দুঃখের বোঝা বইতে আমরাই জন্মেছিলুম। যদি বা এক দাও মেরে হাজার আড়াই টাকা পেয়েছিলাম তাও বরাতে সইল না। শালী আমায় ধনে প্রাণে মেরেছে।

দুর্গা। যোগেশ গিয়েছে নিবারণ?

নিবারণ। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। যাক্, নিশ্চিন্ত।—বিশ্বাস নেই—আবাল্য সহচর সুযোগ পেলেই মাথা খাড়া ক'রে উঠ্‌বে।

নিবারণ। বাবু আমার কি হবে! আমি যে ধনে প্রাণে মরেছি।

দুর্গা। কি ক'র্‌তে চাও?

নিবারণ। আমি একবার তাদের খুঁজে দেখ্‌তে চাই।

দুর্গা। বেশ, ভাল কথা। কে আছিস? খাজাঞ্চিকে একবার এখানে আসতে বল ত। শোন নিবারণ, এমন দিন ছিল যখন আমার এই বিস্তীর্ণ জমিদারীতে দ্বিপ্রহর রজনীতে সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিতা হ'য়েও কোন রমণী রাস্তায় বের হলেও তার দিকে কেউ কুদৃষ্টিতে চাইতে সাহস ক'র্‌ত না—এমন কঠোর শাসন আমার ছিল। কিন্তু কি ক'র্‌ব—সে দিন আর আজ নেই।

নিবারণ। সে কি বাবু। এখনও যে আমরা আপনার রাম রাজত্বে বাস ক'র্‌ছি।

(খাজাঞ্চির প্রবেশ)

খাজাঞ্চি। আমায় ডেকেছেন?

দুর্গা। হাঁ। নিবারণকে দুই শ' টাকা দাও গে'—আর তার কাগজ পত্র বুঝে নিয়ে আজই তাকে ছেড়ে দিও।

খাজাঞ্চি। যে আজ্ঞে।

জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি। আমাদের দাদাবাবু যাতে আর এ বাড়ীতে ফিরে আস্‌তে না পারে, যোগেশবাবু আর পিসীমা তারই চক্রান্ত করেছে। মিথ্যা কথা লাগিয়ে লাগিয়ে দাদাবাবুকে আপনার দু'চক্ষের বিষ ক'রে তুলেছে—(দুর্গাশঙ্কর অপলক দৃষ্টিতে শ্যামার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শ্যামা বলিয়া যাইতে লাগিল।) যে অবস্থায়, যে ভাবে যোগেশবাবু আমার দাদাবাবু আর বৌদিদিকে ক'লকাতার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় তা শুন্‌লে বাবু আপনার চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়বে। আড়াই প্রহরের সময় দাদাবাবু তেল মেখে চান ক'র্‌তে যাচ্ছেন—বৌদিদি আমার ভাত বেড়ে নিয়ে ব'সে আছেন, সেই অবস্থায় সংবাদটা দিয়ে তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে যোগেশবাবু। দেওয়ানজী মাথা ভাঙ্গতে লাগলেন—কাঁদতে লাগলেন—যোগেশবাবুর পায় পর্য্যন্ত ধর্‌লেন—তবু কি যোগেশবাবু থামে! তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তবে—

দুর্গা। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা যোগেশের! যোগেশ—যোগেশ—

শ্যামা। যোগেশ বাবু ক'লকাতা গিয়েছেন বাবু—

(সুখদার প্রবেশ)

সুখদা। যোগেশকে ডাক্‌ছ দাদা—সে যে একটু আগে ক'লকাতায় গেল।

দুর্গা। হুঃ—আচ্ছা।

সুখদা। (যাইতে যাইতে) ছেলে ও যেমন মামা-অন্ত প্রাণ—দাদার ও উঠতে বস্‌তে 'যোগেশ—যোগেশ'। যোগেশ নইলে এক মুহূর্ত্ত ও চলে না। (প্রস্থান)

দুর্গাশঙ্কর অধীর ভাবে কয়েকবার পাদচারণা করিলেন, শেষে বলিলেন—"বড় দেরি—সময় পাব ত—এত বড় ভুল শোধরাবার

মত আয়ু এখনও আছে ত! দেখি, শ্যামা—আমার সঙ্গে আয়!
(শ্যামাকে লইয়া প্রস্থান। সুখদা পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিল ও যে দরজা দিয়া দুর্গাশঙ্কর ও শ্যামা বাহির হইয়া গেল সেই দরজায় কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।)

সুখদা। হতচ্ছাড়াকে ক'লকাতায় যেতে বারবার নিষেধ ক'রলাম—আমার কথা কাণে তুলল না। কত দিক এখন আমি সামলাব! সুযোগ পেয়ে শ্যামাটা ও এতক্ষণ কি ফাসুর ফুসুর ক'রে গিয়েছে। কি কাগজ পত্র বের ক'রছে! এদিকে আবার আস্‌ছে—তক্কে তক্কে থাক্‌তে হ'ল। (প্রস্থান)

দুর্গাশঙ্কর ও শ্যামার পুনঃ প্রবেশ। উইলখানি হাতে লইয়া দুর্গাশঙ্কর কয়েক বার পাদচারণ করিলেন।

দুর্গা। নাঃ, এ কলিযুগে শ্রীরামচন্দ্র বা ভীষ্ম জন্মাতে পারেন না—তার জন্য অভিমান করা শোভা পায় না। এ উইল আমি পরিবর্ত্তন ক'রব—তার জন্মগত অধিকার থেকে আমি তাকে বঞ্চিত ক'রব না। তবে দাতব্য ঔষধালয়ের সঙ্কল্পটা মনে জেগেছে—(উইল খানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন)।

জানালার আঁড়ালে দাঁড়াইয়া সুখদা সমস্তই দেখিতেছে। তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল ও বলিল—"সর্ব্বনাশ! উইল পড়ছে—হতভাগা আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে—ওঃ—গেল—সব গেল—সব প্রকাশ হ'য়ে পড়ল"—দন্তে দন্তে অধর দংশন করিতে লাগিল।

দুর্গা! এ কি!

শ্যামা। কি বাবু?

দুর্গা। ভুল দেখিনি ত? (চশমা খুলিয়া মুছিলেন ও চোখ রগড়াইলেন ও পুনরায় পড়িতে লাগিলেন।)

সুখদা। (আড়াল হইতে) মূর্খ! এক ভুলে সব পণ্ড ক'রল! এবার জেল—

দুর্গা। না, ভুল নয় ত—আশ্চর্য্য !

শ্যামা। কি হয়েছে বাবু ?

দুর্গা। কিছু না—যজ্ঞেশ্বরকে ডাক্।

সুখদা। (অন্তরাল হইতে) ব'ললাম যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে ক'রে ক'লকাতা নিয়ে যা—আমার কথা কানে তুল্‌ল না—এখন যে আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌বে—ওঃ—দু' দু'বার—দু' দু'বার ছার স্ত্রীলোকের জন্য আখের নষ্ট ক'র্‌ল !

দুর্গা। দাতব্য ঔষধালয়ের নামও নেই এ উইলে—সমস্ত সম্পত্তি যোগেশ পাবে ! আশ্চর্য্য !

(যজ্ঞেশ্বরের সহিত শ্যামার পুনঃ প্রবেশ)

এই যে যজ্ঞেশ্বর ! আমি তোমাকে কি মর্ম্মে উইল লিখ্‌তে বলেছিলেম আর তুমি আমাকে কি পড়ে শুনিয়েছিলে ? কি, চুপ ক'রে রইলে যে—উত্তর দাও—

শ্যামা। উত্তর দাও বাবু—

যজ্ঞেশ্বর। থাম রে বাপু ! বাবু, আমি ছাপোষা মানুষ। ভয় পাই পাছে সত্যি কথা ব'লে চাকরিটী হারাই !

দুর্গা। সত্যি কথা বল্‌লে চাকরি হারাবে কেন ?

যজ্ঞেশ্বর। যোগেশবাবুর সঙ্গে বিরোধ ক'রে কতক্ষণ আপনার সংসারে টিক্‌তে পারব। দেওয়ানজী পারেননি আর আমি ত আট টাকার মুহুরি। যাক্, আপনি মনিব—আপনার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছি—সত্যি কথাই বল্‌ব—তাতে অদৃষ্টে যা থাকে। একটী দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি আপনার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান ক'র্‌ছেন এই মর্ম্মে আমাকে উইল লিখ্‌তে বলেছিলেন—আমি ঠিক তাই লিখেছিলেম এবং আপনাকে প'ড়ে শুনিয়েছিলেম—

দুর্গা। তাই লিখেছিলে ! কই তার একবর্ণও ত উইলে দেখ্‌ছি না—

যজ্ঞেশ্বর। কি ক'রে দেখ্‌বেন বাবু—ও ত সে উইল নয়।

দুর্গা। সে উইল নয়!

যজ্ঞেশ্বর! আজ্ঞে না! ওখানা সেই দিন রাত্রে যে দ্বিতীয় উইল হ'য়েছে তাই।

দুর্গা। দ্বিতীয় উইল কে ক'রলে ?

যজ্ঞেশ্বর। আপনার নামে যোগেশবাবু—আর লিখেছি আমি।

দুর্গা। হুঃ—তুমি লিখ্‌লে কেন ?

যজ্ঞেশ্বর। না লিখ্‌লে চাকরি যায়। স্ত্রী পুত্র নিয়ে না খেয়ে মর্‌তে হয় !

শ্যামা। বরাবর জমিদারী হাত করবার চক্র ! সেই জন্যই ত দাদাবাবুকে আপনার চক্ষুশূল ক'রে এখান থেকে সরিয়েছে।

দুর্গা। এ সব এত দিন আমায় জানাও নি কেন ?

যজ্ঞেশ্বর। আমাদের ত উপরে আসবার হুকুম নেই।

দুর্গা। হুকুম নেই ! কার হুকুম নেই ?

যজ্ঞেশ্বর। আজ্ঞে যোগেশবাবুর—

দুর্গা। বেশ, শ্যামাকে দিয়ে জানাওনি কেন, চিঠি লিখে জানাও নি কেন ?

যজ্ঞেশ্বর। চেষ্টা ক'রলে যে জানাতে না পারতেম তা নয়।

দুর্গা। তবে ? তুমিও বুঝি এর ভিতর লিপ্ত আছ ?

যজ্ঞেশ্বর। আজ্ঞে আপনি মনিব, প্রতিপালক—পিতৃতুল্য—আপনার নিকট মিথ্যা বলব না। ঐ জাল উইল লিখে দেওয়ায় যতটুকু এর ভিতর লিপ্ত হ'তে হয় তার চেয়ে একচুলও বেশী নয় ! কি ক'রব বাবু, সামান্য লেখা পড়া জানি—পাঁচ ছ'টী পোষ্য, ভরসা—আপনার ঐ আটটী টাকা। দেওয়ানজীর অবস্থা দেখে যোগেশবাবুর ভয়ে আপনাকে জানাতে সাহস পাইনি

দুর্গা। দেওয়ানজীর অবস্থা ! বিশ্বাসঘাতক বলে আমিই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

যজ্ঞেশ্বর। বাবু! আমার বেয়াদবি মাপ ক'র্‌বেন। ঘটনাচক্রে তাঁকে অপরাধী মনে হলেও তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

দুর্গা। নির্দ্দোষী!

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ বাবু নির্দ্দোষী। শুধু নির্দ্দোষী নন—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার পরম হিতৈষী। বোধ হয় আপনার মঙ্গলের জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি প্রাণটা ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন। আপনার এই অগাধ সম্পত্তি হস্তগত ক'র্‌তে হ'লে সর্ব্বাগ্রে দেওয়ানজীকে এখান থেকে সরান দরকার। কাজেও হয়েছে তাই। বাবু! অপেনার ছোট খাট এক একটা মহালের নায়েবী ক'রে আপনার কত চাকর দালান দিচ্ছে, পুকুর কাট্‌ছে, দোল দুর্গোৎসব ক'র্‌ছে—আর এত বড় জমিদারীটার সর্ব্বোময় কর্ত্তা হয়েও দেওয়ানজীর খড়ের চালের ছাউনি জোটে না—পাঁচ সিকের চাদর আর চোদ্দ আনার কোটকি জুতোর উপরে এ জীবনে তিনি উঠ্‌তে পার্‌লেন না।

দুর্গা। হুঃ—দলিলগুলো কি হ'ল তবে?

যজ্ঞেশ্বর। তা আমি জানি না বাবু।

দুর্গা। এ সব আমায় তখন বল নি কেন?

যজ্ঞেশ্বর। আট টাকার মুহুরির কথায় কে কান দিত—কে বিশ্বাস ক'র্‌ত বাবু।

দুর্গা। আজ ব'লছ কেন?

যজ্ঞেশ্বর। আজ এ সব আপনার বিশ্বাস হবে—আপনার অন্তরে বিঁধবে।

দুর্গা। কেন?

যজ্ঞেশ্বর। ঐ জাল উইল আজ আপনার হাতে।

দুর্গা। আচ্ছা যাও কাজ কর গে'— (যজ্ঞেশ্বরের প্রস্থান)।

সুখদা। (অন্তরাল হইতে) এক ভুলে সর্ব্বনাশ—এক ভুলে সর্ব্বনাশ। বেড়া আগুন—বেড়া আগুন—কোন পথে পালাব?

দুর্গা। এত বড় পাষণ্ড এই যোগেশটা! দুধ কলা দিয়ে এতকাল একটা কাল সাপ পুষেছি! আমারই বুকের উপর ব'সে আমারই হৃদপিণ্ড টেনে ছিঁড়ছে।

শ্যামা। জমিদারীটে নেবে ব'লে কি চক্রটাই মায়ে ছেলেয় না করেছে! মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দেওয়ানজীকে অপদস্থ ক'রে তাড়িয়েছে—ভিতরে ভিতরে আরও কি করেছে কে জানে। দিন রাত দুইজনে কেবল পরামর্শ আঁটছে—

সুখদা। (অন্তরাল হইতে) বল হারামজাদা—চাকা ঘুরে গেছে—দিন পেয়েছিস—প্রাণ ভ'রে বল। না—মরেছি ত—হাল ছাড়ব না। একবার অন্তিম চিকিৎসা ক'র্‌ব—

দুর্গা। ওঃ—আমি কি ক'রেছি—কি ক'রেছি! পিশাচের কথায় বিশ্বাস ক'রে—শয়তানের ছলনায় আত্মবিস্মৃত হ'য়ে আমি নিজের বুকে নিজে কুঠার হেনেছি! ও হোহোঃ—আমার চির আদরের খোকা—আমার মাতৃহারা গোপাল—আমার কত সাধের—কত কামনার পুত্রবধূ—তাদের আমি কুকুরের মত বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি—কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছি!

শ্যামা। বাবু—বাবু! স্থির হ'ন। যা হবার হ'য়ে গেছে। এখন প্রতিকার করুন।

দুর্গা। হাঁ। প্রতিকার ক'র্‌ব—প্রতিকার ক'র্‌ব। ডাক যোগেশকে—

শ্যামা। আজ্ঞে যোগেশবাবু ত ক'লকাতায় পালিয়েছে—

দুর্গা। কোথায় পালাবে! নরকের গর্ভে পালালেও আর তার নিস্তার নেই। ডাক তার মাকে—

শ্যামা। (দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া) পিসীমা—পিসীমা! কর্ত্তাবাবু ডাকছেন। ঐ যে পিসীমা আসছেন—

দুর্গা। কই—কোথায় সে পিশাচী?

(সুখদার প্রবেশ)

এই যে—

সুখদা। আমায় ডেকেছ দাদা ?

দুর্গা। চোপ ! আমি পিশাচীর দাদা নই।

সুখদা। শ্যামা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস কি ! শীগ্‌গির ডাক্তারের কাছে ছুটে যা। দাদা কেন অমন ক'র্‌ছে !

দুর্গা। কি ! আমাকে পাগল প্রমাণ ক'র্‌বে ! তা তোমরা পার। তোমাদের মাতা পুত্রের অসাধ্য এ জগতে কিছু নেই ! কিন্তু আর তা হবে না। আমি তোমাদের চিন্‌তে পেরেছি—তোমাদের স্বরূপ দেখ্‌তে পেয়েছি। ধর্ম্মের ঢাক প্রলয় নাদে বেজে উঠে তোমাদের মুখ থেকে দরদের মুখোস খুলে দিয়ে তোমাদের নারকীয় মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। কি সুখদা ! যোগেশ জমিদার হবে ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—খুব মাথা খাটীয়েছিলে—বেড়ে চক্রান্তটা করে ছিলে দুজনে ! —কিন্তু এই জাল উইল আজ তোমাদের বড় আশায় ছাই দিয়ে সব প্রকাশ ক'রে দিয়েছে !

সুখদা। আমাদের ত এখন দোষ হ'বেই। যা শুনেছি সরল ভাবে তোমার হিতের জন্যে—

দুর্গা। চোপরাও জালিয়াত ! সরল ভাবে আমার হিতের জন্য ! হাঁ এই জাল উইলও সরল ভাবে আমারই হিতের জন্য তোমরা ক'রেছ—কেমন ?

সুখদা। উইল জাল ক'রেছি !

দুর্গা। হাঁ। তোমার ছেলে যজ্ঞেশ্বরকে দিয়ে এই জাল উইল লিখিয়েছে। এইমাত্র সে ব'লে গেল। শুন্‌তে চাও ? ডাক ত যজ্ঞেশ্বরকে—

সুখদা। কোন দরকার নেই। তোমার কথাই যথেষ্ট !

দুর্গা। বেশ। তারপর ?

সুখদা। তারপর কি ?

দুর্গা। কেন তোমরা আমার উইল জাল করেছ ?

সুখদা। আমরা !

দুর্গা। হাঁ, তুমি ও এতে লিপ্ত আছ।

সুখদা। কিসে বুঝ্‌লে ? যজ্ঞেশ্বর বলেছে ?

দুর্গা। না।

সুখদা। তবে ?

দুর্গা। তোমার ইচ্ছা যে যোগেশ আমার এই জমিদারীর মালিক হয়।

সুখদা। যোগেশ জমিদারীর মালিক হ'লে আমার লাভ ? বিধবার প্রয়োজন এক মুঠো আতপ চাল। যোগেশ এই জমিদারীর মালিক হ'লে কি সে আমাকে সোণার ভাত খাওয়াবে ! যোগেশের একটা পৈত্রিক জমিদারী ছিল না ! তখন কি আমি সর্ব্বাঙ্গে হীরা মতি পান্নার গহনা প'রতাম ! এখন আছি তোমার গলগ্রহ, যদি যোগেশ তোমার জমিদারী পেত তখন হতেম তার মুখাপেক্ষী। বল তবে কোন আশায়, কোন স্বার্থে, যোগেশের সঙ্গে জালিয়াতীতে লিপ্ত হ'য়ে আমি পরকালটাও নষ্ট ক'রব ! সম্পত্তির লোভে যোগেশের পক্ষে উইল জাল করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু তাই ব'লে আমি তার মা এই জন্য তার যত কুকার্য্যে আমার লিপ্ত থাকৃতে হবে ! আমি তার মা ব'লে যদি অপরাধী হই তবে আমার চেয়েও বেশী অপরাধী তুমি ! এক মাতাল লম্পটের সঙ্গে যখন ভগ্নীর বিবাহ দিয়েছিলে, তখন কি ক'রে আশা করেছিলে যে এ ভগ্নীর গর্ভে ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র যুধিষ্ঠির জন্মাবে ! জাল জোচ্চুরি ত যোগেশের পক্ষে স্বাভাবিক। মনে ক'রে দেখ' দেখি একবার, কার পুত্র সে ! আজ আমায় তিরস্কার ক'রতে তোমার লজ্জা হয় না ! ভাব দেখি একবার কি ভাবে আমার একটা জন্ম তুমি ব্যর্থ করেছ ! স্বামী হতে কোন

দিন সুখী হয়েছি! আমার পিঠের কাপড়খানা তুলে দেখ, আজ চোদ্দ বৎসর বিধবা হয়েছি, এই চোদ্দ বৎসরেও সে মারের দাগ মিলাতে পারেনি, মাতাল হ'য়ে এমন মার আমাকে মেরেছে। ছেলে হ'তে কোন দিন সুখী হ'য়েছি! আমার ছেলে মাতাল, আমার ছেলে লম্পট—আমার ছেলে জালিয়াত! ভাব দেখি একবার কি সুখের জীবন আমার! এখন তোমার আশ্রয়ে এসেছি—মার, কাট, জেলে দাও, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢাল—যা ইচ্ছা কর—আর আমার সহ্য হয় না! (কাঁদিতে লাগিল)।

দুর্গা। তাইত! (নত মস্তকে পাদচারণা করিতে লাগিলেন)

শ্যামা। (স্বগত) ও বাবা—এ যে উকিলের বাবা! এক বক্তৃতায় কর্ত্তাবাবুকে ভাবিয়ে দিয়েছে!

সুখদা। শোন দাদা, আমার ছেলে নেই—আমার ছেলে মরেছে! ঐ কুলাঙ্গারকে যদি তুমি ক্ষমা কর—ঐ জালিয়াতকে যদি তুমি শাস্তি না দেও তবে আমি গলায় দড়ি দেব—রাস্তায় ছুটে বেরুব—জলে ঝাঁপ দেব। বল; ওকে জেলে দেবে—বল—বল—প্রতিজ্ঞা কর—নইলে আমি তোমার পায়ের তলায় মাথা খুঁড়ে ম'রব—

(প্রকৃতই ছুটিয়া গিয়া দুর্গাশঙ্করের পায়ের তলে মাথা খুঁড়িতে লাগিল)

দুর্গা। আ হা হা—করিস্ কি—করিস্ কি সুখী—তুই কি পাগল হলি—

সুখদা। না, আমি শুনব না—কোন কথা শুনব না—বল, ওকে তুমি জেলে দেবে।

দুর্গা। হাঁ—হাঁ—ক'রব—যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রব। এঃ দেখ্ত কি করেছিস—এ যে দরদর ধারে রক্ত ছুটছে—কপালটা যে কেটে গেছে—শ্যামা শিগ্‌গীর জল আন—(শ্যামার প্রস্থান) কি ক'রলি—দেখত পাগলী! এমন ছেলেমানুষী ক'রতে হয়! রক্ত পড়ে ভেসে যাচ্ছে!

সুখদা। রক্ত! আমার বুকের আজ যা হচ্ছে! দাদা—কুলাঙ্গার শেষে তোমার মত মামার—

দুর্গা। চুপ কর। ও সব আর এখন মনে করিস্ না। শ্যামা—শ্যামা—একটু জল আন্‌তে হারামজাদার একটা দিন গেল!

(শ্যামার জল লইয়া প্রবেশ)

পুকুর কেটে জল আন্‌ছিলে! নড়তে চড়তে তোমাদের ছয় মাস—

শ্যামা। আজ্ঞে নীচের গিয়ে জল আন্‌তে হ'ল।

দুর্গা। কেন পাশের ঘরেই ত জল ছিল—

শ্যামা। আজ্ঞে সেটা আমার মনেই হয়নি—অত রক্ত দেখে আমার কেমন ভিরমি লেগেছিল —

(দুর্গাশঙ্কর রক্ত মুছাইয়া পটী বাঁধিতে লাগিলেন)

(স্বগত) পড়ুক না একটু রক্ত। সখের ঘা। আরও একটু দেরি ক'রে আস্‌বার ইচ্ছা ছিল তা কর্ত্তাবাবু যে চিৎকার আরম্ভ ক'র্‌লেন। কর্ত্তাবাবু কিন্তু একেবারে জল হ'য়ে গেছেন।

সুখদা (স্বগত) বঁটীতে আঙ্গুল কাট্‌লে রক্ত পড়ে না!. দু' ফোটা রক্ত পড়্‌লে কি আসে যায়! আর তুমি আমায় অবিশ্বাস ক'র্‌বে না—এইবার আমার যোগেশের পথ নিষ্কণ্টক ক'র্‌ব! এখন দেখ্‌ছি যোগেশ ক'লকাতায় গিয়ে ভালই করেছে।

(নেপথ্যে—(ডাক্তার—"শ্যামা—শ্যামা")

দুর্গা। ঐ যে ডাক্তার এসেছে—যাক্, ভালই হয়েছে। এই যে, উপরে এস বাবা শ্যামা! যা ত—শিগ্‌গীর —

শ্যামা। (স্বগত) নাঃ—কর্ত্তাবাবু বেজায় বাড়াবাড়ি ক'র্‌ছেন।' (প্রস্থান)

সুখদা। ডাক্তারকে কিন্তু আমার সম্বন্ধে কিছু ব'ল না দাদা—

দুর্গা। কেন, ও ত আমাদের ঘরের ছেলের মত। অনেকটা কেটে গেছে, দেখুক না একবার।

সুখদা। না দাদা—তোমার পায়ে পড়ি—এ আমার আপনা হ'তেই সেরে যাবে।

(ডাক্তারকে লইয়া শ্যামার প্রবেশ)

ডাক্তার। একি! আপনার যে এখনও খাওয়া হয় নি দেখ্‌ছি। শরীরের যে অবস্থা তাতে এ রকম অনিয়ম হওয়া ত ঠিক নয়। (সুখদার দিকে ফিরিয়া) আপনি থাকতে এ রকম অনিয়ম—ওকি আপনার কপালে কি হ'য়েছে?

দুর্গা। দেখত ডাক্তার—

সুখদা। না—না—এ আর দেখ্‌তে হবে না। প'ড়ে গিয়েছিলাম তাই কেটে গেছে। তুমি আমার দাদাকে একটু ভাল ক'রে ওবুধ দাও ডাক্তারবাবু, কাল খুব বেশী রক্ত পড়েছে। দাদার শরীরের দিকে ত আর তাকান যায় না ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার। চেষ্টা কি আমি কম ক'র্‌ছি। কিন্তু কোন ওষুধে যে ফল পাচ্ছি না আচ্ছা, দেখি আপনার হাতটা একবার, আপনাকে বড় exhausted বোধ হচ্ছে—pulse feeble—

সুখদা। কি ব'ল্‌লে—কি ব'ল্‌লে ডাক্তার বাবু—দাদা আমার বাঁচবে ত! বাঁচবে ত! আমার দিকপালের মত ভাই! ঐ ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে আমি যে পাষাণে বুক বেঁধে বেঁচে আছি— (ক্রন্দন)

ডাক্তার। এ কি! আপনি যে কেঁদে ফেল্‌লেন! কোন ভয় নেই। সকালে আজ বোধ হয় কিছু খান নি, এখন ওকে একটু গরম দুধ দিন ত—

সুখদা। আমি এখনই নিয়ে আসছি। (স্বগত) এইবার—এইবার—

(প্রস্থান)

শ্যামা। (স্বগত) পিসীমার চোখ দুটো হঠাৎ শিকারী বাঘের মত জ্বলে উঠল কেন? (প্রস্থান)

ডাক্তার। এক বিষয়ে আপনি বড় fortunate, এমন বোন স্মৃতি অল্প লোকেরই আছে।

দুর্গা। সব দিক একাকার হ'লে কি মানুষ টিকৃতে পারে। তাই বোধ হয় ভগবান দয়া ক'রে ঐ টুকু অবশিষ্ট রেখেছেন। ভাই বোনের স্নেহের বাঁধন মায়ের শোণিতে গড়া কিনা তাই বোধ হয় এত অটুট —এত মধুর।

ডাক্তার। এ জীবনে আর তা উপভোগ ক'র্‌তেই পার্‌লেম না। ভাই ও নেই—বোন ও নেই। হাঁ, কাল রাত্রে ক'বার উঠ্‌তে হ'য়েছে ?

দুর্গা। প্রায় সমস্ত রাত্রি। রক্তের পরিমানও খুব বেশী। শরীর যেন দিন দিন নিস্তেজ হ'য়ে আস্‌ছে—

ডাক্তার। একটা injection নেবেন ? কোন কষ্ট হবে না—মাত্র একটা সেকেণ্ড—

দুর্গা। আর কেন বাবা এই শেষ সময় ফোড়া ফুড়ি ক'রে কষ্ট দেবে—

ডাক্তার। আচ্ছা থাক। তা'হলে ওষুধটা আজ বদলে দেব।

(দুগ্ধ লইয়া সুখদার প্রবেশ)

সুখদা। এইবার শেষ চেষ্টা। (প্রকাশ্যে) হাঁ ডাক্তারবাবু, ও ওষুধটা বদলে দিন। দাদা—এই দুধ এনেছি—

দুর্গা। এত দুধ ! এ কি খাওয়া যায় ভাই—

সুখদা। শুন্‌ছেন ডাক্তারবাবু ! এই টুকু দুধ খেতে চান না। একটু না খেলে—

ডাক্তার। ও টুকু দুধ আপনার খাওয়া উচিত।

দুর্গা। দেখি কত দূর পারি। (খাইতে উদ্যত)

নেপথ্যে—(শ্যামা—'বাবু—বাবু—খাবেন না—খাবেন না—") ও কি ?

সুখদা। কিছু না—খাও—খাও—খাও—

শ্যামা ছুটিয়া আসিয়া দুধের বাটী দুর্গাশঙ্করের হাত হইতে কাড়িয়া লইল। সুখদা ছুটিয়া গিয়া শ্যামার গলা চাপিয়া ধরিল ও বলিল—"হারামজাদা—দে—দে—দুধ খেতে দে—দুধ খেতে দে—আমার যোগেশ নিষ্কণ্টক হবে—আজ আমার যোগেশ নিষ্কণ্টক হবে—"

দুর্গা। একি!

ডাক্তার। convulsions—

শ্যামা। বাবু—বাবু—আমায় মেরে ফেল্‌লে—আমায় বাঁচান—বাঁচান।

দুর্গাশঙ্কর ও ডাক্তার অতি কষ্টে শ্যামাকে সুখদার হাত হইতে মুক্ত করিলেন। সুখদা নিজের চুল টানিয়া ছিড়িতে লাগিল ও পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল।

দুর্গা। এ সব কি শ্যামা?

শ্যামা। দম ছেড়ে নি বাবু, আমায় মেরেছিল আর কি! কর্ত্তাবাবু! এই দুধের বাটীতে আজ শিশি খালি ক'রে বিষ মিশিয়েছে—মা কালী রক্ষা ক'রেছেন—এই দেখুন সে শিশি—

ডাক্তার। এঁ্যা! একি! এযে arsenic! উগ্র বিষ—horrible—horrible!

দুর্গা। ডাক্তার আমায় ধর—

ডাক্তার। এ কি! আপনি কাঁপছেন! বসুন—বসুন—স্থির হ'ন—স্থির হ'ন—বাতাস কর শ্যামা। তাই বল, ভিতরে ভিতরে arsenic এর Slow Poisoning চল্‌ছে। তাই কোন ঔষধে ফল হচ্ছে না। deliberate murder—কি ভয়ঙ্কর! ভগবান আজ আপনাকে খুব রক্ষা ক'রেছেন, কিন্তু আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রবেন না—এখনই ক'লকাতা রওনা হন। system এ কতটা poison ঢুকেছে কে জানে)

সুখদা। কে? যোগেশ! ক'লকাতা থেকে এসেছে! এস বাবা—এস—

তোমার পথ পরিষ্কার ক'রেছি—আমার যোগেশ জমিদারী পেয়েছে—আমার যোগেশ জমিদারী পেয়েছে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

ডাক্তার। হুঃ! হতেই হবে। আশা ভঙ্গ—sudden shock! artery ছিঁড়ে গেছে। mental derangement হবেই।

দুর্গা। শ্যামা, আমার কাছে আয়—আমার কোলে আয়। ডাক্তার! এই আমার চাকর—আর ঐ আমার বোন—আমার মায়ের পেটের বোন—যা আছে ব'লে এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তুমি আমায় ভাগ্যবান ব'লছিলে—এই দেখ জাল উইল—আর ঐ সেই বিষ মিশান দুধ—ব'লত ডাক্তার, আমি হাসব না কাঁদব!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—ললিতার ভাড়াটীয়া বাটী

কক্ষ

ললিতা ও যোগেশ উপবিষ্ট

ললিতা। কি গো! একদৃষ্টে হা ক'রে চেয়ে কি দেখছ?

যোগেশ। তোমায় দেখ ছি। এ যে মোহিনী মূর্ত্তি—

ললিতা। দেখ' ভাই—গিলে ফেলো না যেন—

যোগেশ। পারলে ছাড়তুম না—সত্যি ললিতা, কি চমৎকার মানিয়েছে তোমায়। যেন তোমার জন্যই গহনা গুলি তৈরী হ'য়েছিল—

ললিতা। এখনই ত আবার খুলে দিতে হবে—

যোগেশ। কেন?

ললিতা। পরের জিনিষ—আমার ত নয় যে প'রে মনের সাধ মিটাব—

যোগেশ। না—না—ওসব যে তোমার—

ললিতা। আমার! সত্যি ব'লছ?

যোগেশ। হাঁ ললিতা—

ললিতা। গহনা প'রবার আমার বড় সাধ—গহনা আমি বড় ভালবাসি হাঁ যোগেশবাবু, এক্ষুনি আবার কেড়ে নেবে না ত?

যোগেশ। কেড়ে নেব ললিতা, তোমার গা থেকে গহনা! আমায় কি তুমি এমনি পিশাচ মনে কর—

ললিতা। দেখ ভাই, আমি কিন্তু অনাদর সইতে পারি না—

যোগেশ। তোমায় অনাদর ক'রব! ললিতা, তোমায় আমি মাথার মনি ক'রে রাখ ব।

ললিতা। দেখ' ভাই, সরলা অবলাকে মজিয়ে শেষে মাঝ দরিয়ায় ভাসিও না যেন।

যোগেশ। তোমার সুখের জন্য আমার সর্ব্বস্ব পণ। তোমার মুখের একটী কথায় আমি বোধ হয় হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দিতে পারি। বল—বল ললিতা, তুমি আমায় ভালবাস—তুমি আমার—

ললিতা। যোগেশবাবু, প্রিয়তম! আমি যে তোমার প্রেমে উন্মাদিনী—তাইত নিবারণকে ছেড়ে তোমায় কাণ্ডারী ক'রে যৌবন-তরী ভাসিয়ে দিয়েছি—

গীত।

বাজ লো আজ হৃদয়বীণা নূতন তানে।
এ পুলক কোথায় ছিল—নূতন আলোক
ছুটলো বঁধু নূতন প্রাণে॥
হৃদয়-কুঞ্জে নূতন সুরে কি গান ধরেছে পাপিয়া,
পুঞ্জে পুঞ্জে আছে ফুটে ফুল হৃদয়-মঞ্চ ছাপিয়া।
নূতন চোখে ফুটিছে আজি নূতন ক'রে দুনিয়া—
কি জানো যাদু, পরাণ বঁধু' মজলো নারী আঁখি বানে॥

(ছুরিকা হস্তে নিবারণের প্রবেশ)

নিবারণ। এতদিনে তোমার সন্ধান পেয়েছি যোগেশবাবু! যোগেশবাবু—যোগেশ—

যোগেশ। (চমকিত হইয়া) কৈ—কৈ? (সভয়ে) নিবারণ!

নিবারণ। হাঁ, আমি নিবারণ—চিন্‌তে পারছ?—কে, ললিতা? বাঃ! —বেশ সেজেছ ত—খাসা আছ! না? শয়তানি! বল, কোথায় আমার টাকা? দেখ্‌ছিস এই ছুরি—

ললিতা। আমি কিছু জানি না—আমি কিছু করি নি—

নিবারণ। আচ্ছা। যোগেশবাবু, নিধু ঠাকুর ললিতাকে চুরি ক'রেছিল—না? খুব মাথা খাটিয়েছিলে! এখন?

যোগেশ। যাও যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও—দারোয়ান, দারোয়ান—

নিবারণ। দারোয়ান কি ক'র্‌বে বিশ্বাসঘাতক! পাষণ্ড—তোর সঙ্গে আজ আমার হিসাব নিকাশ—শয়তান! আমি তোকে খুন ক'র্‌ব—তোকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'র্‌ব

ললিতা। (ছুটিয়া নিবারণের সম্মুখে গিয়া)—না—না—মের না—যোগেশ বাবুকে মের না—

নিবারণ। ওঃ বড় দরদ! পথ ছাড় শয়তানি! ছাড়বি না—ছাড়বি না—পদাঘাত করিয়া ললিতাকে মাটীতে ফেলিয়া দিল। ললিতা মূর্চ্ছিতা হইল। তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সেই অবসরে নিবারণের হাত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইয়া যোগেশ তাহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। নিবারণ মাটীতে পড়িয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে দরদর ধারে শোনিত ছুটিল। যোগেশ তাহা দেখিয়া সভয়ে বলিল "এ্যাঁ—খুন—খুন ক'রেছি!"

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতা দুর্গাশঙ্করের বাটী। কক্ষ।

দুর্গাশঙ্কর ও অনাদি।

দুর্গা। কোন খোঁজ পেলে না?

অনাদি। এখনও ত কিছু পাই নি। আপনার তার পেয়ে ক'লকাতায় এসেই তিন তিন জন গোয়েন্দা লাগিয়েছি—তাদের পেছনে জলের মত টাকা খরচ ক'রছি—প্রত্যেককে হাজার টাকা ক'রে পুরস্কার দেব প্রতিশ্রুত হ'য়েছি! দিবারাত্র তারা সহরের অলিগলিতে ঘুরছে, কিন্তু পাপিষ্ঠ যে কোথায় উধাও হ'য়েছে কেউ তা খুঁজে বের ক'রতে পারছে না। (দুর্গাশঙ্কর নত মস্তকে পাদচারণা করিতে লাগিলেন আজকার দিনও দেখব মনে ক'রেছি তার পর সহরের বাইরেও লোক লাগাব। আমার মনে হয় ক'লকাতায়—

দুর্গাশঙ্কর পাদচারণা করিতে করিতে সহসা প্রাচীর বিলম্বিত দর্পণের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন ও বলিলেন—"ও কে?',

অনাদি। কি বাবু?

দুর্গাশঙ্কর ধীরে ধীরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আয়নার ভিতর নিজের প্রতিবিম্ব দেখাইলেন! অনাদি সেই দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইলেন। দুর্গাশঙ্কর দেখিতে দেখিতে যেন শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন—ক্ষণপরে ডাকিলেন—"অনাদি—"

অনাদি। বাবু!

দুর্গা। দেখ্‌ছ, কত স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। (ম্লান হাসি হাসিয়া) সমন জরুরী—আর ত বেশী দেরী নেই অনাদি—

অনাদি। নারায়ণ—নারায়ণ—

দুর্গা। একটা আকাঙ্ক্ষা—শুধু একটা আকাঙ্ক্ষা—(ছুটিয়া অনাদির হাত দু'টী জড়াইয়া ধরিলেন)—এই শেষ সাধ আমার পুরাও ভাই—

অনাদি। বাবু, সাহস ক'রে এ কথা আপনাকে আমি জানাতে পারিনি। আপনার অনুমতি না নিয়েই পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রে সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কৃষ্ণবাবুকে আমি সেই হতভাগ্যের সন্ধানে লাগিয়েছি।

দুর্গা। আছে—আজও কি বেঁচে আছে সে—বেঁচে আছে তারা!

অনাদি। আছে বই কি বাবু—নিশ্চয় বেঁচে আছে।

দুর্গা। তুমি ব'লছ—তুমি ব'লছ তারা বেঁচে আছে। বল—বল ব্রাহ্মণ—মুক্তকণ্ঠে প্রাণ খুলে বল—তোমার শ্রীমুখে এক দিন বেদ ধ্বনিত হ'য়েছে—তোমার বাণীতে এক দিন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সংঘটিত হ'য়েছে—তোমার কথা মিথ্যা হবে না—বল ব্রাহ্মণ—আবার আমি আমার হারানিধি ফিরে পাব—

(নিধুঠাকুর ও তৎপশ্চাৎ মুটিয়া গোবিন্দের মোট মাথায় প্রবেশ)

গোবিন্দ মোটটী অতিকষ্টে নামাইয়া ক্লান্তির জন্য এক ধারে বসিয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদবারি নির্গত হইতেছিল এবং অতিকষ্টে সে দম লইতেছিল। নিধু ঠাকুরকে দেখিয়া দুর্গাশঙ্কর বলিলেন :—"কে—কে? সাহস বটে!"

নিধু। রসো বাবা, পয়সার অভাবে বুড়ো বামুনকে ইষ্টিশান থেকে হেঁটে আস্‌তে হ'য়েছে। আগে দমটাই ছাড়তে দাও। ওকে? অনাদি না?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ।

নিধু। বেশ--বেশ। তোমাকে যে এখানে পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—তা ভালই হ'য়েছে। এই নাও বাবা—তোমার দলিল—

অনাদি। দলিল!

নিধু। বুঝ্‌তে পার্‌লে না! শোন তবে; তোমার জন্যই বাবা এতদূর এসেছি—নইলে বাবা, খাসা বিশ্বেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে প'ড়ে ছিলুম। বুঝ্‌লে দুর্গাশঙ্কর, এই যে প্রাণে এত জ্বালা—এত দাহ—বাবার আরতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব জেন জুড়িয়ে যেত। আর কেবল তোমার কথা মনে হত। এবার আমি তোমায় নিয়ে যাব।

অনাদি। দলিল কি ব'লছিলেন?

নিধু। হাঁ—হাঁ, শোন তারপর—তোমাদের নিবারণ আমায় কাশীতে গিয়ে ধ'রেছে, আমি না কি তার রুক্মিণী হরণ ক'রেছি! শুনেই ত আমার চক্ষুস্থির! আর ধ'র্‌তে গেলে দোষটা আমার ঘাড়েই পড়ে। তারপর বাবা তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমার কোন দোষ নেই। বোনের অসুখ দেখ্‌তে ক'লকাতায় আস্‌বে, লোক অভাবে আস্‌তে পার্‌ছে না ব'লে ছুঁড়ী বড় ধ'রে পড়ল—কাঁদাকাটা ক'র্‌তে লাগল—বাবাজীবন যোগেশচন্দ্রও অনুরোধ ক'র্‌তে লাগল—তার উপর জানই ত বাবা, আমি নেশাখোর মানুষ—কিছু লোভও দেখাল—তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে ক'লকাতায় এসেছি। তখন কি জানিরে বাবা, শ্রীমান যোগেশচন্দ্র আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে মনের সুখে কোষ খাচ্ছে। এর ভিতরে যে এত প্যাঁচ তা' বোকা বামুন আমি কি ক'রে জানব বল!

অনাদি। তারপর—তারপর?

নিধু। ক'লকাতায় এসে পরদিনই ছুঁড়ী নিজে ইষ্টিশনে গিয়ে আমায় টিকিট কিনে দিয়ে আরও নগদ পঁচিশটি টাকা দিয়ে কাশীর গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল। গরীবের ছেলে যা কোনদিন অদৃষ্টে ঘ'টবে

ব'লে আশা করি নি—আমার ত মহাস্ফূর্ত্তি—আনন্দে একেবারে ডগমগ হ'য়ে কাশীতে বাবা বিশ্বেশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম দেখ্‌তে গেলাম। আরে তখন কি জানি যে ছোঁড়া ছুঁড়ী সম্পূর্ণ দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাবার জন্য কৌশল ক'রে আমায় সরিয়ে দিচ্ছে।

দুর্গা। এত বড় পাষণ্ড!—একবার পেতাম তাকে—

নিধু। আহা, শেষ পর্য্যন্ত শোনই না দুর্গাশঙ্কর—আরও রহস্য আছে। নিবারণের যখন বেশ বিশ্বাস হ'ল যে আমি নির্দ্দোষী—যোগেশ বাবাজীই তার মাথায় হাত বুলিয়েছেন—তখন সে কি বল্‌লে জান?

অনাদি। কি?

নিধু। নিবারণ ব'ল্‌লে যে খুড়ো আমি মহাপাপী। এ আমার উপযুক্ত শাস্তি। নিজের ছেলের মত দেওয়ানজী আমায় প্রতিপালন ক'রেছেন, ঐ যোগেশের দলে মিশে আমি তাঁর সর্ব্বনাশ ক'রেছি—সিন্দুকের চাবী বাবুর বালিশের তলা থেকে যোগেশের মা চুরি ক'রেছিলেন—সেই চাবী দিয়ে আমি আর যোগেশ সিন্দুক খুলে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে চরের দলিল শিবনারায়ণ বাবুকে দিয়েছিলাম।

দুর্গা। এঁ্যা!

অনাদি। নারায়ণ—নারায়ণ—

নিধু। কথাটা শুনে, তোমায় ব'লব কি অনাদি, আমার যা অবস্থা—না আনন্দ—না দুঃখ—না রাগ—বুঝ্‌লে দুর্গাশঙ্কর, আমার তখনকার অবস্থাটা আমি তোমাদের বোঝাতে পা'র্‌ছি না—

দুর্গা। তারপর?

নিধু। তারপর নিবারণ ব'ল্‌লে যে খুড়ো নিরপরাধ দেওয়ানজী যোগেশের চক্রান্তে মনিবের কাছে লাঞ্ছিত হ'য়েছেন,—আমায় যোগেশের সন্ধানে

যেতে হবে—তার সঙ্গে আমার হিসাব নিকাশ পরিষ্কার ক'র্‌তেই হবে—আমি ত কর্ত্তাবাবুকে গিয়ে সব ব'ল্‌তে পার্‌ছি না—আপনি যদি দয়া ক'রে যান, তবে দেওয়ানজীর মিথ্যা কলঙ্ক দূর হয়। তারপর এই পত্রখানা আমার হাতে দিয়ে ব'ল্‌লে যে এই পত্র লিখে যোগেশ শিবনারায়ণবাবুর কাছে টাকার তাগাদা ক'রেছিল—পত্রখানি তাঁকে আর দিতে হয়নি—তাঁর লোক টাকা নিয়ে আসছিল—পথেই আমার সঙ্গে দেখা হয়। পত্রখানি আমি কি জানি কি ভেবে তুলে রেখেছিলাম। এ খানা আপনি কর্ত্তাবাবুকে দেখাবেন, তা'হলেই তিনি সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন। এই নাও বাবা, এই সে পত্র, রক্ষাকবচের মত অতি যত্নে নামাবলীতে বেঁধে রেখেছি। (অনাদির হস্তে দিলেন)

অনাদি। ধর্ম্ম, তুমি তাহ'লে আছ !

নিধু। নিশ্চয়—নিশ্চয়—ওরে বাবা, পাপের ও লাফালাফি ক'দিন ! হাঃ হাঃ হাঃ—এখনও যে চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে। আমি কিন্তু অনাদি, মনে তোকে কখনও অপরাধী ভাবিনি—তবে মুখ ফুটে কিছু ব'ল্‌তে সাহস পাই নি।

দুর্গা। অনাদি—অনাদি—একবার সে পাপিষ্ঠ যোগেশটাকে আমার সাম্‌নে আন্‌তে পার—একবার—তাতে যত টাকা লাগে—

গোবিন্দ। (আপন মনে) হা রে যোগেশবাবু, মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে আমার দাদাবাবুকে এই বাড়ী থেকে তুমি কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে !

অনাদি। ও কে ?

নিধু। আমার মুটে-মোট নিয়ে এসেছে। তুই ব্যাটা ত আচ্ছা হতভাগা। আমি না হয় কথায় কথায় তোর পয়সা দিতে ভুলে গেছি —তুই ও ত বেশ দিব্যি চুপটী ক'রে বসে আছিস ! এতক্ষণ যে

আর দু'টো মোট ব'য়ে আর দু'পয়সা রোজগার ক'র্‌তে পার্‌তিস! এই নে বাবা তোর বার পয়সা—

গোবিন্দ। পয়সা নামাবলীতে বাঁধ ঠাকুর। তোমার মোট ব'য়ে পয়সা না নিলে গোবিন্দের স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি হবে কি দিয়ে! দাও ঠাকুর —একটু পায়ের ধুলো,প্রণাম হই কর্ত্তাবাবু, দিন দেওয়ানজী—বুড়োকে একটু পায়ের ধুলো দিন—

অনাদি। গোবিন্দ না! তাইত! তুমি মুটে!

গোবিন্দ। আমি মোট টানছি এই দেখেই চ'মকে উঠ্‌লে দেওয়ানজী— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

অনাদি। কেন গোবিন্দ, তুমি কি আজ কাল খোকাবাবুর কাছে থাক না! এই বয়সে তুমি মোট টান্‌ছ—আহা হা!

গোবিন্দ। আহা হা—

অনাদি। খোকাবাবুর সংবাদ কি গোবিন্দ? কোথায় আছে সে আজ কাল? মা লক্ষ্মী আমার ভাল আছেন ত? গোবিন্দ! আমি যে গোয়েন্দা লাগিয়েও তোমাদের সন্ধান পাইনি—

গোবিন্দ। বড় অসময়ে খোঁজ ক'র্‌ছ দেওয়ানজী—আর যদি ছ'টামাস আগেও খোঁজ নিতে—

অনাদি। কেন—কেন গোবিন্দ?

দুর্গা। আছে ত—খোকা বেঁচে আছে ত?

গোবিন্দ। থাকাই সম্ভব—মাস খানেক হ'ল আমি তাদের হারিয়ে ফেলেছি। দাদাবাবু হয়ত বেঁচে আছে, কিন্তু কর্ত্তাবাবু—তোমার সাগর সেচা মানিক—তোমার সাত রাজার ধন—তোমার বংশের দুলাল— তোমার স্বর্গের সিঁড়ি—আমার খোকনমণি—ও হো হো—

দুর্গা। কার কথা বলছ?

গোবিন্দ। তোমার খোকার ছেলে—

দুর্গা। এঁ্যা! আমার খোকার ছেলে হ'য়েছে! অনাদি—অনাদি—কই, শ্যামা কই—(শ্যামার প্রবেশ) ওরে আমার খোকার ছেলে হয়েছে। অনাদি, গাড়ী জুততে বল—তুমি কাঁদছ কেন গোবিন্দ, এখনই আমি নিজে গিয়ে আমার দাদাকে নিয়ে আসছি—

গোবিন্দ। কাকে আর আনবে কর্ত্তাবাবু—সে পালিয়েছে। বাপমায়ের বুকে শেল হেনে সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে—সে আর নেই—

দুর্গা। নেই—সে নেই!

গোবিন্দ। না—সে নেই। পয়সার অভাবে তার মুখে এক ফোটা বার্লির জল জোটেনি—পয়সার অভাবে তার মুখে এক ফোটা ওষুধ পড়েনি—খেতে না পেয়ে রোগে ভুগে শুকিয়ে কুঁকড়ে—ওহোহো! আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখেছি—এই চোখে তাই দাঁড়িয়ে দেখেছি—তবু এ পোড়া প্রাণ বের হয় নি—তবু বুক খানা ফেটে যায় নি—(বুক চাপড়াইতে লাগিল)

দুর্গা। ও হোহোঃ—না—না—আর বল না—আর শুনতে পারি না! পালাল—পাল্লাল মাথাটা ছুটে পালাল—অনাদি ধর—ধর—চেপে ধর—

অনাদি। শ্যামা—শ্যামা! বাতাস কর—বাতাস কর। (শ্যামার তথাকরণ) গোবিন্দ, তুমি আমার সঙ্গে ও ঘরে এস।

দুর্গা। না—না—না—দাঁড়াও—আমার খোকা?

বিধু। এখন থাক। দুর্গাশঙ্কর! একটু সামলে নাও বাবা। যাও গোবিন্দ, অনাদির সঙ্গে যাও—

(বেগে যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। এই যে মামাবাবু এখানে! বাঁচলুম—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন মামাবাবু—আমায় পুলিশে তাড়া ক'রছে।

দুর্গা। কে ?—হাঁ, এইবার পেয়েছি—এইবার পেয়েছি তোকে শয়তান ;—
—রাক্ষস! তুই আমার বংশ নাশ ক'রেছিস—আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছিস—আমি তোর বুকের রক্ত—

দুর্গাশঙ্কর ছুটিয়া যোগেশকে আক্রমণ করিতে গেলেন ও নিজে ভূপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্যামা অনাদি ও নিধু ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বিছানার উপর তুলিয়া শোয়াইয়া দিল। শ্যামা মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

নিধু। তুমি আবার যোগেশবাবু এ সময় কোথা থেকে উদয় হ'লে বলত—

যোগেশ। আমায় বাঁচাও আমি নিবারণকে খুন করিনি—সত্যি বল্‌ছি—খুন করিনি আমায় পুলিশে তাড়া করেছে—পেছন পেছন আস্‌ছে—এলো ব'লে—চারদিন পেছন নিয়েছে—এক মুহূর্ত্ত ব'স্‌তে দেয়নি এক মুহূর্ত্ত ঘুমুতে দেয়নি—এক মুঠো ভাত মুখে দিতে দেয়নি—দিন রাত তাড়া করেছে—বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—

শ্যামা। গোবিন্দদা! শীগ্‌গির যাও—পুলিশকে ডেকে ধরিয়ে দাও—

যোগেশ। না—না—ডে'কনা—ডে'কনা—আমায় তারা বেঁধে নিয়ে যাবে হাতকড়ি পরাবে—আমায় ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে—আমায় বাঁচাও—গোবিন্দ, শ্যামা, তোদের পায়ে পড়ি আমায় বাঁচা—

নিধু। তবু লোকে মনে করে যে ধর্ম্ম নেই! কি ক'র্‌লে যোগেশবাবু—নিজে গেলে, আর মামারও সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!—

যোগেশ। না—না—আমি কিছু করিনি—আজ চারদিন কিছু খাই নি—এই দেখ, পেট শুকিয়ে গিয়েছে—বুক শুকিয়ে গিয়েছে—আমায় দুটী খেতে দাও—আমায় বাঁচাও—

গোবিন্দ। কি যোগেশবাবু, তুমি না এই বাড়ী থেকে একদিন আমার দাদাবাবুকে মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে—আজ?—

শ্যামা। দাঁড়িয়ে ক'র্‌ছ কি গোবিন্দদা—গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দাও—পুলিশ—পুলিশ—

অনাদি। চুপ কর শ্যামা—

শ্যামা। কি বল্‌ছেন দেওয়ানজী! চুপ ক'র্‌ব! ও কাকে বাদ দিয়েছে—সোণার সংসারটা মায়ে ছেলেয় শ্মশান ক'রেছে—

যোগেশ। এঁ্যা, দেওয়ানজী! এতক্ষণ দেখ্‌তে পাইনি। যাক, আর ভয় নেই। দেওয়ানজী—দেওয়ানজী—আমায় রক্ষা করুন—আপনার পায়ে পড়ি দেওয়ানজী—(পায়ের উপর পড়িল)

নিধু। তোমার বাহাদুরি আছে যোগেশ। এই লোকটাকে তুমি কি লাঞ্ছিতই না করেছ—আবার এখন—নাঃ, তোমার বাহাদুরি আছে!

যোগেশ। আমায় ক্ষমা করুন দেওয়ানজী—আপনার পায় পড়ি দেওয়ানজী, আমায় বাঁচান। ছেলে বেলায় আপনার কোলে মানুষ হয়েছি—আমায় মেরে ফেল্‌বেন না, দোহাই আপনার—

অনাদি। যোগেশবাবু—না—আমি তোমায় রক্ষা ক'র্‌ব।

নিধু। কি ব'ল্‌ছ অনাদি?

অনাদি। শরণাগত—পায়ে ধরে কাঁদ্‌ছে খুড়ো—

নিধু। দুর্গাশঙ্করের মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছ?

অনাদি। বুঝেছি খুড়ো। যোগেশবাবুকে নিয়ে এখনই আমি এ বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি! চল যোগেশবাবু—কোন চিন্তা নেই। তোমার জন্য আমার সর্ব্বস্ব পণ।

যোগেশ। আপনার এ উপকার দেওয়ানজী—

অনাদি। আমি তোমাকে বেশ চিনি—বাড়াবাড়ি ক'রে আমায় উত্যক্ত ক'র না—

যোগেশ। আজ্ঞে না—আজ্ঞে না—

অনাদি। নিঃশব্দে আমার সঙ্গে এস—

(যোগেশসহ অনাদি প্রস্থানোদ্যত ও ঠিক সেই সময় সম্মুখ হইতে রাধা বৈষ্ণবীর প্রবেশ।)

রাধা। বাবু কি এখানে আছেন ?

অনাদি। কে তুমি মা ? কি চাও ?

রাধা। আমি একজন ভিখারিণী—জমিদার বাবুকে চাই ? এখানে কি তিনি—কে—কে—কে—

যোগেশ। কে ? তু—তু—তু—

রাধা। হাঁ—আমি শৈলবালা—চিনতে পারছ না যোগেশ বাবু—

যোগেশ। তু—তুমি—এ—এখানে ?

রাধা। তুমি এখানে কেন যোগেশবাবু ?

অনাদি। যোগেশবাবু যে আমাদের জমিদারবাবুর ভাগিনেয়।

রাধা। এঁ্যা ! ওঃ—তাই—তাই—কিন্তু—কিন্তু এ বিচার—একের পাপে অন্য—না—একি অন্যায় ! একি অন্যায় বিচার !

অনাদি। উন্মাদিনী ! একে চেন যোগেশবাবু ?

যোগেশ। চিনি। হাঁ—কই—না !

রাধা। কি বল্‌লে যোগেশবাবু ? 'চেন না' ! আমায় চেন না ! ব'ল্‌তে লজ্জা ক'র্‌ছে ? আচ্ছা, আমিই বল্‌ছি। এই আমাদের জমিদার পুত্র—এর পিতা আমাদের বৃদ্ধ জমিদারের মৃত্যুর পর ইনি আমাদের শুভাশুভ মান ইজ্জত জাতিধর্ম্মের মালিক হ'লেন। স্বামীর ভিটায়, স্বামীর গৃহে, স্বামীর শয্যায় সুখসুপ্ত আমি, নিশুতি রাত্রে একদল পাইক নিয়ে ঘরের বেড়া কেটে আমাদের ঘরে ঢুকে আমার স্বামীর মাথায় লাঠি মেরে কে আমায় স্বামীর বাহুপাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—এই ইনি—আমাদের শুভাশুভ মান ইজ্জতের মালিক ! সেই রাত্রে দু'ক্রোশ পথ টেনে নিয়ে কে আমার ইহকাল পরকাল

নষ্ট ক'রেছে—এই ইনি—আমাদের জাতি ধর্ম্মের মালিক!

অনাদি। পাষণ্ড!

যোগেশ। না—না—ও কথা শুনবেন না—মিথ্যা—সব মিথ্যা—

রাধা। মিথ্যা—সব মিথ্যা! যোগেশবাবু, স্থিরভাবে কথাগুলো উচ্চারণ ক'র্‌তে পার্‌লে—জিহ্বা আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল না—বুকের রক্ত জমাট বেঁধে গেল না! আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল দেখি যে এ সব মিথ্যা কথা—দেখি একবার শয়তানকে তুমি কতটা ছাপিয়ে উঠেছ! তুমি শুধু আমার একটা জন্ম ব্যর্থ করনি—তুমি তোমার মামার বংশ-ধরকেও হত্যা ক'রেছ। আহা! সেই দেবশিশু—চঞ্চল চিত্তকে সংযত ক'র্‌বার জন্য পারুলের কাছ থেকে আমি যদি দূরে দূরে না থাকতেম! ওঃ—ভেবেছ যোগেশবাবু—ঘুষ দিয়ে সেবার সাক্ষী বশ ক'রে মকর্দ্দমা জিতে ছিলে ব'লে এত বড় অত্যাচার—এত বড় পাপ—এত বড় অন্যায় এর কি কোন শাস্তি নেই, আমার বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস, আমার মর্ম্মছেঁড়া অভিশাপ ব্যর্থ হবে—বৃথা যাবে!

নিধু। না মা, ব্যর্থ হবে না—বৃথা যাবে না। সতীর অভিশাপ কি কখনও ব্যর্থ হয়—বৃথা যায়! কখনও না।

যোগেশ। পুলিশ এলো ব'লে—চলুন দেওয়ানজী—

অনাদি। আর তা হয় না যোগেশবাবু, সতীর অভিশাপ—সতীর অশ্রুজল—সতীর দীর্ঘশ্বাস আমার পথ রোধ করেছে—তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য—

যোগেশ। এঁ্যা! তবে—তবে—তবে আমার উপায়!

(কনেষ্টবল সহ পুলিশ ইনস্পেক্টরের প্রবেশ)

ইনস্পেক্টর। এই আমি—

যোগেশ। এঁ্যা! পুলিশ!

ইনেস্পক্টর। হাঁ, তোমার যম। বালা পরাও—(কনেষ্টবলগণ হাঁতকড়ি পরাইল)

যোগেশ। আমি—আমি নিবারণকে খুন করি নি—আমি নির্দ্দোষী—

ইনস্পেক্টর। বেশ ভাল কথা। শুনে খুব খুসী হ'লেম! দেওয়ানজী আপনাদের গহনাগুলো আস্কারা হ'য়েছে—এর রক্ষিতা ললিতা ব'লে একটা স্ত্রীলোকের গায়ে প্রায় সমস্ত গহনা গুলোই পাওয়া গেছে—তাকেও চালান দিয়েছি, তবে প্রেমময়ী একটু বেশী জখম হ'য়ে হাঁসপাতালে আছেন। সময়মত আপনাদের সংবাদ দেব—এখন তবে আসি। rascalটা আজ চারদিন বড্ড হয়রাণ ক'রেছে—লে চল,—

(প্রস্থান)

অনাদি। হাঁ, তুমি কি জন্য এসেছ মা—

রাধা। জমিদারবাবুর বাড়ীতে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম—সে লোক ফিরে এসেছে। এখানে কি তিনি আছেন?

অনাদি। হাঁ, তার কাছে কি দরকার আমায় ব'ল্‌তে পার।

রাধা। তার পুত্র ও পুত্রবধুকে যদি তিনি শেষ দেখা দেখ্‌তে চান, তবে শীঘ্র আমার সঙ্গে আসুন—

অনাদি। কোথায় তারা?

রাধা। আমার আশ্রমে—

অনাদি। তোমার আশ্রমে!

রাধা। বাড়ী-ভাড়ার টাকা দিতে পারে নি, তাই বাড়ীওয়ালা রাস্তায় বের ক'রে দিয়েছিল। মূর্চ্ছিত রুগ্ন স্বামীর পাশে ব'সে পারুল আর্ত্তনাদ ক'রছিল। আমি তাদের পেয়ে—

অনাদি। আশ্রমে নিয়ে গিয়েছ! মা—মা—যে উপকার ক'রেছ তুমি—

রাধা। বড় দেরি হ'য়েছে—আর দেরি ক'রবেন না—হয় ত শেষ দেখাও হবে না।

অনাদি। বাবু—বাবু—খোকার খবর পেয়েছি—

দুর্গা। কে? জল—জল—(শ্যামা জল দিল)

অনাদি। বাবু, খোকার খবর পেয়েছি—

দুর্গা। পেয়েছ! আছে সে? কোথায়? (যন্ত্র চালিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন।)

আনাদি। শীঘ্র চলুন—

দুর্গা। চল—চল—কোন দিকে—কোন পথে?

(পাগলের মত ছুটিলেন)

(জগা পাগলার প্রবেশ)

জগা। মহাপথে।

দুর্গা। এঁ্যা!

বাধা। এ কে! জগা! জগা—জগা—কি ব'লছ?

জগা। মহাপথের যাত্রী পথের শেষে চ'লে গেছে।

অনাদি। এঁ্যা! সে কি!

দুর্গা। অনাদি—অনাদি—তার মুখাগ্নি ক'রতে হ'বে না। আমি ম'লে সে মুখাগ্নি ক'রত এখন আমি তার মুখাগ্নি ক'রব! চল—চল—বাসি মড়া হ'য়ে যাবে—বাসি মড়া হ'য়ে যাবে—খোকা—খোকা—

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন)

—:*:—

যবনিকা পতন